জাগরণ

AWAKENING

KANAIGHAT ASSOCIATION UK

কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউ কে

পড়!
তোমার মালিকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।
যিনি মানুষ কে জমাট বাঁধা রক্তের টুকরা থেকে সৃষ্টি করেছেন।
পড়! এবং তোমার রব বড় মেহেরবান।
যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন।
শিখিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।

(সূরা আল-আলাক : আয়াত ১-৫)

Read!
In the name of your Lord.
Who created - Created man from a clot of congealed blood.
Read! And your Lord is Most Generous.
Who taught knowledge by the pen,
taught man what he did not know.

[Surah Al-Alaq : Verses 1-5]

জাগরণ

AWAKENING 2022

সম্পাদক

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

সম্পাদনা পরিষদ

সাদেকুল আমীন
মোহাম্মদ মখলিছুর রহমান
আহমেদ ইকবাল চৌধুরী

প্রকাশনা উপ-কমিটি

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম
মাওলানা রফিক আহমেদ
নাজিরুল ইসলাম
আজমল আলী
আনিসুল হক
সাদেকুল আমীন
মোহাম্মদ মখলিছুর রহমান
আহমেদ ইকবাল চৌধুরী
মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
এ কে এম জালাল উদ্দিন
মামুক রব্বানী
দেলওয়ার হোসেন সেলিম

Published: September 2022

Design & Illustration:

ThinkDesign | 07419167133

এই ম্যাগাজিনে প্রকাশিত লেখাসমূহে লেখকের ব্যক্তিগত অভিমত, তথ্য ও পরিসংখ্যান সংক্রান্ত কোন অসঙ্গতি থাকলে কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে কর্তৃপক্ষ দায়ী নন।

কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে

KANAIGHAT ASSOCIATION UK

Registered charity in England and Wales Registered.Charity Number: 1092797

সম্পাদকীয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মরনঘাতি করোনা ভাইরাসের মহামারি আতংকে পৃথিবীর মানুষ যখন মৃত্যুর ভয়ে গৃহবন্দী । প্রতিদিন লাশের মিছিলে যোগ হচ্ছে নতুন নতুন লাশ ! সামাজিক মাধ্যমের কল্যাণে হররোজ ঘুম থেকে জেগে দেখতে হচ্ছে পরিচিত জনের মৃত্যুর খবর, শুনতে হচ্ছে স্বজন হারানোদের আর্তনাদ । কখনও লক্ ডাউন আবার কখনও বা শাটডাউন । জীবন চলে তবুও জীবনের গতিতে । কোন কিছুই থেমে থাকে না । 'এপ্রিল মাস ২০২০' যুক্তরাজ্যে চলছে কঠোর লকডাউন । এ দেশে বসবাসরত কানাইঘাটপ্রবাসীরা অন্য সবার মতো নিজ নিজ গৃহে বন্দী। কিন্তু তাদের কেউ ভুলে যাননি জন্মভূমি কানাইঘাটে ফেলে আসা স্বজনদের কথা । সাত সাগর আর তেরো নদীর এপার থেকে মানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে প্রাণের সংগঠন 'কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে'র মাধ্যমে কানাইঘাটবাসীদের কাছে পৌঁছে দিলেন তাদের ছোট ছোট দানগুলো । কানাইঘাটের ৯টি ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে খোলা আকাশের নীচে ভীত সন্ত্রস্ত সহায় সম্বলহীন মানুষ গুলোর মধ্যে নগদ টাকা বিতরণের দৃশ্য দেখে:

"জানি না, সেদিন আকাশে পুষ্প বৃষ্টি হইল কিনা।
কি গান গাহিল মানুষে সেদিন বন্দী বিশ্ববীণা,
জানি না, সেদিন ফেরেশতা তব করেছে কি না স্তব-
অনাগত কাল গেয়েছিল শুধু, 'জয় জয় হে মানব।' ।"

স্মরণকালের সকল রেকর্ড ভেংগে শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যায় কানাইঘাট যখন বন্যার পানিতে ভাসছিল; যুক্তরাজ্যে বসবাসরত কানাইঘাটের প্রবাসী সন্তানেরা তখন বিচলিত হয়ে উঠেন । পারস্পরিক সকল দ্বিধা-দ্বন্ধ ভুলে গিয়ে কানাইঘাট এসোসিয়েশনের ডাকে সাড়া দেন। মানবতারই জয় হলো যেন আর একবার। তাদের সাহায্যর হাত আবার বাড়িয়ে দিলেন কানাইঘাটের বানবাসী মানুষদের প্রতি । এবার তারা Channel S, TV One এর মতো জনপ্রিয় গণ মাধ্যমে কানাইঘাটের জন্য সাহায্যের আবেদন করে ক্ষান্ত হননি; তারা লন্ডনের মসজিদে মসজিদে ত্রান আবেদন করেন। আর এ ক্ষেত্রে রত্নগর্ভা কানাইঘাটের ঈমাম সাহেবরা সক্রীয় ভূমিকা পালন করেন । কবি কামিনী রায় তাঁর 'মুখ' কবিতায় যথার্থই লিখেছিলেন:

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবণী পরে-
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

জন্মভূমি কানাইঘাটের প্রতি দায়ীত্ব ও কর্তব্যবোধ থেকে কিছু সংখ্যক অগ্রজদের স্বদিচ্ছায় ১৯৮৫ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর গঠিত হয়েছিল 'কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে' । তাদের অনেকেই আজ আর বেঁচে নেই । শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি কানাইঘাটবাসীদের প্রতি তাদের অবদান ও ভালবাসার কথা । যারা বেঁচে নেই মহান রাব্বুল আলআমীনের দরবারে তাদের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি এবং যারা এখনও বেঁচে আছেন তাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি । শুরুতে নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি স্থাপন, আর্ত মানবতার সেবা এবং কানাইঘাটের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্টিত হলেও বর্তমানে এ সংগঠনের কার্য্যের পরিধি বেড়ে গেছে অনেক । অতীতের অনেক চড়াই উৎরাই পার হয়ে এ সংগঠনটি বহুবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে কানাইঘাটের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখার পাশাপাশি, যুক্তরাজ্যে বসবাসরত কানাইঘাটবাসীদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে গড়ে তুলেছে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার এক অবিচ্ছেদ্য সেতুবন্ধন । 'কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে' আজ যুক্তরাজ্যে একটি প্রতিষ্ঠিত চ্যরিটি সংগঠন । বিগত দিনের বহুমুখী জনকল্যানমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে এটি স্থান করে নিয়েছে কানাইঘাটবাসীদের হৃদয়ে। এ সংগঠনটি আজ কানাইঘাটবাসীদের আশা ও ভরসার প্রতীক। তাই এর দায়ীত্ব ও কর্তব্য বেড়ে গেছে অতীতের চেয়ে অনেক গুন বেশী।

'জাগরণ' কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে'র ঐতিহ্যেরই ধারাবাহিকতা। এর মাধ্যমে কানাইঘাটবাসীদের সামনে তুলে ধরা হলো (২০১৯-২০২২) কার্য্যকালীন সময়ের কার্যক্রমের বিবরন। এর মাধ্যমে আর একবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো ঐতিহ্যবাহী কানাইঘাট উপজেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে । যুক্তরাজ্যে বসবাসরত কানাইঘাটবাসীদের লেখা এবং সুধীজনদের শুভেচ্ছা বাণী এ ম্যাগাজিনকে করেছে সমৃদ্ধ।

‘কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে’ তথা কানাইঘাটকে নিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের ভাবনা, স্বরচিত ছড়া-কবিতা ও রম্য রচনা রচনা এ ম্যাগাজিনকে দিয়েছে বিশেষ ব্যাঞ্জনা।

বিশ্ববরেণ্য আ’লেম ওলামা ও বহুসংখ্যক ওয়ালী আল্লাহর স্মৃতিধন্য কানাইঘাটের মানুষ স্বভাবত ধর্মপ্রাণ। ধর্মের সঠিক চর্চা ও ধর্মভিত্তিক জ্ঞান অর্জনে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের রয়েছে বিশেষ খ্যাতি । তাদের অনেকেই দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়েছন তাদের জ্ঞানের দ্যুতি।

কথিত আছে যে কানাই নামে একজন নৌকার মাঝির নামানুসার এ জনপদের নাম করন করা হয় কানাইঘাট । অবশ্য এ বিষয়ে ভিন্ন মতও আছে । কারো মতে বর্তমান মোলাগুল ইউনিয়নের বাসিন্দা তৎকালীন জৈন্তা রাজদরবারের প্রভাবশালী সদস্য কানাই চৌধুরীর নামানুসারে এ অঞ্চলটি কানাইঘাট নামে পরিচিতি লাভ করে। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে জয়ন্তিয়া পাহাড়ের পাদদেশে লোভা ও সুরমা নদীবিধৌত ৪১২ বর্গ কি. মি. জুড়ে বিস্তৃত অঞ্চলের নাম কানাইঘাট। মোলাগুল থেকে রাজাগঞ্জ পর্যন্ত মোট ৯টি ইউনিয়ন এবং ১টি পৌরসভা নিয়ে কানাইঘাট উপজেলা । সারি-সারি গ্রাম, হাওর-বাওরের পরিস্ফুটিত শাপলা, সুরমা নদীর মায়াবী রুপ, নানকার চা বাগান আর লোভা ছড়ার মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনেক নয়নাভিরাম। ছায়া ঢাকা, মায়া ঢাকা, সুজলা, সুফলা ও শষ্য শ্যামলা এ যেন সত্যিই এক স্বপ্নপুরী । উপজেলার অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা কৃষি হলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করেন।

প্রথম দিকে এদেশে হাতেগুনা কয়েকজন কানাইঘাটি আসলেও বর্তমানে তাদের সংখ্যা অনেক এবং দিনে দিনে এ সংখ্যা বেড়েই চলছে। যুক্তরাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসরত এ সব কানাইঘাটিদের হৃদয়ে-মননে, চিন্তায়-চেতনায়, চলনে-বলনে, শয়নে-স্বপনে ও স্মৃতিতে মিশে আছে কানাইঘাট । আর তাই এদেশে বসবাসরত কানাইঘাট প্রবাসীরা প্রীয় জন্মভূমি কানাইঘাটের যে কোন দূর্যোগ ও দুঃসময়ে কানাইঘাটবাসীদের পাশে দাঁড়ান পরম মমতায়।

পরিশেষে, এ ম্যাগাজিনটি সম্পাদনা করতে পেরে মহান আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি তাদের প্রতি যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগীতায় এ ম্যাগাজিন যথাসময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। আমি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাতে চাই তাদেরকে যারা বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং তাদের মূল্যবান লেখা দিয়ে এ ম্যাগাজিনকে স্বার্থক ও সমৃদ্ধ করেছেন। কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে’র সাথে জড়িত সকল স্তরের সদস্যদের সুস্বাস্থ্য ও এসোসিয়েশনের উত্তরোত্তর সাফল্য এবং সমৃদ্ধি কামনা করে শেষ করছি।
আমীন

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
ও
সম্পাদনা পরিষদ

বাণী

দুটি পাতা একটি একটি কুঁড়ির দেশ নামে খ্যাত সিলেট। আর প্রকৃতিক সৌন্দর্য্যের অপুর্ব লীলাভুমি সিলেটের কানাইঘাট উপজেলা। বৃটেনে বসবাসরত কানাইঘাটবাসীর সর্বপ্রাচীন সংগঠন কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে "জাগরণ" নামক একটি ম্যাগাজিন প্রকাশনা করতে যাচ্ছে শুনে আমি সত্যিই আনন্দিত।

সাহিত্য সমাজের আয়না স্বরুপ। সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজের অসংগতি তুলে ধরা হয়, যা একটি মানবিক সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। সাহিত্য চর্চা প্রতিভার বিকাশ ঘটায় এবং অতীত থেকে বর্তমানের শিক্ষার খোরাক যোগায়। প্রবাসে যান্ত্রিক জীবনে সমাজসেবার পাশাপাশি কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকের "জাগরণ" নামক ম্যাগাজিন প্রকাশনা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। এ সংগঠনের বিভিন্ন মানবিক কর্মকান্ড, বিশেষ করে করোনাকালীন এবং বন্যা মহাদুর্যোগের সময়ে কানাইঘাটের অসহায় ও হ্রতদরিদ্র মানুষের জন্য সহায়তা প্রদান এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসুচী দেখে আমি মুগ্ধ।

কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে কর্তৃক "জাগরণ" প্রকাশনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং এ সংগঠনের উত্তরোত্তর কল্যাণ কামনা করছি। কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকের সকল সদস্য এবং দেশে ও বিদেশে সকল কানাইঘাটবাসীর প্রতি রইল আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন। কানাইঘাট, সিলেট তথা বাংলাদেশের উন্নয়নে এই সংগঠন আরো জোরালো ভুমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

ইমরান আহমদ, এমপি

মন্ত্রী

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়

বাণী

কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে “জাগরণ” নামক একটি ম্যাগাজিন প্রকাশনা করতে যাচ্ছে জেনে আমি সত্যিই আনন্দিত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও চিকিৎসাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে এ সংগঠন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কানাইঘাটের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে COVID-19 মহামারী এবং বিগত বন্যায় এ সংগঠনের কার্যক্রম সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে।

আমি জাগরণ প্রকাশনা এবং ফ্যামেলী গেদারিং ২০২২ এর সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি এবং আশা করব ভবিষ্যতে কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে কানাইঘাট তথা দেশ ও জাতির কল্যানে তাদের কর্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

পরিশেষে ইউকে বসবারত সকল কানাইঘাটবাসী এবং এ সংগঠনের সকল কর্মকর্তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন।

ধন্যবাদান্তে

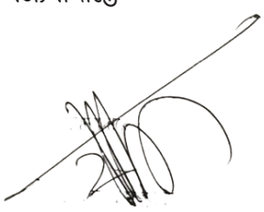

আলহাজ্ব হাফিজ আহমদ মজুমদার
সংসদ সদস্য
সিলেট-৫

বাণী

যুক্তরাজ্যে বসবাসরত কানাইঘাটবাসীর সর্ব প্রাচীন সংগঠন কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে'র, ফেম্যালি গেদারিং-২০২২ উপলক্ষ্যে "জাগরণ" নামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দবোধ করছি।

ইউকে'তে বসবাসরত কানাইঘাটবাসীদের মধ্যে সুখে-দুঃখে সেতু বন্ধন সৃষ্টি করাসহ তাদের শিকড় কানাইঘাট উপজেলার আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে প্রতিষ্টা করা হয়। জন্মলগ্ন থেকেই ইউকেতে বসবাসরত আমার পরিচিত অনেক জ্ঞানী গুণীজন এই সংগঠনের সভাপতি/সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করে এ সংগঠনটিকে একটি প্রাতিষ্টানিক রূপ দিয়েছেন। এ প্রাণপ্রিয় সংগঠনটি ইউকেতে বসবাসরত কানাইঘাটবাসীদের মূল ও আদি সংগঠন।

এ সংগঠনটি বর্তমান বৈশ্বিক করোনা মহামারী এবং সাম্প্রতিক কালে সিলেটের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় ও হতদরিদ্র মানুষের মাঝে নগদ অর্থ সহায়তা সহ বিভিন্ন সময়ে কানাইঘাটের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। তাদের গৃহীত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি অভিনন্দনযোগ্য।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক রূপান্তরের মহাসড়কে বাংলাদেশ আজ দ্রুত বেগে আগুয়ান। আর একে বেগবান ও টেকসই করতে অন্যান্য সংগঠনের মত কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকেও কাজ করে যাচ্ছে। আমি এ সংগঠনের উত্তরোত্তর কল্যান কামনা করছি। কানাইঘাট, সিলেট তথা বাংলাদেশের উন্নয়নে এই সংগঠন আরো জোরালো ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে'র সকল সদস্য এবং দেশের ও বিদেশে সকল কানাইঘাটবাসীর সুস্বাস্থ্য, শান্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

মোঃ এহসানে এলাহী

সচিব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

MAYOR OF
TOWER HAMLETS

TOWER HAMLETS

Executive Mayor's Office

Contact:
Tel 020 7364 4000
mayor@towerhamlets.gov.uk
www.towerhamlets.gov.uk

19 August 2022

Dear Mr Islam

I am very pleased to send my warm wishes to Kanaighat Association UK and its members, as you organise your 'Family Gathering 2022' to celebrate your achievements. I also thoroughly enjoy your magazine, 'জাগরণ'. You have accomplished outstanding work during your tenure, in spite of the Covid-19 restrictions that impacted the UK and global communities. The Association's work has been integral in the furthering of community cohesion. I hope and pray that Kanaighat Association UK continues to go from strength to strength and builds on the vital work that you are already doing.

People from across Bangladesh who have come to the UK are contributing to our communities in many different – and critical – ways. I am pleased to see that Kanaighat Association UK is providing a voice to the people of Kanaighat who live in the UK. I look forward to the publication of your magazine 'Awakening'. It is an excellent initiative, which will highlight the work you have done during the Covid-19 pandemic and beyond.

I wish Kanaighat Association UK all the best and success for the future.

Yours sincerely

Lutfur Rahman

Mayor Lutfur Rahman
Executive Mayor of Tower Hamlets

The best of London in one borough

Tower Hamlets Council
Town Hall
Mulberry Place
5 Clove Crescent
E14 2BG

বাণী

সর্বপ্রথম মহান রাব্বুল আলামিনের নিকট শুকরিয়া আদায় করি যে তিনি আমাকে সুদীর্ঘ পাচঁটি বছর আপনাদের দেওয়া দায়িত্ব সুন্দর ভাবে পালন করার তাওফিক দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত আমি ধন্যবাদ জানাই আপনারা যারা আমাকে আপাদের খাদেম হিসাবে গ্রহন করে আমার দায়িত্ব পালনে সর্বাত্নক সহযোগীতা করেছেন।

আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ত ও যুগপোযোগী শিক্ষা ছাড়া আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠন কল্পনা করা যায় না। তবে আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় মুল্যবোধের সমন্নয় না থাকলে প্রকৃত শিক্ষার সুফল পাওয়া যাবে না। আজকের আধুনিক প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার এবং কুফল না জানলে আমাদের কোমলমতি ভবিষ্যত প্রজন্ম বিপথগামী হতে পারে।তাই আমাদেরকে সামাজিক ও ধর্মীয় মুল্যবোধের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

২০১৮ সালে Education Enhancement Project, COVID-19 মহামারী, কানাইঘাটে সর্বস্ব হারিয়ে যাওয়া বন্যার্তদের সহযোগীতা, গরীব অসহায় মানুষদের আর্থিক সহযোগীতা সহ বিভিন্ন কর্মসুচী সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। যাহা আমি ও আমার কমিটি আজীবন শ্রদ্ধার সাথে শ্মরণ রাখব।

মানুষ হিসাবে আমাদের অনেক ভূল ত্রুটি থাকতেই পারে। আমরা দায়িত্ব পালনে সব সময় সততা, নিষ্ঠা, মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা, সর্বাপরি সংগটননের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছি। আমি বা আমার কমিটির অনিচ্ছাকৃত কোন কার্যক্রমে বা ব্যবহারে করো যদি মনোকষ্ট হয়ে থাকে, আশা করি আপনারা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন।

পরিশেষে আমদের এ জাগরণ প্রকাশনা এবং ফ্যামেলী গেদারিং সফল করতে আপনাদের সহযোগীতা চিরস্বরনীয় হয়ে থাকবে। এ ধরনের সহযোগীতা সব সময় এ সংগঠনের সকল কর্মসুচীকে বেগবান করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি সব সময় আপনাদের পাশে আছি, পাশে থাকব ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ সবাইকে।

শুভেচ্ছান্তে

আলহাজ্ব নাজিরুল ইসলাম
সভাপতি, কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে

বাণী

১৯৮৫ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর “কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে” এর জন্ম। মুলতঃ এর উদ্দেশ্য ছিল বিলেতে বসবাসরত কানাইঘাটবাসী একতাবদ্ধভাবে একে ওপরের সুখে - দুঃখে পাশে থাকা। তৎকালীন সময়ে সংখ্যার দিক থেকে খুব অল্প সংখ্যক কানাইঘাটের মানুষ বিলেতে বসবাস করলেও, শিক্ষা, সামাজিক মুল্যবোধ, চিন্তা চেতনার দিক থেকে তারা ছিলেন অত্যন্ত প্রাজ্ঞ। তাদেরই চিন্তা চেতনা এবং কঠোর পরিশ্রমের ফসল আজকের “কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে” যা বর্তমানে ইউকে চ্যারিটি কমিশনের একটি নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান। আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞভরে স্মরন করি এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাদেরকে, যারা আমাদেরকে মানব সেবার জন্য এমন একটি সুন্দর প্লাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাদের মধ্যে যারা পরলোক গমন করেছেন, তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি, আর জীবিতদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যান কামনা করছি।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এই সংগঠন যুক্তরাজ্যে বসবাসরত কানাইঘাটবাসীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতিক ও পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং আমাদের নাড়ী কানাইঘাটের হ্রতদরিদ্র মানুষের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য , সংস্কৃতি এবং স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে আর্তমানবতার সেবায় কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া, যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, মহামারী দেখা দিলে সাধ্যমত ত্রান সামগ্রী নিয়ে কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে।

বৈশ্বিক মহামারী করোনায় সারাবিশ্ব যখন অচল, লকডাউন-শাটডাউনের যাঁতাকলে নিম্ন আয়ের অসহায় মানুষ যখন অনাহারে, অর্ধাহারে দিনাতিপাত করছিল, তখন “কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে” কানাইঘাটের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। ২০২০ সালে COVID-19 নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান ছিল আমাদের জন্য একটি মেগা-প্রকল্প, যা যে কোন সামাজিক সংগঠনের জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত, এছাড়া বিগত মেশনে Education Enhancement Project 2018 “শিক্ষা উন্নতকরণ প্রকল্প” নামে একটি মহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যা এই এসোসিয়েশনের পুর্ববর্তী যে কোন প্রকল্পের তুলনায় একটি বিশাল প্রকল্প ছিল। গতবছর “ডে ট্রিপ ২০২১” কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকের ইতিহাসে এক নতুন আধ্যায়ের সুচনা করেছে। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ২০২২ সালে শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যায় পুরো কানাইঘাট যখন পানির অতল গহিনে নিমজ্জিত, ধনী-গরীব, কাঁচা-পাকা ঘরবাড়ির মানুষ যখন মহান রবের কাছে আত্মমর্পন করে বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করছিল, তখন “কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে” তার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আর্থিক সহায়তা ও ত্রান নিয়ে কানাইঘাটের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। এভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি অর্থাৎ সমাজ সেবার প্রতিটি ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডে বসবাসরত সকল কানাইঘাটবাসীর সহযোগীতায় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ সংগঠন আর্তমানবতার কল্যানে কাজ করে আসছে।

প্রকল্পগুলো সুন্দর ভাবে বাস্তবায়নের জন্য সভাপতি, সেক্রেটারী ও ট্রেজারারের পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন সময়ে উপ-কমিটি বা প্রকল্প সহায়ক উপ-কমিটি গঠন করেছি, এ সকল কমিটির দক্ষতা ও নিরলস পরিশ্রমে আমাদের প্রকল্পগুলোর সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে, এবং তাদের team spirit আমাদেরকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি উপদেষ্টা কমিটি, এক্সিকিউটিভ কমিটি, সকল সাধারন সদস্য এবং সর্বপরি ইংল্যান্ডে বসবাসরত সকল কানাইঘাটবাসীর প্রতি, যাদের সার্বিক সহযোগীতায় “কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে” এ পর্যায়ে আসতে পেরেছে। কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকের “জাগরণ” ম্যাগাজিন প্রকাশনায় যারা মেধা, শ্রম, মুল্যবান লিখনী এবং বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগীতা করেছেন, আমি সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে এই প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এসোসিয়েশনের সমস্ত কাজ-কর্ম এবং দান কবুল করেন। ২০১৯-২০২২ মেশনের সকল অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য আপনাদের নিকট আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। ধন্যবাদ সবাইকে। আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন।

ধন্যবাদান্তে

মোহাম্মদ মখলিছুর রহমান
সেক্রেটারি, কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে

বাণী

কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে “জাগরণ” নামক একটি ম্যাগাজিন প্রকাশনা করতে যাচ্ছে, যা সত্যিই বিলেতে বসবাসরত সকল কানাইঘাটবাসীর জন্য একটা আনন্দের সংবাদ। আসলে বিলেতে কানাইঘাটবসীর জাগরণ শুরু হয়েছিল ১৯৮৫ সালে, যার সফল বহিপ্রকাশ আজকের এই “জাগরণ” বা Awakening 2022 প্রকাশনা।

Our beloved Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) said,”you see the believers as regards their being merciful among themselves, showing love among themselves, and being kind among themselves, resembling one body, so that, if any the part of the body is not well then whole body shares the sleeplessness and fever with it (Bukhari :6011). এটাই আমাদের মুল শিক্ষা, and this is our main objective.

বিলেতে বসবাসরত সকল কানাইঘাটবাসীর সার্বিক সহযোগীতায় বিভিন্ন জনগুরুত্বপুর্ণ কর্মসুচী বা মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে “কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকের”মহাজাগরণ ঘটে ২০১৯-২০২২ সালে। সারা বিশ্ব যখন “COVID-19” মহামারীতে আর্থিক, মানসিক ও চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে বিপর্যস্ত, যুক্তরাজ্য যখন ছিল এক মৃত্যুপুরী, লন্ডন ছিল এক আতংকের নগরী, আমরা অনেকেই কর্মহীনতার গ্লানি বয়ে বেড়াচ্ছিলাম, এমতাবস্থায় বিলেতে বসবাসরত কানাইঘাটবাসীরা নিজেদের কথা চিন্তা না করে, তাদের শিকড় কানাইঘাটের মানুষের জন্য হৃদয় উজাড় করে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সদ্যগত এপ্রিল-মে ২০২২ সালে শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যায় কানাইঘাটের সর্বস্ব হারিয়ে যাওয়া মানুষের জন্য প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার অর্থ সাহায্য, ত্রাণ ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন প্রকারের সহযোগীতা নিয়ে আমরা বানবাসী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি, যা ইউকে প্রবাসী সিলেটবাসী, বিশেষ করে কানাইঘাট প্রবাসীদের অনুদান। আল্লাহ SWT আপনাদেরকে নিশ্চয়ই এর উত্তম বিনিময়ে দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তায়ালার অগনিত শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাকে ট্রেজারার হিসাবে বিগত তিনটি বছর “কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে” তথা আপনাদের খেদমত করার সুযোগ করে দিয়েছেন। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সেই সব গুণীজনকে, যারা আমাদের জন্য এ ধরনের একটি প্লাটফরম প্রতিষ্ঠা করেছেন। আপনাদের দেওয়া ভালোবাসা ও আমাদের শিকড় কানাইঘাটের ভাগ্যহত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে আপনাদের অংশীদারীত্ব সত্যিই আমাকে আপনাদের প্রতি চিরঋণী করে রাখল। আমাদের এ “জাগরণ” প্রকাশনায় যারা সার্বিক পরামর্শ, শ্রম, মেধা ও বিজ্ঞাপণ দিয়ে সহায়তা করেছেন, তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আপনাদের এ ধরনের সহযোগীতা অব্যাহত থাকলে “কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে” অচিরেই তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবে ইনশাআল্লাহ।

ধন্যবাদান্তে

আহমেদ ইকবাল চৌধুরী
ট্রেজারার, কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে

Kanaighat Association UK: Aims and Objectives

Kanaighat is an Upazila of the Sylhet District in the Division of Sylhet Bangladesh. From the early part of the 20th century, many of our forefathers started to arrive in the UK. They were scattered around the country and mainly living in the industrial cities of Great Britain.

With the passing of time, people migrating from Kanaighat to the United Kingdom have been growing gradually in numbers. As time went by, like any other migrant community, the needs and aspirations of the migrant Kanaighati community has evolved and are continually evolving.

It became part of the discussion amongst Kanaighatis on how to get together, to organise, to keep contact with each other, to help and support each other's need and to share our common values. They also found common grounds on which they all can unite together as a group or as a community. The common grounds that the early Kanaighatis found were their values and heritage and it is also our values and heritage that is our roots in Kanaighat, Bangladesh.

The Kanaighat Association UK was established on 22 September 1985. In 2002, it became a registered charity organisation in England and Wales. As a charitable organisation since its inception it has been working to help people in need both in the UK and in Bangladesh.

The Association was founded by some of the forward-thinking Kanaighatis living in the UK. A number of its founding members have passed away and some of them are still alive and are actively participating and positively contributing to the Association's activities.

The Association is now over a third of a century old and has been providing some superb social exemplary activities. The Awakening (জাগরণ) magazine publication is one of the latest examples of its premium activities.

We remember our predecessors, pray for their selfless efforts and for creating a platform to share our common values and heritage.

The aims and objectives are:

- To benefit residents of the Kanaighat region of Bangladesh and persons of Kanaighat descent living in the UK.
- To relieve the need of those who are victims of natural disaster or who are in need by the poverty, sickness or distress through material and financial aid and by the provision of advice and information.
- To advance education through provision of English language classes and lessons in the language, culture and history of Kanaighat.
- To provide and assist in the provision of recreational facilities, in the interests of social welfare so that their conditions of life may be improved.

Compiled and written by Sadequl Amin

কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউ কে উপদেষ্টা পরিষদ

হাফিজ মাওলানা
আবু সাঈদ

আলহাজ্ব মখলিছুর
রহমান

মোহাম্মদ সিরাজুল
ইসলাম

মাওলানা রফিক আহমেদ
রফিক

ব্যারিস্টার কুতুবুদ্দিন আহমেদ
শিকদার এমবিই

মোহাম্মদ ইজ্জত
উল্লাহ

আব্দুল কাহির
চৌধুরী

বশিরুল ইসলাম

কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউ কে কার্যকরি কমিটি ২০১৯-২২

আলহাজ্ব নাজিরুল ইসলাম
সভাপতি

মোহাম্মদ মখলিছুর রহমান
সেক্রেটারি

আহমেদ ইকবাল চৌধুরী
ট্রেজারার

আজমল আলী
মহ সভাপতি

শামীম আহমদ চৌধুরী
মহ সভাপতি

ফারুক আহমদ
মহ সভাপতি

মাওলানা আব্দুস সুবহান
মহ সভাপতি

আব্দুল মালিক
মহ সভাপতি

মিরাজ উদ্দিন
মহ সভাপতি

আনিসুল হক
মহ সভাপতি

সাদেকুল আমীন
মহ সভাপতি

আবুল ফাতেহ
মহ সভাপতি

মুয়েবুর রহমান
মহ সভাপতি

জাকারিয়া মিদ্দিকি
এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি

একেএম জালাল উদ্দিন
এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি

হারুন রশিদ
এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি

মুলেমান আহমদ পাটোয়ারী
এসিস্টেন্ট ট্রেজারার

এমাদ উদ্দিন রানা
এসিস্টেন্ট ট্রেজারার

ফারুক আহমদ চৌধুরী
অর্গানাইজিং সেক্রেটারি

হামান রাজা
এসিস্টেন্ট অর্গানাইজিং সেক্রেটারি

কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউ কে কার্যকরি কমিটি ২০১৯-২২

জাহাঙ্গীর আলম
ইউরোপিয়ান সেক্রেটারি

নোমান আহমদ পাটোয়ারী
ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি

মাওলানা দেলোয়ার হুসেইন
রিলিজিয়াস সেক্রেটারি

মাসুক রব্বানী
কালচারাল সেক্রেটারি

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
এডুকেশন এন্ড লিটারেচার

আতাউর রহমান
পাবলিসিটি সেক্রেটারি

মালিক আহমদ
হসপিটালিটি সেক্রেটারি

রেজাউল করিম
ইয়ুথ সেক্রেটারি

ডাঃ মফিউল আজম চৌধুরী
স্পোর্টস সেক্রেটারি

খসরুজজ্জামান খসরু
ইসি মেম্বার

লুৎফুর রহমান চৌধুরী
ইসি মেম্বার

কয়সর আহমেদ চৌধুরী
ইসি মেম্বার

মাওলানা আবুল হাসনাত চৌধুরী
ইসি মেম্বার

মুজিবুর রহমান
ইসি মেম্বার

আবুল মনসুর চৌধুরী
ইসি মেম্বার

রুহুল আমিন
ইসি মেম্বার

ফয়েজ আহমেদ বুলবুল
ইসি মেম্বার

নুরুল হুদা
ইসি মেম্বার

নুরুল আলম
ইসি মেম্বার

জমিম উদ্দিন চৌধুরী
ইসি মেম্বার

সাদেক আহমদ
ইসি মেম্বার

এক নজরে কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে: ১৯৮৫-২০২২

মোহাম্মদ মখলিছুর রহমান

শাহজালালের স্মৃতিবিজড়িত পূন্যভুমি সিলেট কে বাংলাদেশের আধ্যাত্বিক রাজধানী বলা হয় এবং সিলেটের আধ্যাত্বিক রাজধানী হল কানাইঘাট উপজেলা। অসংখ্য পীর বুজুর্গ অলি আওলিয়ার ও জ্ঞানী গুণীর স্মৃতি বিজড়িত সিলেটের অন্যতম উপজেলা কানাইঘাট, বাংলাদেশের একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জনপদের নাম। ব্রিটিশ, পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে কানাইঘাটের মানুষের অবদান অতুলণীয়।

ষাট বা সত্তুরের দশকে কানাইঘাট উপজেলা থেকে খুবই অল্পসংখ্যক মানুষ ইংলেন্ডে এসেছিলেন। মুষ্টিমেয় যে কয়জন ছিলেন উনাদের অনেকেরই ইচ্ছা ছিল ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস না করার।কয়েক বছর বৈধ ভাবে থেকে ওই সময়ের আর্থ সামাজিক বিশেষ করে ধর্ম পালনের প্রতিবন্ধকতার কথা চিন্তা করে অনেকেই দেশে চলে গিয়েছিলেন। যে কয়জন স্থায়ীভাবে থাকার সিদ্বান্ত নিয়েছিলেন, কালের পরিবর্তনে উনারা ইংলেন্ডে কানাইঘাটবাসীদের জন্য একটি সংগঠন প্রতিষ্টার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৮৫ সালে কানাইঘাট উপজেলা পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান, বিলেতে মহান মুক্তিযোদ্ধের অন্যতম সংগঠক মরহুম আলহাজ্ব এম এ রকিব সাহেবর মালিকানাধীন ১০৬ মাইলেন্ড রোডের ইন্ডিয়া গ্রিল রেষ্টুরেন্টে কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা পরবর্তীতে ২০০২ সালে যুক্তরাজ্য চ্যারিটি কমিশনের অধীনে নিবন্ধিত হয়। চ্যারিটি রেজিস্টার নাম্বার ১০৯২৭৯৭।

কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে একটি অরাজনৈতিক, জনকল্যানমুখি সামাজিক সংগঠন। ১৯৮৫ সালের ২২ শে সেপ্টেম্বর প্রতিষ্টার পর থেকে গত তিন দশকের ও বেশি সময় যুক্তরাজ্যে বসবাসরত কানাইঘাটবাসীর আর্থসামাজিক সম্পর্ক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নসহ আরো কিছু লক্ষ্য ও উদ্দশ্য নিয়ে কাজ করছে। পাশাপাশি আমাদের শিকড় কাইঘাট উপজেলাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে, আর্থ সামাজিক ও শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন সময় সহযোগিতা করে আসছে।

প্রতিষ্টালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত অত্যন্ত অফিসিয়াল গুরুত্বপূর্ণ তিনটি পদে যে সকল গুণীজন এই সংগঠনের দায়িত্ব পালন করে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত কানাইঘাটবাসীর একমাত্র মুখপাত্র ও প্রাণের সংগঠনকে আজকের এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন তারা হলেনঃ

১৯৮৫ - ১৯৮৯
সভাপতি - মোহাম্মদ শামসুল হক
সেক্রেটারি - মোহাম্মদ মখলিছুর রহমান
ট্রেজারার - হাফিজ মাওলানা আবু সাঈদ

১৯৮৯ - ১৯৯৭
সভাপতি - হাফিজ মাওলানা আবু সাঈদ
সেক্রেটারি - মোহাম্মদ মখলিছুর রহমান
ট্রেজারার - সাইদুর রহমান

১৯৯৭ - ১৯৯৯
সভাপতি - হাফিজ মাওলানা আবু সাঈদ
সেক্রেটারি - ব্যারিস্টার কুতুব উদ্দিন আহমদ সিকদার
ট্রেজারার - মাওলানা রফিক আহমদ রফিক

১৯৯৯ - ২০০২
সভাপতি - হাফিজ মাওলানা আবু সাঈদ
সেক্রেটারি - মোহাম্মদ ইজ্জত উল্লাহ
ট্রেজারার - আব্দুর রহমান

২০০২ - ২০০৪
সভাপতি - মোহাম্মদ মখলিছুর রহমান
সেক্রেটারি - মোহাম্মদ ইজ্জত উল্লাহ
ট্রেজারার - আব্দুর রহমান

২০০৪ - ২০০৬
সভাপতি - হাফিজ মাওলানা আবু সাঈদ
সেক্রেটারি - শামীম আহমদ চৌধুরী
ট্রেজারার- আজমল আলী

২০০৬ - ২০০৮
সভাপতি - মোহাম্মদ মিরাজুল ইসলাম
সেক্রেটারি - সাদেকুল আমীন
ট্রেজারার - আজমল আলী

২০০৮ - ২০১০
সভাপতি - মোহাম্মদ মিরাজুল ইসলাম
সেক্রেটারি - সাদেকুল আমীন
ট্রেজারার - আজমল আলী

২০১০ - ২০১২
সভাপতি - মাওলানা রফিক আহমদ রফিক
সেক্রেটারি - মোহাম্মদ মিরাজ উদ্দিন
ট্রেজারার - মোহাম্মদ আবুল ফাতেহ

২০১২ - ২০১৫
সভাপতি - ব্যারিস্টার কুতুব উদ্দিন আহমদ সিকদার (এমবিই)
সেক্রেটারি - সুয়েবুর রহমান
ট্রেজারার - মোহাম্মদ মখলিছুর রহমান/ইকবাল হুসাইন

২০১৫ - ২০১৭
সভাপতি - মোহাম্মদ ইজ্জত উল্লাহ
সেক্রেটারি - আজমল আলী
ট্রেজারার - জাকারিয়া মিদ্দিকী

২০১৭ - ২০১৯
সভাপতি - আলহাজ্ব নাযিরুল ইসলাম
সেক্রেটারি - আজমল আলী
ট্রেজারার - জাকারিয়া মিদ্দিকী

২০১৯ - ২০২২
সভাপতি - আলহাজ্ব নাযিরুল ইসলাম
সেক্রেটারি - মোহাম্মদ মখলিছুর রহমান
ট্রেজারার - আহমেদ ইকবাল চৌধুরী

উল্লেখযোগ্য সহায়তাঃ

১৯৮৯ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ঝিংগাবাড়ী মাদ্রাসা, মানিকগঞ্জ মাদ্রাসা এবং কানাইঘাটের সর্বত্র ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

১৯৯৮ সালে বন্যায় দুর্গত কানাইঘাটের মানুষের সহায়তার জন্য তৎকালীন থানা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে কানাইঘাট এসোসিয়েশন ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকার ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

২০০২ সালে কানাইঘাটের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিস্টানে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়, যে সকল প্রতিষ্টান গুলো হল - বড়দেশ মাদ্রাসা ১৫ হাজার, ছোটদেশ জামে মসজিদ ১০ হাজার টাকা, মানিকগঞ্জ মসজিদ ১৫ হাজার, উমরগঞ্জ মাদ্রাসা

৩৯ হাজার, রাজগঞ্জ মাদামা ১৩ হাজার, গাছবাড়ী জামে মসজিদ ৮৫ হাজার টাকা। এছাড়াও তিনচটি গ্রামের পরলোকগত হারুন মিয়ার পরিবারের জন্য ২৮ হাজার টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়।

২০০৫ সালে বন্যা কবলিত কানাইঘাটের মানুষের সহায়তার জন্য ৭ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়, এতে কানাইঘাটের প্রায় ১০০০ মানুষ উপকৃত হন। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্টানের প্রধান ও তৎকালীন কানাইঘাট থানা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে এই ত্রাণ বিতরণ করা হয়, যাতে কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকের পক্ষ থেকে নিজ খরচে অংশ গ্রহণ করেন সংগঠনের সভাপতি হাফিজ মাওলানা আবু সাঈদ, ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা রফিক আহমদ, সেক্রেটারি শামীম আহমদ চৌধুরী, অর্গানাইজিং সেক্রিটারি আব্দুস শাকুর সিদ্দিকী।

২০০৭ সালে সালে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কানাইঘাটের মানুষের সহায়তার জন্য ৩ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়, যাতে ৪৮টি পরিবার উপকৃত হন। কানাইঘাট থানা নির্বাহী কর্মকর্তার তত্তাবধানে ত্রাণ বিতরণে সংগঠনের পক্ষ থেকে অংশ গ্রহন করেন এসোসিয়েশনের ট্রেজারার জনাব আজমল আলী। ২০১৪ সালে কানাইঘাট ডিগ্রি কলেজকে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। অনুদানের টাকা হস্তান্তর করেন সংগঠনের ট্রেজারার জনাব ইকবাল হুসাইন। ২০১৭ সালে একসিডেন্ট করে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি হওয়া মির্জারগড় রাজগঞ্জের জনাব রইম আলীর পুত্র কামিল কে কানাইঘাট এসোসিয়েশন UK পক্ষ থেকে ১ লাখ ৩ হাজার টাকা সাহায্য করা হয়েছে।

২০১৮ সালে রাজাগঞ্জ ইউনিয়নের মির্জার গড় গ্রামের জামে মসজিদে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়। ২০১৮ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাজাগঞ্জ ইউনিয়নের তালবাড়ি গ্রামের সামসুদ্দিন এবং ফালজুর গ্রামের সালমা বেগমের ঘর বানানোর জন্য কানাইঘাট এসোসিয়েশন UK এর পক্ষ থেকে ১ লক্ষ ৯ হাজার টাকার সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১৮ সনে জিঙ্গাবাড়ি ইউনিয়নের কটালপুর গ্রামের মসজিদ নির্মানে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়। ২০১৯ সনে কানাইঘাট এসোসিয়েশনের এডভাইসারি বোর্ডের সদস্য জনাব মিরাজুল ইসলামের চিকিসার জন্য এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ২৯০০ পাউন্ড সহায়তা দেওয়া হয়। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এবং ২ মার্চ ২০২১ দুই কিস্তিতে হাজি আব্দুল খালিক মহিলা মাদ্রাসা কে মোট ১ লক্ষ ত্রিশহাজার পাঁচশত টাকা অনুদান দেওয়া হয়। ৪ই মার্চ ২০২০ সনে জিঙ্গাবাড়ি ইউনিয়নের দর্জিমাটি গ্রামের বিধবা মুফিয়া বেগমের ঘর নির্মাণে ৭০ হাজার টাকা সাহায্য করা হয়। ৮ই জুলাই ২০২০ সনে চটুল হারাতৈল মহিলা মাদ্রাসা কে ৩১ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়। ৪ই নভেম্বর ২০২০ সনে ৭ নং দক্ষিণ বাণীগ্রাম ইউনিয়নের ছত্রপুর গ্রামের মৃত এবাদুর রহমানের এতিম বাচ্ছাদের জন্য সংগৃহিত ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা জনাব মিরাজ উদ্দিনের কাছে হস্তান্তর করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকের এডভাইজার মাওলানা রফিক আহমেদ, জনাব ইজ্জত উল্লাহ, সেক্রিটারি মখলিছুর রহমান, অর্গানাইজিং সেক্রিটারি ফারুক আহমদ চোধুরী।

গুনীজনের সংবর্ধনা:

প্রতিষ্ঠার পর থেকে কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে অনেক গুণীজনকে সংবর্ধনা দিয়েছে এবং আজ অবদি কানাইঘাটের গুনীজনের সম্মাননা দিতে এ কর্মসুচী অভ্যাহত রয়েছে। সর্বপ্রথম সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল ১৯৮৬ সালে ডাঃ কায়সার রশিদ ও উনার পরিবারকে যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১০৬ মাইলেন্ড রোডের ইন্ডিয়া গ্রিল রেষ্টুরেন্টে যার স্বত্বাধিকারী ছিলেন কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব এম এ রকিব, পরবর্তীতে আরো অনেক গুণীজন কে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কানাইঘাট উপজেলার প্রথম উপজেলা চেয়ারম্যান, এই সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্টাতা সদস্য মরহুম জনাব আলহাজ্ব এম এ রকিব সাহেব, ডঃ কর্নেল মোফাজ্জল আলী, ব্যারিস্টার কুতুবুদ্দিন আহমেদ শিকদার এমবিই, মাওলানা ফরিদুদ্দিন চৌধুরী (সাবেক সংসদ সদস্য), জনাব এহ্সানে এলাহী (যুগ্ম সচিব), কানাইঘাট পৌরসভার সাবেক মেয়র জনাব লুৎফুর রাহমান, জনাব শামীম আহমদ চৌধুরী, জনাব মামুনুর রশিদ মামুন প্রমুখ। পূর্ণ সচিব হিসাবে পদোন্নতির পর কানাইঘাটের কৃতি সন্তান জনাব এহ্সানে এলাহীকে দ্বিতীয় বারের মত সংবর্ধনা দেওয়া হয় ৩১শে জানুয়ারি ২০২১। Freedom of the City of London" সম্মাননা প্রাপ্তিতে 3rd October 2021, পূর্বলন্ডনের Regent Lake Banqueting হলে জমকালো আয়োজনের মাধ্যমে সংবর্ধনা দেওয়া হয় শ্রদ্ধেয় ব্যারিস্টার কুতুবুদ্দিন আহমেদ শিকদারকে।

দোয়া মাহফিল:

জন্মলগ্ন থেকে নিয়মিতভাবে ইউকে ও কানাইঘাটের অনেক মানুষের মৃত্যুতে কানাইঘাট এসোসিয়েশন কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে আসছে যা আজ পর্যন্ত চলমান। প্রতিটি নিয়মিত ইমি ও এমি মিটিংয়ে দেশে বিদেশে সদ্য পরলোকগত সকলের জন্য দোয়া করা হয়।

ফ্যামেলি গ্যাদারিং:

১৯৯৫ সাল থেকে কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকেতে বসবাসরত কানাইঘাটিদের সামাজিক যোগাযোগের অংশ হিসাবে ফ্যামেলি গ্যাদারিং এর আয়োজন করে যা বর্তমানে কানাইঘাটিদের একটি বাৎসরিক উৎসব হিসাবে বিবেচিত হয়। ফ্যামেলি গ্যাদারিং এ অতিথি হিসাবে বিভিন্ন সময় এসেছিলেন টাওয়ার হেমলেটের মেয়র, স্পিকার, কানাইঘাট পৌরসভার মেয়র ও সিলেট ৫ আসনের এমপি বৃন্দ। কোরোনার জন্য ২০২০-২১ সনে ফ্যামেলি গ্যাদারিং অনুষ্ঠিত হয়নি। সেপ্টেম্বার ২০২২ সনের ফ্যামেলি গ্যাদারিং উপলক্ষ্যে জাগরণ নামক মেগাজিনে এই আর্টিকেল প্রকাশিত হয়।

কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরস্কার:

১৯৯৬ সালের ফ্যামেলি গেদারিংয়ে কানাইঘাটের কৃতি ছাত্রী বদরুন্নেসা নাহিদ কে পুরস্কার দেওয়ার মাধ্যমে এসোসিয়েশন যে ধারা শুরু করে তা পরবর্তীতে নিয়মিত ভাবে প্রতি বৎসর দেওয়া হয়। ৯ই সেপ্টেম্বার ২০১৮ সনের ফ্যামেলি গেদারিংয়ে ও কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের পুরস্কিত করা হয়। অকালে প্রাণঘাতী ক্যান্সারে মৃত্যুবরণকারী কানাইঘাটের কৃতি সন্তান, লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রিয় মুখ জনাব মনোয়ার বদরুদ্দোজার দুই এতিম সন্তান কে বৃত্তি স্বরূপ নগদ ২০০০ পাউন্ড আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে ২০২০ সনে কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকের পক্ষ থেকে।

ধুমপান বিরুধী প্রচারনা:

২০১২ সালে টাওয়ার হেমলেট কাউন্সিলের সাথে যুক্ত হয়ে ধুমপান বিরুধী প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছিল যাতে "এওয়ার্ড ফর অল" নামে একটি সংগঠন অর্থনৈতিক সহায়তা করেছিল। এই প্রকল্পের জন্য কানাইঘাট এসোসিয়েশন সকলের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিল।

শিক্ষা উন্নতিকরণ প্রকল্প:

২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে কানাইঘাট এসোসিয়েশন এক যুগান্তকারী প্রকল্পের পদক্ষেপ নিয়েছিল। বর্তমান সরকারের ডিজিটালাইজেশনের অংশ হিসাবে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্টানে শিক্ষা সামগ্রী, কলম, কম্পিটার, নগদ বৃত্তি প্রধান করা হয়। সর্বমোট ২২ লক্ষ টাকার এই প্রকল্পে অর্ধেকের বেশি অনুদান করেন বর্তমান সভাপতি আলহাজ্ব নাজিরুল ইসলাম, এবং বাকি অর্ধেকের সহায়তা করেন এসি, ইমি কমিটির সকল সদস্যসহ, ইউকেতে বসবাসরত কানাইঘাটের আপামর জনগণ।

কম্পিউটার: সর্বমোট ৫১টি কম্পিউটার দেওয়া হয়।উপজেলার ৪ টি কলেজ, ২৬টি উচ্চমধ্যমিক, ১৪টি সরকারি মাদ্রাসা, ৬টি কওমি মাদ্রাসা ও একজন প্রতিভাবান ছাত্রকে ১ টি কম্পিউটার দেওয়া হয়।

কলম: উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় সর্বমোট ১১৩টি প্রাইমারি স্কুলের কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের মোট ২৫ হাজার

কলম বিতরণ করা হয়।

৩রা এপ্রিল ২০১৮, মিকদার ফাউন্ডেশন কলেজে এক অনাড়ম্বর অনুষ্টানের মাধ্যমে এই প্রজেক্টের সফল সমাপ্তি হয়। নিজ খরচে দেশে গিয়ে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী ও বৃত্তি প্রদান করেন এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জনাব আজমল আলী, ভাইস চেয়ারম্যান জনাব খরুজ্জামান খসরু, এবং ইসি মেম্বার প্রফেসর আব্দুল মালিক।

বৃত্তিঃ উপজেলার ২৬টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৭৮ জন, টি মাদ্রাসার ২১ জন এবং হাফিজি মাদ্রাসার ৮০ জন ছাত্র ও ছাত্রীদের নগদ বৃত্তি প্রদান করা হয়।

করোনাকালীন নগদ সহায়তাঃ

২০২০ সনের মে মাসে কোরণাকালীন সময়ে কানাইঘাটের ৯টি ইউনিয়ন ও ১ টি পৌরসভার ৯০ টি ওয়ার্ডের অসহায় মানুষদের মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকা নগদ বিতরণ করা হয় যা সকলের নিকট প্রশংসিত হয়। ইউকেতে বসবাসরত সকল কানাইঘাটি এই মেগা প্রকল্পে দান করেন, কিন্তু বড় অংকের টাকা দিয়ে সাহায্য করেন ব্যারিস্টার কুতুবুদ্দিন আহমেদ শিকদার এমবিই, জনাব বশিরুল ইসলাম, জনাব নাজিরুল ইসলাম এবং জনাব আনিসুল হক।

১৪ মে থেকে ১৮ মে ২০২০ সনে প্রতিটি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড ভিত্তিক অনুষ্টানের মাধ্যমে এই বিতরণ কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে, যাতে উপস্থিত ছিলেন UNO, পৌরমেয়র, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণ, মেম্বারগণ এবং অন্যান্য গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সভাপতি, সেক্রেটারি এবং ট্রেজারারের সাথে কমিটির অনেক সদস্য সহযোগিতা করেছেন, বিশেষ সহযোগী হিসাবে কঠোর পরিশ্রম করে বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেছেনঃ সহসভাপতি জনাব আনিসুল হক, এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি জনাব হারুন রশীদ, অর্গানাইজিং সেক্রেটারী জনাব ফারুক আহমেদ চৌধুরী।

চ্যানেল এস ফিড ৫০০০ঃ

ইউকের স্বনামধন্য টিভি চ্যানেল এস ফিড ৫০০০ একটি প্রজেক্ট আরম্ভ করে। এই প্রজেক্টের আওতায় বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলায় ফুড ডিস্ট্রিবিউশনের অংশ হিসাবে Kanaighat Association UK কে ২০০০ পাউন্ড দান করা হয়।

৪ই জুলাই ২০২০ তারিখে উপজেলার ২ টি স্পটে ১০২ জন অসহায় মানুষ কে এই টাকা বিতরণ করা হয়। প্রতিজনকে দেওয়া হয় ২০০০ হাজার টাকার নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী। সাথে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় যাতায়াতের ভাড়া বাবত প্রতিজনকে ১০০ টাকা করে। অন্য আরো ৫ জন কে দেওয়া হয় ৬ হাজার করে নগদ টাকা ৩০ হাজার। মোট ২ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকার সামগ্রী ও নগদ টাকা বিতরণ করা হয়।

চিকিৎসায় সহায়তাঃ

২০১৯ - ২০২২ সেশনে কানাইঘাটের কয়েকজন অসহায় মানুষের চিকিৎসার জন্য প্রায় ৫ লক্ষ ৭৭ হাজার চল্লিশ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নারাইনপুর গ্রামের জামিলা বেগম, তালবাড়ি পূর্ব কুনাগ্রামের মাওলানা আব্দুল ওয়াদুদ, বাটশাইল গ্রামের হাফিজ আব্দুল মুনিম অন্যতম।

কানাইঘাট ডিগ্রি কলেজঃ

৮ই মে ২০২১ ইং কানাইঘাট ডিগ্রি কলেজের নবনির্মিত মসজিদ নির্মাণের জন্য এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা সহায়তা করা হয়। কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকের পক্ষ থেকে এই অনুদান হস্তান্তর করবেন প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ব্যারিস্টার কুতুবুদ্দিন আহমেদ শিকদার এমবিই।

বন্যায় সহায়তাঃ

এই বৎসর ২০২২ সনের প্রথম দিকে শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যায় আক্রান্ত হয় আমাদের প্রিয় ভূমি কানাইঘাট উপজেলা। আমাদেরই এক কৃতি সন্তান ইস্ট লন্ডন মসজিদের সম্মানিত খতিব শায়েখ আবুল হুসাইন খান বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ঐক্যের ডাক দেন। কানাইঘাট এসোসিয়েশনের WhatsApp গ্রুপের মাধ্যমে, বিভিন্ন মসজিদে এবং ২৫শে মে ২০২২ তারিখে Channel S এ লাইভ আপিলের মাধ্যমে ৬০ লক্ষ টাকার ফান্ড রাইজ করা হয়। কানাইঘাটি মানুষের ঐক্যবদ্বতা এবং লাইভ আপিলে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখে Channel S কর্তৃপক্ষ হতবাক হয়ে যান। কানাইঘাটের ৯ টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার ৯০ টি ওয়ার্ডের মানুষের মধ্যে ত্রান ও নগদ টাকা হিসাবে এই টাকা বিতরণ করা হয়। প্রাথমিকভাবে ভিবিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে ও ত্রান এবং ক্ষেত্রবিশেষ রান্না করা খাবার পরিবেশন করা হয়।

ভার্চুয়াল মিটিংঃ

করোনা মহামারীর কারণে সারা পৃথিবীর সাথে ব্রিটেনে ও কঠোর লক ডাউন দেওয়া হয়। মানুষ ঘরে বন্দি হয়ে পড়ে কিন্তু টেকনোলজির কল্যানে কানাইঘাট এসোসিয়েশন নিয়মিত কার্যক্রম চালিয়ে যায়। নিয়মিত ইসি ও এসি মিটিংয়ের পাশাপাশি গেট টুগেদার, কালচারাল প্রোগ্রাম, ঈদ গেদারিং, করণাকালীন রামাদানে আমাদের করণীয় শীর্ষক আলোচনা, দোয়া মাহফিল অনুষ্টিত হয়। সবচেয় আলোচিত ও সাড়া জাগানো ভার্চুয়াল অনুষ্টান ছিল কানাইঘাটের কৃতি সন্তান জনাব এহ্সানে এলাহীর সচিব পদে পদোন্নতির গণসংবর্ধনা যা একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের সাথে অনেক গুণীজন তুলনা করেন।

প্রকাশনাঃ

এসোসিয়েশনের প্রতিষ্টাতা সভাপতি মরহুম শামসুল হকের স্মৃতিতে উনার জীবনী নিয়ে “আদর্শ মানুষ” নামের একটি প্রকাশনা করা হয় ২০০৬ সালে। ২০১১ সালে এসোসিয়েশনের সিলভার জুবিলী উপলক্ষে “স্মারক ২০১১” প্রকাশ করা হয় যাতে প্রতিষ্টা থেকে এসোসিয়েশনের কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ২০১৮ সালের শিক্ষা উন্নতকরণ প্রকল্প উপলক্ষে প্রকাশ করা হয় “প্রেরণা” নামের একটি ম্যাগাজিন যাতে এই প্রকল্পের যাবতীয় ইনফরমেশন দেওয়া আছে। ২০২২ সনের ফ্যামেলি গেদারিং উপলক্ষ্যে “ জাগরণ” নামের একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়।

প্রতিষ্টা থেকে আজ পর্যন্ত যে সকল কানাইঘাটবাসী এই এসোসিয়েশনের সাথে জড়িত ছিলেন ও সহায়তা করেছেন সবাইকে আল্লাহ উত্তম বিনিময় দান করুন। যে সকল মুরুব্বীয়ান পরলোকগমন করেছেন আল্লাহ তাদের জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন। আশা করি ইউকেতে বেড়ে উঠা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কানাঘাট এসোসিয়েশনের এই কার্য্যক্রম কে আগামীতে নতুন উদ্যমে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।

লেখক: বর্তমান সেক্রেটারি, কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে

কানাইঘাট এসোসিয়েশন আমাদের গর্ব

মোহাম্মদ আবুল হোসাইন খান

প্রারম্ভিক কথাঃ

‘কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউ.কে’ গ্রেট বৃটেনের মুসলিম কমিউনিটির মাঝে এটি অন্যতম একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী কমিউনিটি সংগঠন। বৃটেনের কানাইঘাট প্রবাসীদের ঐক্যের সংগঠন এটি। ঐক্যের প্রতিক হিসেবে এর স্থায়ী কর্মসূচীই তার স্বাক্ষর। অতীত কর্মসূচীর কথা বাদ দিলেও বিগত বছরে করোনা মহামারীর কবলে দেশের মানুষ যখন অর্থনৈতিক টানাপোড়নে কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করছিল, তখন এসোসিয়েশন ফান্ডরেইজ করে সাধ্যমত অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। রামাদানের আগেই উপজেলার অনেকগুলো হাফিজি মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য ‘হাফিজী কুরআন’ উপহার দিয়েছে। এ ছাড়াও ব্যক্তিগত মানবিক আবেদন মঞ্জুর করেও অনেক সময় নেতৃবৃন্দ সাহায্যের আবেদন রেখেছেন, যা কেবল প্রশংসারই দাবী রাখেনা বরং সফল বাস্তবতাও বটে। ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হিসেবে এর যশ আমাদের অনুপ্রাণিত করে। দ্বি-বার্ষিক জমজমাট এ.জি.এম ছাড়াও প্রতি বছর সবাইকে দাওয়াত দিয়ে ‘গেট টুগেদার’ করে এক আনন্দঘন মিলনমেলার আয়োজন করে থাকেন, এতে সবাই পারিবারিকভাবে অংশগ্রহন করেন। ছেলে-মেয়েরা গান-গজল সহ বিভিন্নমুখী প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তা উদযাপন করে অঢেল আনন্দ উপভোগ করে থাকে। বিদেশ-বিভুঁয়ে হাজার মাইলের দুরত্বে থেকেও আমরা দেশের আমেজ খানেকটা হলেও উপভোগ করে থাকি। জাতির যেকোন ক্রান্তিলগ্নে নেতৃবৃন্দ সহযোগিতার ভূমিকায় ঝাঁপিয়ে পড়েন, দিবানিশি নির্ঘুম পরিশ্রম করে মানবতার কল্যাণে তাঁরা এগিয়ে আসেন। যার প্রমাণ এবারের প্রলয়ঙ্করী বন্যার্তদের সাহায্যার্থে বিশাল ফান্ডরেইজিং কর্মসুচী। সিন্ধুর মধ্যে বিন্দুর মত হলেও মানুষের সেবায় সদা প্রচেষ্ট ‘কানাইঘাট এসোসিয়েশন’ আমাদের গর্ব।

কানাইঘাটের সাহসী সন্তানেরা !

কানাইঘাট থেকে যারা বৃটেনে অনেক আগে এসেছিলেন; তারা ১৯৮৫ সালে বিলেত প্রবাসী পরবর্তী ব্রিটিশ প্রজন্ম ও দেশের কল্যাণে গঠন করেছিলেন এ সংস্থাটি। এজন্য আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা আরো কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছেও; যারা এ এসোসিয়েশনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অহর্নিশি কাজ করেছেন এবং করছেন। ইতিহাস তাঁদের মর্যাদা দেবে এবং আখেরাতের মর্যাদা তো আছেই। বিশেষকরে বর্তমান কমিটির নেতৃবৃন্দকে তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য আমরা সাধুবাদ জানাই। তাঁদের সাথে নবীন-প্রবীণ মিলে যারাই জাতি গঠন ও সমাজ সেবায় সময়ের সাহসী সকল ডাকে সহযোগিতা করেছেন। আমরা তাঁদের জন্য দোয়া করি; আল্লাহ তাঁদের সকল তত্পরতা কবুল করুন এবং তাঁদের এ প্রচেষ্টার বদলে ইহ ও পরকালে আজরে আযীম দিন। এটি একটি অরাজনৈতিক-সামাজিক সংগঠন হলেও কানাইঘাট থানার সকল মানুষের আশ্রয়স্থল হিসেবে এটি পরিচিত। যারা এখনও এর সাথে সম্পৃক্ত হননি, অবিলম্বে এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য তাদের কাছে আমাদের একান্ত দাওয়াত রইল। আল্লাহ তা’আলা যেকোন ভাল কাজে শরীক হতে কুরআনে আমাদের হুকুম করেছেন ‘তোমরা সৎকর্ম ও খোদাভীতিমূলক কাজে একে অন্যকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাও। তবে পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরে সহায়তা করো না। বরং আল্লাহকে ভয় কর’’ (মায়েদাঃ ৬)। তাছাড়া সকল মু’মিনকে সমাজবদ্ধভাবে থাকতে আল্লাহ কুরআনে বারবার তাকীদ করেছেন এভাবে যে, ‘তোমরা ইসলামের রজ্জু শক্তভাবে ধারণ করে সমাজে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলো, এ ক্ষেত্রে বিভেদ সৃষ্টি করোনা বা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে থেকনা’ (সূরা আলে-ইমরানঃ ১০৩)। এভাবে সবার মাঝে ঐক্য বজায় রেখে চলা অথবা সমাজের কল্যাণে সবাইকে নিয়ে কাজ করাকে কেহ যদি রাজনীতি বলে উড়িয়ে দেন, তাহলে তা হবে ঈমান বিরুধী কাজ। মনে রাখবেন, কোন মানুষই কিন্তু জন্মগতভাবে রাজনীতি মুক্ত নয় এবং থাকতেও পারেনা। মানুষ মাত্রই জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত।

কোন মানুষ রাজনীতি নিরপেক্ষ নয়ঃ

কারো পক্ষে রাজনীতি বিহীন জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়; এমনি কোন মু’মিনের পক্ষে ইসলামকে জলাঞ্জলী দিয়ে ইসলাম নিরপেক্ষ রাজনীতি করাও অসম্ভব। কেহ কেহ বলে থাকেন; তারা প্রচলিত রাজনীতি পরিহার করে মুসলিম হিসেবে জীবন-যাপন করেন। তারা কি ভেবেছেন কোনদিন যে, মুমিনের জীবনটি হতে হবে নবীর অনুসরণে, কোন ব্যক্তির নয়। নবী সাঃ যা করেছেন তাই করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব, কেননা নবী (সাঃ) কে হুবহু অনুসরণ করতে আল্লাহ কুরআনে হুকুম দিয়েছেন আমাদের। ‘তোমরা যদি তাঁর (নবীর) সঠিক আনুগত্য কর, তবেই সুপথ পাবে। আর রাসূলের দায়িত্ব তো উম্মতকে কেবল সুস্পষ্টরূপে হেদায়েতের পথ বাতলে দেয়া’ (সূরা নূরঃ ৫৮)। অপর আয়াতে আরো পরিষ্কার করে আল্লাহ তা’লা বলেছেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং এ ক্ষেত্রে আদৌ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা যাবেনা। নিশ্চিতরূপে জেনে রাখ, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু’ (বাক্বারাঃ ২০৮)। আর স্বয়ং নবী সাঃ বলেছেন ‘তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মু’মিন হতে পারবেনা; যতক্ষন আমি যা নিয়ে এসেছি তা হুবহু অনুসরণ করবেনা’ (ছহীহ, ইমাম নববীর চল্লিশ হাদীস)। কাজেই নবী যদি রাজনীতি করে থাকেন তাহলে আমাদের তাই করা ফরয, অন্যথায় আমরা দুনিয়াতে বিভ্রান্ত হয়ে থাকব। হাশরের ময়দানে নবীর উম্মত হিসেবে পরিচয় দিতে পারবোনা এবং নবী সাঃ - এর হাওযে কাওসারের পানি পান করা থেকে স্বয়ং নবী সাঃ তাড়িয়ে দেবেন। কেননা নবী সাঃ - এর অনুসরন ঈমানের অঙ্গ, তাঁকে অনুসরন না করা ঈমান বিরুধী কাজ। আর যে ব্যক্তি নবী সাঃ -এর আদর্শ ইসলামের সরল পথ বাদ দিয়ে যাদের সাথে এ দুনিয়ায় চলবে, তার হাশর হবে তাদেরই সাথে। তারপরও যারা রাজনীতি করেন না বলে দাবী করেন কিংবা নির্বাচনে ভোট দান থেকে বিরত থাকেন, তারা মূলত আরো বড় রাজনীতি করেন। তার উদাহরণ হলোঃ মনে করুন, নির্বাচনে কোন এলাকায় দু’জন প্রার্থীর মাঝে পরহেযগার দশজন লোক ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকল এই বলে যে, এবারের নির্বাচনে কোন সৎ ও ভাল মানুষ প্রার্থী নেই। যে দশজন পরহেযগার ভোট দেয়নি, সে কারণে ভাল প্রার্থীর বাক্সে দশটি ভোট কম পড়ল এবং তাদের প্রতিপক্ষের অসৎ ও খারাপ প্রার্থীটি এ দশটি ‘সাইলেন্ট ভোট’ বেশী পেয়ে বিজয়ী হল; আর মন্দের ভাল যে প্রার্থী ছিল, সে এ দোষ ভোট কম পেয়ে ফেল করল, সে কিন্তু এ দশটি ভোট পেলে অনায়াসে পাশ করত। তাদের অতিরিক্ত পরহেজগারী মন্দের ভাল মানুষটিকে ফেল করতে বাধ্য করেছে। এবার বলুন তো দোষটি কার? এ দশটি পরহেযগার লোক ভোট দান থেকে বিরত থাকার ফলে এলাকায় এ পাঁচ বছরে খারাপ লোকটির দ্বারা যত অসততা, যুলম বা অন্যায় বিস্তৃত হবে, এজন্য দায়ী তারা। আল্লাহর কাছে তারা এর দায় এড়াতে পারবেনা, কেননা তাঁরা ছিল মাত্র দশজন, কিন্তু কেবল তাদের রাজনীতি বা ভোট নিরপেক্ষ থাকার কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভোগেছে। সেদিন তাদের কাটগড়ায় জবাব দিতে বাধ্য করা হবে। এজন্য যারা রাজনীতি করেন না বলেন, তারা মনের অজান্তে আরো জবরদস্ত রাজনীতি করেন। তাই ভোট না দেওয়াটাযে বড় ভোট, এটি ভেবে দেখবার অনুরোধ রাখছি।

চাইলে বৃটেনে পার্টি পলিটিক্স করুনঃ

বিভিন্ন প্রচলিত রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যারা বৃটেনে জীবন পরিচালনা করতে চান, তাদের কাছে আমাদের একটি আবেদন, তারা যেকোন আদর্শবাদী দল বেঁছে নিতে পারেন। একজন

কানাইঘাটি সন্তান হিসেবে এ এসোসিয়েশনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেও তা করতে পারেন এবং রাখা উচিত বলে আমরা বিশ্বাস করি। কারণ আপনিও তো এ সমাজের একজন শ্রেষ্ট সামাজিক জীব, তাই সামাজিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে আপনি এতে যোগ দিয়ে মানুষের প্রতি করণীয় আঞ্জাম দিতে এগিয়ে আসবেন এটিই কানাইঘাটবাসীর কাম্য। দল বাড়ানোর মধ্যে বিভেদ-বিভক্তি ছাড়া কোন কল্যাণ নেই। আরেকটি সত্য কথা, এ গ্রেট বৃটেনে বসবাস করে রাজনীতি করলে এ দেশের উপকারের জন্যই পারলে কিছু করেন। কিন্তু যারা এখানে বাস করে দেশের জন্য রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনে সক্রিয় থাকেন, তারা এ দেশ ও সন্তানদের জন্য কী অর্জন করেন জানিনা। এমনকি এখানে দলীয় রাজনীতিতে সময় দিয়ে দেশের রাজনীতিতে কী অবদান রাখতে পারবেন, এটি অনেকটা অবাস্তব এবং স্বপ্নতুল্য।

নেতা-নেত্রীর গলায় ফুলের তোড়া তুলে দেয়া, ফুলেল সম্বর্ধনা প্রদান, দাওয়াত খাওয়ানো, ইত্যাদি জাতির কি কল্যাণ বয়ে আনে? কেননা এখানে কোনদিন বিদেশের রাজনৈতিক নেত্রী বা দলের ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তো খামাখা দলের নামে জীবন উৎসর্গ করে দিলেও সময় নষ্ট বৈ কোন ফায়দা নেই। কেউ দ্বিমত করতে পারেন, কিন্তু এটিই বাস্তবতা এবং প্রকৃত সত্য। যদিও 'জীবন, সময় ও অর্থকড়ি কোন পথে আয়-ব্যয় করেছ' বলে কিয়ামতের দিন কতিপয় জটিল প্রশ্ন সবাইকে ফেইস করতে হবে, যার জবাব না দিয়ে আদম সন্তান পা হিলাতে পারবেনা; সেটির জন্য আমাদের প্রস্তুতি এখান থকেই নিতে হবে। আর যারা দাওয়াতে দ্বীনের কাজে এখানে জড়িত, তারা বৃটেনে কমিউনিটির সেবা করতে ও সন্তানদের সুপথে রাখতে অনেকের তুলনায় সফল, তাঁদের জন্য রয়েছে পরকালে বিশাল বিনিময়, তাঁদের কোন তত্পরতাই বিফল যাবেনা। কেননা আল্লাহ বলেন, 'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করি না' (সূরা কাহফ: ৩০)।

রাজনীতি সহ মানব সেবায় নিয়োজিত হোন:

পথের রাজা রাজপথ, হাঁসের রাজা রাজহাঁস, নীতির রাজা রাজনীতি। তাহলে যে নীতি সবচে বড় ও সম্মানজনক, এটিই আমাদের করা উচিত। এর মধ্যে ইসলামের রাজনীতি করলে ইহকালে কল্যাণ ও পরকালের মুক্তি নিশ্চিত হয়। মনে রাখবেন, যে ব্যক্তি দল-মতের উর্ধে উঠে মানব সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে, সেই প্রকৃত মানুষ। কেননা মানুষ তো মানুষের জন্যই। এজন্য আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাঃ বলেছেন 'যে মানুষ অন্য মানুষের কঠিন বিপদ-মুছিবত লাঘবে এগিয়ে আসে, সেই প্রকৃত ও সর্বোত্তম মানুষ'। এজন্য কোন এক কবি বলেছিলেন, 'এ জাহানে মানুষ মানুষের তরে- সেবায় মঁপেছি মোদের তোদের তরে'। তাই কবির এ আবেগের সাথে আমরাও সমাজকে দিয়ে যেতে চাই কিছু এবং রেখে যেতে চাই লেগাসী বা ইতিহাস হিসেবে পরবর্তীদের জন্য কিছু। আর নিয়ে যেতে চাই সাথে করে কিছু, যা কঠিনতর বিপদের সময় বড্ড কাজে আসবে। তাছাড়া যাদের তরে ইখলাসের সাথে কাজ করবো, তাঁদের দোয়াও আমাদের সঙ্গী হবে সেদিন। কেননা মানুষের দোয়ার মাধ্যমেও সেদিন অনেকেই উতরে যাবে পরীক্ষায়। ভাল কাজের দোয়ার ফাইলগুলো জমা করে রাখা হবে আল্লাহর বিশেষ রেকর্ডে অতি যত্নে, এবং ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে ভাল করে চেক করে দেখতো অমুকের ভাল কোন কাজ আছে কিনা; থাকলে তা নেকীর পাল্লায় উঠাও তো, নিক্তিতে উঠানোর সাথে সাথে পাল্লা ভারী হয়ে ব্যক্তিকে উদ্ধার করে দিবে নিশ্চিত আযাব থেকে। এটিই করুণাময়ের বিশেষ ছাড়। এভাবে আল্লাহ তাঁর বিশেষ রহমত দিয়ে আমাদের মত অনেক গুনাহগারকে ক্ষমা করে দেবেন, আমরা এমনটি আশাকরে বসে আছি, ইনশাল্লাহ। তবে একটি কাজ এক্ষেত্রে খুবই জরুরী, তা হলো নিরেট 'ইখলাস'।

ইখলাছ ছাড়া কোন আমল কবুল হয়নাঃ

ইখলাস ও নবীর অনুসরণ যেকোন নেক আমল কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত। কিন্তু সমাজসেবার কাজ অনেকেই ইখলাসের সাথে করতে পারেনা। এগুলো করতে গেলেই বিভিন্নভাবে রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা ভাল মু'মিনকেও পেয়ে বসে। আমাদের নিয়তের মধ্যে কলুষ সৃষ্টি করে শয়তান আমলগুলোকে ছওয়াব বিহীন করে দিতে চায়। কাউকে দুনিয়াতে বিনিময়ে কিছু পাওয়ার জন্য মানসিকভাবে ওয়াসওয়াস দিয়ে রেডী করে। কাউকে দেশে-বিদেশে নেতা বানিয়ে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুঙ্গে তুলে। কারো মধ্যে দেশে গিয়ে মেম্বার-চেয়ারম্যান কিংবা এমপি-মন্ত্রী হতে স্বপ্ন দেখায়; ফলে এ ব্যক্তির সকল কাজের ছওয়াব মাঠে মারা যায় এবং সে একদম কপর্দকহীন হয়ে কিয়ামতে হাজির হবে। আল্লাহ বলবেন, আমার জন্য তো কিছুই করনি, করেছ যাদের দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে গিয়ে পারলে ছওয়াব নিয়ে আস, আমার কাছে তোমার জন্য কিছুই নেই। কেননা সেদিন সকল বিচার নিয়তের ভিত্তিতেই হবে। তাই আমাদের সর্বস্তরের সম্মানিত ভাইদের প্রতি আকুল আবেদন জানাই। যাই করেন আসুন আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষে করে যাই, তাহলেই পরকালে আমাদেরকে অভাবিত পূর্ণ ছওয়াব দেয়া হবে এবং আমরা মুক্তি পাব জাহান্নামের আযাব থেকে। এমনকি আল্লাহ তখন মায়া করে জান্নাতের অমীয় সুধা পান করাবেন ইনশাআল্লাহ। কেননা তিনি সে আশ্বাস দিয়েছেন কুরআনে এভাবে, 'তারপর যাকে জাহান্নামের দাউ দাউ করা আগুন থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই প্রকৃত সফলকাম। আর তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া অন্য কিছুই নয়' (আলে-ইমরানঃ ১৮৫)। সুতরাং জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাওয়াই মুক্তির প্রধান সুপান।

বন্যার্তদের জন্য ঐতিহাসিক ফান্ডরেইজিং কর্মসুচী:

ভারতের চেরাপুঞ্জির অতি বৃষ্টির পানি, বরাক নদীর উজানের ড্যাম ও ফারাক্কা বাঁধের সবগুলো গেট দিয়ে ছেড়ে দেয়া উপছে পড়া পানি, আসাম- ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ভেসে আসা ভারতীয় প্লাবনের স্রোত এবং প্রবল পাহাড়ী ঢলসহ এ পাঁচদিক থেকে ধেয়ে আসা বন্যার কঠিন স্রোতের তোড় সুরমা ও কুশিয়ারা হয়ে সর্বপ্রথম ধাক্কা দিয়েছে সুরমা তীরবর্তী এলাকা কানাইঘাটে। তারপর এ বন্যা খুবই দ্রুততার সাথে প্লাবিত করেছে সুরমা তীরবর্তী পশ্চিম কানাইঘাট, পশ্চিম গোলাপগঞ্জ, কোম্পানীগঞ্জ ও ছাতক থানার অধিকাংশ এলাকা। লক্ষ লক্ষ একর ফসলী জমি ছাড়াও অগণিত গ্রামের ঘর-বাড়ী, মানুষ, খাল-বিল ও পুকুরের চাষ করা মাছ এবং গৃহপালিত পশুসহ মানবজীবনে সীমাহীন ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। এবারের (মে-জুন'২০২২) এ কঠিন ও প্রলয়ঙ্করী বন্যার্তদের সাহায্যার্থে বিশাল ফান্ডরেইজিং কর্মসুচী নিয়েছিল প্রিয় কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউ.কে (কাউক)। বিগত ১২০ বছরের ইতিহাসের পাতায় বন্যার এমন তীব্রতার খবর যেমন মেলেনা, তেমনি প্রবাস থেকে এত বিশাল ফান্ডরেইজিংও কোনদিন আয়োজিত হয়নি। তবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেই হয় যে, এ ডাক ছিল খুবই মানবিক এবং দেশপ্রেমিক। এক ডাকে নবীন-প্রবীণ সবাই আন্তরিকতার সাথে ব্যাপকহারে সাড়া দিয়েছিলেন। যার ফলে ব্যক্তিগত, বিভিন্ন মসজিদভিত্তিক, 'চ্যানেল এস' ও টিভি ওয়ানের আবেদনে ইংল্যান্ড ছাড়াও আমেরিকা থেকে আমাদের দেশ দরদী অনেক শুভানুধ্যায়ীরা শরীক হয়ে ঐক্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। যা অবশ্যই ঐতিহাসিক এবং বিশাল ছওয়াবের প্রতিক। আমরা সকলের শুকরিয়া আদায় করছি। নগদ প্রায় ষাট লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে যাঁরা বন্যার্তদের মধ্যে দু'মাসব্যাপী রকমারি খাদ্য ও ক্যাশ পয়সা যথার্থ আমানতদারীর সাথে বিতরন করেছেন, তাঁদের শুকরিয়া আদায়ের ভাষা আমাদের জানা নেই। আমরা তাঁদের কোন বিনিময় দেওয়ার যোগ্যতা রাখিনা কেবল দিলভরা দোয়া ছাড়া। তাই মহান আল্লাহর উপরই তাঁদের বিনিময় ছেড়ে দিলাম।

দ্বীন-ইসলামের রাজধানী কানাইঘাট:

এবার আসি দ্বীন-ইসলামের রাজধানী কানাইঘাট প্রসঙ্গে। এটা কোন অত্যুক্তি নয়, বরং বাস্তবতা। আলেম-উলামার অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ সাধনায় সে দ্বীনি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে কানাইঘাট ঐতিহ্যগতভাবেই দ্বীনের মশালের বাতিঘর। কানাইঘাটকে সিলেটের অধ্যাত্মিক রাজধানী বলা যায়। কানাইঘাটের আলেম-হাফেযগণ দিয়েই বৃহত্তর সিলেটের দ্বীনদারী চলে দাবী করলেও

অত্যুক্তি হবেনা। খোঁজ নিলে দেখবেন, বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল, মুহাদ্দিস সাহেব কিংবা উস্তাদের বাড়ী আপনার কানাইঘাট। অধিকাংশ মসজিদের ইমাম সাহেবদের বাড়ী কানাইঘাট। ফলে বৃহত্তর সিলেটের মুসলমানদের ইসলাম শিক্ষার উস্তাদ হচ্ছেন আপনার-আমার কানাইঘাটি আলেম-হাফেযগণ। স্কুল-কলেজের তুলনায় মাদ্রাসার আধিক্য থাকায় এলাকার মুসলমানরাও অধিক ধর্মপ্রাণ। মসজিদে তো বটেই, বরং পূর্বেকার সময়ে কানাইঘাট ও গাছবাড়ীসহ ছোট-বড় হাট-বাজারে টুপিবিহীন লোক মিলতনা। সামাজিকতায় ইসলামী ধ্যাণ-ধারণার ছিল প্রাবল্য। গ্রামের মহিলাগণ ছিলেন অতি পরহেযগার ও পর্দানশীন। বিয়ের ইন্টারভিউ ছিল কুরআন ভাল পড়তে পারে কিনা, নামাজী কিনা, মক্তবে বেহেশতী জেওর পড়েছে কিনা ইত্যাদি। বিয়ের আগে কোন মেয়েকে দেখা মারাত্বক কঠিন ছিল। প্রত্যেকটি বাড়ীর চতুর্পাশে পাকা দেওয়াল দিতে না পারলেও সুপারী গাছের কুল অথবা বাঁশের তৈরী পর্দাঘেরা হিজাব ছিল। এলাকার হিন্দু সমাজও তাদের সংস্কৃতি পালনের বেলায় অনেকটা সমীহ করত, এমনকি তাঁদের পুঁজা-পার্বণেও মুসলমানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত। এখন জানিনা কেমন? মহিলারা ফজর পড়ে তিলাওয়াত না করে চা বানাতে যেতেন না এবং পুরুষরা ফজরের জামায়াত পড়ে এসে কুরআন তিলাওয়াত না করে চায়ের কাপে হাত দিতেন না। সকাল বেলা সমগ্র গ্রাম জুড়ে বাড়ী বাড়ী কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ অনুরণিত হত। যুব শক্তি কোন অন্যায় করে ফেললে জুমাবারে মসজিদে পঞ্চায়েতের বিচার বসত। ফরয রোজা না রাখলে গ্রামের মুরব্বীগণ ঈদের আগেই মসজিদে বিচার করে গলায় জুতার মালা ঝুলিয়ে শাস্তি দিতেন। কেহ যেনা-ব্যভিচার করে ঘর করলে এ পরিবারের সাথে সমস্ত গ্রাম বয়কট করত। তাদের সাথে কেউ আত্বীয়তা পর্যন্ত করতোনা। এলাকার যুবকরা রাতের গহীনে হাওরের মাঝে জুয়া খেলা কিংবা গানের আসর করে ফেললে আর উপায় নেই, মুরব্বীরা খবর পেয়ে গেলে খুব কড়া বিচার হত। আলেম এবং মুরব্বীরা একযোগে বিচার করতেন। বর্তমান প্রজন্মের কাছে সংক্ষিপ্ত আকারে কানাইঘাটের দ্বীনদারির একটু বর্ণনা পেশ করলাম।

বিজ্ঞ আলেমদের ঠিকানা কানাইঘাটঃ

ইতিহাসের কিংবদন্তী হিসেবে পরিচিত সিলেটের অনেক বড় বড় বিজ্ঞ আলেমদের ঠিকানা ছিল এই কানাইঘাট। খুব আগেকার কথা না জানলেও উস্তাদগণের কাছ থেকে ছোটবেলায় নাম শুনেছি বা পড়েছি যাঁদের কাছে, তাঁদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেনঃ সিলেট আলিয়ার প্রিন্সিপাল আহমাদ হোসাইন সাহেব-চতুলী, সাবেক এম.এল.এ মাওলানা ইব্রাহীম চতুলী, গাছবাড়ী মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা ইয়াকুব সাহেব-ছত্রপুরী, আল্লামা মোশাহিদ বায়মপুরী সাহেব ও তাঁর ছোট ভাই মাওলানা মুযযাম্মিল সাহেব, ফজলে হক সাহেব-বায়মপূরী, শায়খে আব্দুর রহীম চরিপাড়ী, মুহাদ্দিস শফিকুল হক বুলবুল সাহেব- মুহাদ্দিছে গাছবাড়ী-নয়াগাউ, মাওলানা শফিকুল হক-আকুনী, ঢাকা ও সিলেট আলিয়া এবং গাছবাড়ী আলিয়ার আরবী সাহিত্যের উস্তাদ ফযলে হক ফাযিল সাহেব- নারায়ণপুরী, ফরমুজ উল্লাহ সাহেব-নারায়ণপুরী-আমীরে তাবলীগ, কবি মাওলানা আঞ্জব আলী শাওক সাহেব-বানীগ্রাম, বিশিষ্ট মরমী কবি মাওলানা ইব্রাহীম তশ্না- বাটইআইল, মাওলানা ইদ্রীস আহমাদ-মেবনগরী, মাওলানা আব্দুর রব ক্বাসেমী-পিল্লাকান্দি, হাফিয মাওলানা আবদুশ শাকুর-মেবনগর, রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ও দাঈ মাওলানা রকীবুদ্দীন-ফাগু, মাওলানা নুরুল ইসলাম-চতুলী, হাফেয মাওলানা আবু সায়ীদ সাহেব-দর্পনগর, আমার একান্ত প্রিয় উস্তাদ হাফেয মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেব-বড়দেশ প্রমূখ। আল্লাহ তা'লা তাঁদের সবাইকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতের উচ্চ বালাখানায় মেহমান হিসেবে কবুল করুন। আর যাঁরা বেঁচে আছেন আল্লাহ তাঁদের নেক হায়াত দান করুন।

নায়েবে নবীদের লজিং কালচারঃ

পূর্বেকার আলেমগণ এলাকায় মাদ্রাসা স্থাপন করে ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে দ্বীন শিক্ষার গুরুত্ব ও দ্বীনের খেদমতের প্রতি উত্সাহ দিয়ে যেমন ফান্ডরেইজ করতেন; তেমনি প্রচুর উত্সাহ দিয়ে এলাকার মানুষের ঘরে ঘরে 'তালবে ইলম'-মাদ্রাসা ছাত্রকে ফ্রী লজিং -এর ব্যবস্থা করে দিতেন। যেমন গাছবাড়ী, ঝিঙ্গাবাড়ী ও কানাইঘাট মনসুরিয়া (পরবর্তীতে দারুল উলুম) মাদ্রাসাসহ ছোট-বড় সব মাদরাসার পার্শবর্তী এলাকার প্রায় বাড়ীতে লজিং থেকে পড়া-লেখা করে বড় বড় আলেম হয়েছেন। পূর্বেকার মুরব্বীরা এবং তাঁদের পিতা-পিতামহগণ আলেমদের ওয়াজে পরকালে ছওয়াবের প্রচন্ড আশায় নিজেরা খেয়ে না খেয়ে বরং একদম ফ্রী ছাত্র রেখে খাওয়াতেন। এমনকি নিজে একা না পারলে একজন ছাত্রকে তিন ঘরে মিলে তিন বেলা খাওয়াতেন, তবু ছাত্র লজিং থাকা চাই। এটি ছিল তাঁদের কালচার এবং মাদ্রাসাগুলো পরিচালনার সহজ পদ্ধতি। মৌসুমী ধানের চাঁদা, সুপারীর চাঁদা, বার্ষিক-ষান্মাসিক মাহফিলের চাঁদা এবং ওয়াজের বাঁশের চাঁদা ইত্যাদি সংগ্রহ করে মাদ্রাসাগুলো চলত। যা সম্ভবত আজও চালু আছে, তবে লজিংপ্রথা এখন ফ্রী কিনা জানিনা। এখন হয়ত বদলা হিসেবে নিজেদের ছেলেমেয়েদের পড়ানোকে লজিং-এর অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হতে পারে। পূর্বেকার মুরব্বীদের এ ফ্রী খেদমত আল্লাহ কবুল করুন এবং তাঁদেরকে এর বিনিময় স্বরূপ ফ্রী জান্নাতুল ফিরদৌস দান করুন। আজ দুনিয়ায় তাঁদের প্রজন্ম নিজ এলাকা সাজিয়েছেন, যার ফলে কানাইঘাট, গাছবাড়ী ও ঝিঙ্গাবাড়ী এলাকাগুলো এখন দেখলে মনে হয় যেন দুবাই বা লন্ডনের অংশ। বর্তমান প্রজন্ম বিদেশী রুজি দিয়ে দেশ ও দশের খেদমত করছেন। আমার বিশ্বাস, ঐ কঠিন সময়ের ফ্রী লজিং খাওয়ানোর ফল তাঁদেরই প্রজন্ম এখন ভোগ করছে এবং পরকালেও তাঁদের মুরব্বিরা বড় ধরণের জাযা পাবেন।

গ্রেট ব্রিটেনে দ্বীনের খেদমতে একঝাঁক কানাইঘাটি আলেমঃ

আগেই বলেছি আলেমদের দেশ কানাইঘাট। দেশে ইসলামের আলো বিতরণে যাঁদের সুনাম, তাঁরা কিন্তু এখানে এসে বসে নেই। তাই উপরে কানাইঘাটের ক্ষণজন্মা বিজ্ঞ আলেমদের সংক্ষিপ্ত নাম উল্লেখ করলেও বৃটেনের যমীনে আল্লাহর দ্বীনের রাহবর হিসেবে যাঁরা কাজ করছেন, তাদের কেহ কেহ দেশে ফেরৎ চলে গেছেন, আবার অনেকেই এখানে দীর্ঘদিন থেকে কর্মরত রয়েছেন। বৃটেন এসেও যাঁরা দ্বীনের প্রচার এবং প্রসারে বিভিন্ন মসজিদ মাদ্রাসা প্রতিষ্টা এবং পরিচালনায় অবদান রাখছেন, তাঁদের একটি ছোট্ট তালিকা পেশ না করলে ইনসাফ হবেনা। যেমনঃ বার্মিংহাম বজলিগ্রীণ মসজিদের সাবেক ইমাম মরহুম হাফিয মাওলানা লুত্ফুর রহমান রাহিঃ-বাণীগ্রাম। পৌর্টসমাউথ মসজিদের সাবেক ইমাম মরহুম হাফিয মাওলানা আলা উদ্দীন রাহিঃ-তিনচটি। ইসলামিক শরীয়া কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও দাওয়াতুল ইসলামের বর্তমান আমীর হাফেয মাওলানা আবু সায়ীদ-দর্পনগর (এসোসিয়েশনের দু'বারের সাবেক চেয়ারম্যান)। বৃটেনের বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, স্বনামধন্য লেখক ও গবেষক সোয়ানসী নিবাসী মাওলানা বশীরুযযামান-চরিপাড়া। বো মুসলিম কালচারাল সেন্টার ও মসজিদের প্রতিষ্টাতা ও খতীব, কানাইঘাটের কৃতি সন্তান বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ব্যারিষ্টার মাওলানা কুতুব উদ্দীন শিকদার এমবিই -রাজাগঞ্জ। কভেন্ট্রি মসজিদের সাবেক ইমাম হাফিয আমীর হাসান-চরিপাড়া নয়াগাঁও। এসোসিয়াশনের সাবেক সভাপতি ও বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মাওলানা রফিক আহমদ রফিক-বানীগ্রাম। করবী মসজিদের সাবেক ইমাম মাওলানা খলিলুর রহমান-জুলাই। বার্ডেট রোড মসজিদ ও হিফযুল কুরআন-ইসলামিক কালচ্যারাল সেন্টারের চেয়ারম্যান হাফিয মাওলানা আব্দুস সুবহান আজাদী-বারাপৈত। লেম্বেথ একাডেমী মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুল আযীয-তিনচটি। এক্সিটার মসজিদের ইমাম হাফেয মাওলানা কাউসার আহমাদ-বারাপৈত। দারুল উম্মাহ মসজিদের ইমাম মাওলানা আবুল হাসনাত চৌধুরী-তালবাড়ী। টটেনহ্যাম আয়েশা মসজিদের ইমাম মাওলানা সায়েম নূরুর রহমান চৌধুরী-ঝিঙ্গাবাড়ী। ওকিং মসজিদের ইমাম হাফিয মাওলানা মাহবুবুর রহমান খান-দিঘীরপার। দারুল উম্মাহ মসজিদের এসিস্টেন্ট ইমাম হাফিয যাইনুল আবেদীন-চরিগ্রাম

দলইরমাটি। মানচেষ্টার মুসলিম সেন্টারের ইমাম হাফিয মাওলানা আমিনুর রহমান চৌধুরী-ঝিঙ্গাবাড়ী। মাউধাম্পটন মসজিদের ইমাম হাফিয জহির উদ্দীন-পাত্রমাটি। ইস্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম মোহাম্মদ আবুল হোসাইন খান-দিঘীরপার (প্রবন্ধ লেখক) প্রমূখ।

দ্বীনি শিক্ষাদান ও সমাজ পরিবর্তনে যাঁদের অবদানঃ মসজিদের খতীব ও ইমাম ছাড়াও দ্বীনি শিক্ষাদানে নিবেদিত প্রাণ অসংখ্য শিক্ষক ও গুণীজন রয়েছেন, তাঁদের অন্যতম হলেনঃ কুর্তুবা ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন- বাঁশবাড়ী, ইসলামী ব্যাঙ্কের সাবেক ম্যানেজার মাওলানা শামীম আহমাদ চৌধুরী-ঝিঙ্গাবাড়ী চরিগ্রাম, তাহমীনুল কুরআনের পরিচালক মাওলানা ইকরামুল হক-, 'তানযীল মক্তব এন্ড হিফজ মাদ্রাসার' ডাইরেক্টর নুমান আহমাদ পাটোয়ারী-আগফৌদ নারায়ণপুর, হাফিয মতিউর রহমান-চরিপাড়া, হাফেয আব্দুর রহীম-জুলাই, হাফিয কাউসারুল আম্বিয়া-বীরদল, হাফিয আব্দুল হাফিয-সাহাপুর, কার্ডিফ মসজিদের সাবেক ইমাম হাফিয নুরুদ্দীন-লন্তিরমাটি, শাহপরাণ মসজিদের সাবেক শিক্ষক হাফিয ফখরুল ইসলাম-চরিপাড়া, মাওলানা আবু সালেহ মোহাম্মদ ইয়াহয়া-রাজাগঞ্জ, হাফিয মোস্তফা আহমাদ-দর্পনগর-নয়াগ্রাম, হাফিয মাওলানা অলিউর রহমান-বারাপৈত, মাওলানা সাইয়েদ জামালুদ্দীন-আগফৌদ সুরইঘাট, মাওলানা মঞ্জুর আহমাদ-বারাপৈত, মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব-জুলাই, ও হাফিয শরীফ উদ্দীন বাউরভাগ প্রমূখ।

নবীণ যারা এসে এ কাজে শরীক হয়েছেনঃ

স্টুডেন্টস ভিসা স্কীমের আওতায় অধুনা যারা এসে এখানকার ব্রিটিশ মুসলিম সন্তানদের পড়ানোর কাজে শরীক হয়েছেন, তাঁদের একটি ছোট্ট পরিচয় দিয়ে রাখা ভাল। তারাই একদিন আমাদের মত এদেশে ভাগ্য গড়বে নিজেদের। পাশাপাশি ভবিষ্যত ব্রিটিশ মুসলিম সন্তানগুলোকে দ্বীনের আলো দানে ভূমিকা রাখতে যারা এসেছেন, তাদের অন্যতম কয়েকজনঃ মাওলানা ইব্রাহীম আলী-লামা ঝিঙ্গাবাড়ী, হাফিয মাওলানা মুহেল আহমাদ-দীঘর নয়ামাটি, হাফিয আব্দুর রহীম-নারাইণপুর, হাফিয মাহফুয আহমাদ-নিজ ঝিঙ্গাবাড়ী, মাওলানা নাজমুল ইসলাম চৌধুরী-ঝিঙ্গাবাড়ী কোনা, হাফিয মাওলানা মাহমুদুর রহমান-লামা ঝিঙ্গাবাড়ী, হাফিয মাহফুজুর রহমান- দর্জিমাটি, মাওলানা কারী ইজাযুল হক-ছোটদেশ, মাওলানা ইমদাদুর রহমান-তালবাড়ী, হাফিয ইউসুফ বিন হোসাইন-দিঘীরপার, হাফিয ওয়াহিদ উদ্দীন- বাউরভাগ এবং হাফিয ছাদউদ্দীন চৌধুরী-তালবাড়ী পূর্ব প্রমূখ।

দেশ-বিদেশের সমাজ পরিচালনায় যাঁদের অবদানঃ

অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষিত যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও দেশের সরকারের বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ে দায়িত্ব পালনের স্বাক্ষর রেখেছেন ইতিহাসের কিংবদন্তী হিসেবে। যুগে যুগে এলাকার যোগ্য এবং সাহসী সন্তান হিসেবে যাঁরা অসামান্য ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের তালিকা না দিলেও কেবল উপমা হিসেবে কয়েজনের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। পড়ালেখার পাশাপাশি কানাইঘাটের সন্তান হিসেবে যাঁরা কলেজ-ভার্সিটিতে পড়লেও পোশাক-পরিচ্ছদ ও ধ্যাণ-ধারনায় তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ ইসলামী ধাঁচের। লন্তির মাটি নিবাসী আমাদের বড় মামা মরহুম জমীরুদ্দীন আহমদ স্যার (সড়কের বাজার হাই স্কুলের সাবেক মাষ্টার) এলাকার ইউ.পি চেয়ারম্যান ও কলেজ পড়ুয়া সত্বেও যে কেউ তাঁর সাদা পাঞ্জাবী ও লুঙ্গী দেখলে মাদ্রাসা পড়ুয়াই মনে করতে বাধ্য হবে। যিনি স্কুলের শিক্ষকতার পাশাপাশি সাহাপুর খলাবাড়ী মসজিদের ইমামও ছিলেন। তত্কালীন বি.এ পাশ চরিপাড়া স্কুলের দীর্ঘদিনের হেড মাষ্টার আমার শ্রদ্ধেয় শশুর জনাব রশীদুজ্জামান সাহেবের অবস্থাও ছিল অনেকটা তেমন। কলেজ-ভার্সিটিতে পড়ালেখা করলেও তত্কালীন সময়ে বাতি জ্বালিয়েও ধর্ম নিরপেক্ষ কোন লোক মিলতনা, বরং ধর্মকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করত এবং মানত। এ জাতীয় শত শত শিক্ষিতদের দেখেছি বা নাম শুনেছি, যাঁরা দ্বীনদারীসহ দেশ-বিদেশের চেহারা উজ্জল করেছেন, তাঁদেরই কয়েকজন হলেন, যেমনঃ ১. বৃটেন আগত প্রথম মারির নেতা দাওয়াতুল ইসলামের সাবেক আমীর জনাব শামসুল হক সাহেব বি.এ-ঝিঙ্গাবাড়ী, ২. সাবেক সরকারের প্রধান মন্ত্রীর উপদেষ্টা আবুল হারিস চৌধুরী-দর্পনগর, ৩. কানাইঘাটের কৃতি সন্তান সাবেক এম.পি অধ্যক্ষ মাওলানা ফরিদ উদ্দীন চৌধুরী-তালবাড়ী (তাঁর অসুস্থতার জন্য সবার কাছে দুআ কামনা করছি), ৪. বর্তমান সরকারের সচিব পর্যায়ে কর্মরত রয়েছেন আমাদের প্রিয়ভাজন এহসানে এলাহী খোকন-তিনচটি, ৫. বর্তমান চট্টগ্রাম 'বিভাগীয় কমিশনার' জনাব আশরাফ উদ্দিন- বাউরভাগ উজানীপাড়া, ৬. সিলেট আলীয়ায় নিয়োজিত নতুন প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা মাহমুদুল হাসান - দর্পনগর পূর্ব প্রমূখ। আল্লাহ তা'লা সবার খেদমত কবুল করুন।

তথ্যবহুল 'জাগরণ' নামক সাময়িকীতে ছাপার জন্য বর্তমান কমিটির দায়িত্বশীলদের অনুরোধ রক্ষার্থে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। অনিচ্ছাকৃত ভ্রমগুলো ক্ষমা চেয়ে এবং সবার কাছে দোয়ার দরখাস্ত রেখে ইতি টানলাম।

লেখক: হাফেজ, মাওলানা ও খতীব ইস্ট লন্ডন মসজিদ এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টার

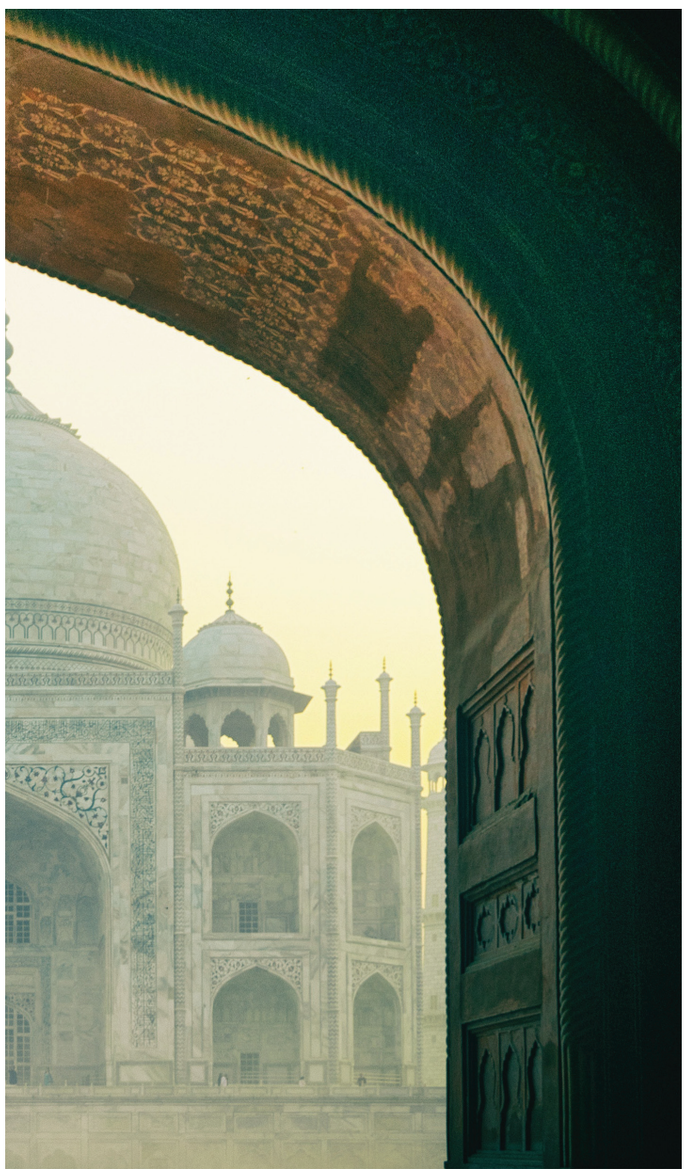

A Short-lived Man:
Late Alhaj Ahmed Ali (Sarpanchayt)

By Mohammed Sirazul Islam

Man is the noblest of all creation. This creation is the best of creation. Although men are short-lived on earth, they can live on in the heart's of people through their actions.

One such man was a philanthropist born in 1852 in the village of Borbond in Kanaighat Upazila, Sylhet. Alhaj Ahmed Ali (Sarpanchayt) was the youngest of four sons and one daughter of the late Alhaj Mohammed Jamil Miah.

Kanaighat has been known as a backward, neglected area. One can easily imagine the misery and poverty of the upazila over a hundred and fifty years ago. There were no roads. There were no schools or Madrasa within ten to fifteen miles.

The number of rich people in the world always grows. But the hearts of rich people aren't the same. Alhaj Ahmed Ali (Sarpanchayt) was a man of great wealth and splendour. He was a well-known Jamidar. But his wealth and mind were equal. Alhaj Ahmed Ali (Sarpanchayt) used his initiative and his father's financial resource, to attend school in Sylhet District town and learn Bengali, Arabic and Urdu. He emerged as a beacon of light to the people of Khaniaghat. He set the infrastructure for education in Kanaighat through building and patronising schools, Madrasas, Mosques, and Arabic learning centres. He built roads and local markets.

The Kanaighat Darul Uloom Madrasa is of cultural significance, known by all as a milestones in religious education and it had been established through the contributions of Alhaj Ahmed Ali (Sarpanchayt). To run the Madrasa, he donated fifty-two (52) Bighas of land adjacent to the Madrasa.

Additionally, he built a two-storey building to set the foundation of the Madrasa. When Hazrat, the late Moulana Mushahid Shahab returned from Deobond he was called by Alhaj Ahmed Ali (Sarpanchayt) to take on the great responsibility of running the Madrasa. Thus, Mr Sarpanchayt became one of the founders, chief donors, and patron to countless Mosques and Madrasas (incl. Chatul Eidgah Madrasa, Haratail Madrasa and Kharilhat Madrasa).

This educated and kind man played an outstanding role to Kanaighat, not only in the domain of religious education, but to modern education as a whole. He was a founder and donor of the first Kanaighat Junior High School (now Kanaighat Government High School). At one time he donated ten thousand taka to the Khanighat Junior High School. Another time he donated ten thousand taka to establish Dorbost Junior High School (currently Central Jointa High School). It is worth mentioning that this donated money was not earned from abroad like today, it was money made completely from the sale of paddy of his land. At that time each mon (approximately 40 kilograms of paddy) was only valued eight to ten taka.

In times of crises, Alhaj Ahmed Ali (Sarpanchayt) would donate freely to alleviate the devastations of floods, droughts, and natural disasters. Mosques, Madrasas, or schools, everybody would turn to Alhaj Ali (Sarapanchayt) first for help.

In times of crises, Alhaj Ahmed Ali (Sarpanchayt) would donate freely to alleviate the devastations of floods, droughts, and natural disasters. Whenever there was a shortfall of money, in the Mosques, Madrasas, or schools, everybody would turn to Alhaj Ali (Sarapanchayt) first for help. This great philanthropist, after noticing the misery of his local Bazar (market) and roads, personally established Borbond Bazar on his land and in his village. But traders from distant lands did not always travel to these remote areas, so at the end of the market, he used to pay for the trader's unsold goods. This was extremely unsual and generous.

He also donated almost all the land on the two miles of road (now paved) of Borbond village. In fact, Borbond Primary School has been established on his own donated land. In another instance, he donated twenty-four Bighas of land to run Borbond Madrasa, and then he built the Madrasa himself.

When Pakistan was born, at that time the government (the founder of Pakistan: Mr Qaeda Azam Mohammed Ali Jinah) were in financial crises and appealed to the country's rich people for assistance. Alhaj Ahmed Ali (Sarpanchayt) responded and donated a significant amount of his money to fund the government.

The Pakistani government later honoured him with the title of Khan and awarded him a crest. But he never used it. Thus this great philanthropist served the state for many years as a Sarpanchayt during the British rule. He was the Sarpanchayt of the whole Laxmiprasad Union. This was the largest union of Kanaighat Upazila. Later this responsibility was passed on to his eldest son, the late Alhaj Abdul Wohab. Like his father, Alhaj Abdul Wohab, was a wise and far-sighted man, and later the government appointed him as SRR (Jury). Alhaj Abul Mojid, the second son of Mr Sarpanchayt, was the longest-serving chairman of the whole Laxmiprasad Union. After the union divided (east and west) his grandson, late Alhaj Mohammed Sofiqul Hoque, became a two-time chairman of the West Laxmiprasad Union.

In his private life, Alhaj Ahmed Ali (Sarpanchayt) was the father of three sons and two daughters. He lived a very simple, down to earth life. Although he was a generous person, he was against misuse and waste. At the end of the eighteenth century, on twelve Bighas of land, he was among the first people to build a brick and motors building house (Dalanari) in the whole Jointa at Kanaigha. This included glass doors and windows.

This picturesque house, and magnificent great pond, turned into an attractive place to visit in this old rural village. The great lord (Allah) gave him a hundred and twenty years of long life. This mortal man passed away on December 30th 1972. On that day, all the schools and Madrasa in North Kanaighat (including the Darul Uloom Madrasa) were closed to honour his memory. They were filled to the brim with people attending his funeral prayer.

This short-lived man is lying forever in the front of the Madrasa and mosque, adjacent to his house. It is impossible to fully articulate the impact of this philanthropist's great mind, his great personality, his heart and his passion for education.

Hopefully, one day a memoir will be published to fully explore and recognise this great man.

Writer: Former Chairman and present Advisory Committee member, Kanaighat Association UK

BE A GOOD NEIGHBOUR

Manha Mahbub

For your neighbours lend a hand,
Show them that you really understand.

They have rights we must prevent,
Show them mercy and respect.

For your neighbours try to care,
If they're struggled,help them to prepare.

Lend a ear and listen too;
If they're worried, help them through .

For your neighbours give a smile,
Spend your time with them for a while.

Look after your neighbours rights;
Allah will make your hereafter bright.

Kanaighat and Shikder Foundation

By Kutub Uddin Ahmed Shikder MBE

The date was 14th August 1999. The venue was the Conference Hall of Hotel Anurag in Sylhet Town. Shikder Foundation came into being with its inauguration with an objective to improve the lots of Kanaighat Upozila in relation to socio-economic and in particular educational front. The Conference Hall was full of participants; Mr Justice M A Rouf former Chief Election Commissioner was present as our chief guest. Mr MA Matin the then District Judge Sylhet was present with other judges from his judgeship. Prominent personalities from Kanaighat and also from outside Kanaighat including Mr Abdul Quahir Chowdhury MP, Mr Ashique Chowdhury Upozila Chairman, eminent Alime-deen Moulana Faizul Bari Mohespuri and others have attended the inauguration. Chairman of the Sylhet Press Club Mr Muktabisun Noor also attended. Currently, Senior District Judges Mr Arifur Rahman (Lichu Bhai), Mr Ataur Rahman from Tangail and Mr Israil Hossain all flew from Dhaka to participate in the inauguration. My best judicial friend and colleague Mr Israil Hossain and Mr Habib Ahmed Prof of Economics in Kanaighat Degree College jointly managed and presented the entire programme.

One of the objectives was to encourage and promote education amongst the students of madrassas, schools and colleges of Kanaighat through providing them with scholarships on various levels. All should be included irrespective of their medium of education, faith, affiliation or institution. On this inauguration day a total of 138 scholarships were awarded, including 9 scholarships to-then existing two colleges, 72 scholarships to 24 madrassas (Qawmi and government madrassas) and 57 scholarships were awarded to 14 High Schools and to those students of Kanaighat studying in Sylhet town.

The Foundation activities continued throughout the past years and the system of encouraging students/ pupils through scholarships in particular has become a yearly event. A respected head teacher of Choripara High School said once in such a yearly event that this regular get-together is an assembly point 'milon mela' for those involved in education in Kandaghat. In the day of most recent programme, the total number of scholarships stood at 2627.

In these annual scholarship distribution functions, distinguished guests are invited to attend. They include ministers, MPs, Judges and High Government officials. The purpose is to encourage students to learn from the high achievements of these special guests in the society and try to reach similar positions if possible by working and studying really hard.

On this inauguration day a total of 138 scholarships were awarded, including 9 scholarships to-then existing two colleges, 72 scholarships to 24 madrassas (Qawmi and government madrassas) and 57 scholarships were awarded to 14 High Schools and to those students of Kanaighat studying in Sylhet town.

I discovered at my youth, and the reader may agree with me, that the inhabitants of Kanaighat have gone through and suffered artificial challenges as some of the neighbouring people in other areas were patronising and demonising towards Jointa/Kanaighat. I have endeavoured to discover the reason for this discrimination and unacceptable attitude. It could have been some socio-historial reasons. During British rule of Indian subcontinent, the educational system was divided: either you could study in schools - (a secular curriculum) – or in a madrassa system – introduced by Allama Quasim Nanathowi (RA) through establishing Dewband Madrassa – a top religious Islamic institution.

It seems Kanaighat has benefitted from madrassa education more. The Kingdom of Jointa including Kanaighat fell under British rule much later than other bordering area. As a result Kanaighat was lagging behind in school and secular education. So our motive is ways and means to improve the education in all front in Kanaighat - to level it up with other progressed and advanced areas of Sylhet. An acquaintance of mine with an affluent background from Kanaighat told me when he drives his car from Sylhet town and leaves it on

the other side of Surma river in order to go to his village home. The local boatman remarked that a man from Kanaighat does not deserve to have a car/private car. It really touched me so effectively – and made me more determined how to improve the lots of our locality – the deprived people of Kanaighat. Perhaps improving the communication system would help, it was crossing my mind. I, by the way, successfully passed my driving test here in England on 06.02.1978 – and perhaps I am the first Kanaighati son to have a private transport in this community. Certainly I do not wish to go through the same discrimination and hear the remarks my affluent friend had heard and gone through.

Allah has destined man with only one life – you have only this life to devote and find ways to improve the destiny of others with altruism, empathy and compassion. An idea came in my mind that remaining close to Kanaighat and its people physically may be the appropriate way to make contribution towards the socio – cultural development of my beloved motherland. To this end I took part in the competitive examinations of the 7th BCS – held for the first time in the UK by the Bangladesh High Commission. Out of eight candidates, I was the only successful one. With my family and children I joined as a Munsif/Assistant Judge in Sylhet court. After serving as a judge in Sylhet, Tangail, Dhaka and Sherpur (Maymunsingh), I came to conclusion that this job would give me and my family a comfortable and respectful life but it will not enable me to make significant change and improvement to the place where I was born and to its mass people. I therefore resigned from my job voluntarily though initially President Shahabuddin Ahmed would not accept my resignation. I left Dhaka with the family and sought an alternative way of livelihood by joining back the previous profession of Wigs and Gowns (practice as a Barrister) in London.

Allah has destined man with only one life – you have only this life to devote and find ways to improve the destiny of others with altruism, empathy and compassion. An idea came in my mind that remaining close to Kanaighat and its people physically may be the appropriate way to make contribution towards the socio – cultural development of my beloved motherland.

Sitting at my chambers at Princelet Street, I was seeking ways to arrive into my goal – of serving others in my locality at the root. A brother like friend of mine Mr Abdus Salique, Chairman of Balagonj Education Welfare Trust has given me the formula on how to establish a trust/foundation for the assistance and development in the education of Kanaighat. Late Mr Sajjadur Rahman Faruki of July in Kanaighat – and his son Shelim Bulbul were the architects for the smooth creation and materialisation of the plan. The continuous cooperation and sincere assistance of brother Mr Badrul Amin (Haroon Shaheb) was unparalleled and substantive. He has been the Honourary Secretary of the Foundation for the last 23 years. Without his active participation and advice, it would have been extremely difficult to achieve this far. May Allah the almighty give them all high rewards for their parts.

On the inauguration date of Shikder Foundation, there were 92 government primary schools, 14 high schools and numerous Qaumi and govt Madrassas in Kanaighat including top Kanaighat Darul Ulloom and Gasbari Jamiul Uloom. However, the literacy rate was visibly lower than some neighbouring Upozilas.

Millions of thanks to the Almighty and Merciful, the picture through the years has changed and it kept changing. The rate of literacy is moving upwards year by year. The meritorious boys and girls from Kanaighat are blessed with the opportunities to study and research at top universities and distinguished institutions of Bangladesh. The recent influx of students to UK from Bangladesh is significant. I am really impressed and delighted to see the number of talented students from our beloved Kanaighat. The recent A Level results in UK by our kids make us really entitled to smile. It therefore can be safely said that our future is bright. We should not, however, be complacent. We should do more and more – and be competent in competing in other areas.

Apart from the endeavours in the educational front, the Foundation has successfully been working in improving the socio-economic condition of its catchment area: Kanaighat. No 9 Rajagonj Union is lucky to have the services of the Post Office for over the last two decades. There are hardly any secondary level educational institutions that have not been touched and assisted by the Foundation. K A Shikder Academy Govt. Primary School is a direct project established and nourished by this Foundation since 2005.

More visibly, the western part of Kanaighat, ie No 9 Rajagong and No.8 Jhingabari Union – did not have any road link with either District or Thana town. In 2001, the motorable road link between Pargana Bazar of Golapang Thana and our Gasbari was established with funding from the chairman of the Foundation through building the roadworks with the construction of eight culverts and one bridge. The bridge has got local prominence as a landmark naming it as "Shikderer Pool." The access to Sylhet town is no longer a challenging cumbersome expedition. People can easily obtain town facilities even at small hours of the night. Teachers, bankers and other officials daily commute in the route of Sylhet, Rajagonj, Gasbari and Kanaighat.

The establishment of connection in Sylhet-Gasbari-Kanaighat road was indeed a challenging one. Though I was the sole provider of funds for entire road works, there were opposing elements in the road works. Brother Badrul Amin (Haroon Shaheb), Late Ala Uddin manager of Pubali Bank and Chairman Bahauddin Chowdhury were with me when we were trying to solve an obstacle in the Mirjargor area. In negotiation we spent the whole night until Fajr Athan. Alhamdulillah road work started following that night. I remember with gratitude my teacher Mawlana Jamshed Ali of Lalachok for his support in building the road and bridge. Without the active cooperation of my cousin Oliur Rahman Member, nephews Ibrahim Shikder and Saleh Ahmed the task would have been impossible to complete. May Allah give them the proper rewards in this world and hereafter for this benevolent and excellent work.

The last but not least is Shikder Foundation College. An academic icon with the exceptional exam results for the last eleven consecutive years. A magnificent five storey institution as if it is declaring that this area is no longer patronised or discriminated against: the seekers are excelling. Students can flourish their talent and wisdom to achieve high potential. Qualified teachers and professionals teach the students at year 11 and 12 under the government curriculum. It is hoped one day the degree course will begin in the college – so the students who have no sufficient means to educate themselves in town – can have access to higher education in the village.

The construction of the motorable road resulted in the price of nearby land to go sky-high and become very much in demand. It was difficult to find enough land for construction of the college mosque and the playground. I had to buy lands for the college and playground a bit by bit and still some more land is required for proper completion of the project. However, the playground in the front of the academic building is now vast and eye-catching. The Bangladesh Army uses the playground for their training during regular intervals.

Kanaighat and Shikder Foundation are intermingled together; inseparable like sugar and milk in a cup of tea. I have taken much of my family time in establishing this Foundation. My sons Kamil, Nabeel and Adeel together with their mother have been so cooperative and utmost sincere in this cause. They have been exceptionally patient while I travel around for the purpose of the Foundation. May Allah give them proper rewards in abundance. Mr Ahmed Iqbal Chowdhury, the Treasurer of our beloved Kanaighat Association in UK and brother Sadequl Amin (Vice-Chair of the Association) requested me to write for the upcoming magazine; so I sat down to write about the subject close to my heart.

Writer: Former Secretary, Chairman and present Advisory Committee member, Kanaighat Association UK

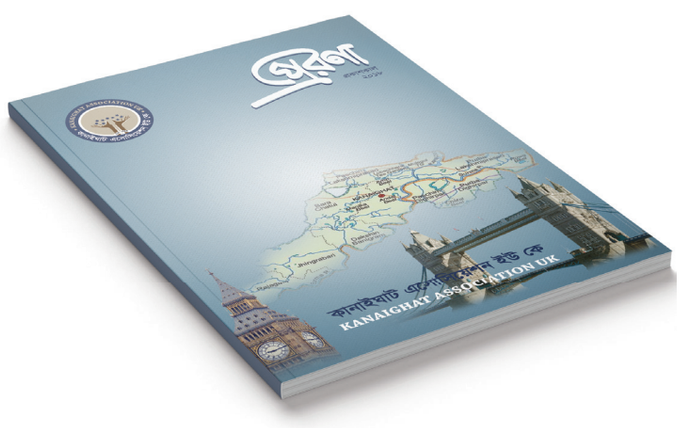

কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে: স্মৃতিচারণ, অভিজ্ঞতা ও আশা

মো: ইজ্জত উল্লাহ

১৯৮৯ ইংরেজীর ৩রা আগষ্ট বৃহস্পতিবার দিন আমার প্রথম লন্ডন আগমন। এখানে আসার পর কানাইঘাট এসোসিয়েশনের ব্যাপারে শুনলেও প্রথম দিকে তেমন মনযোগ দেইনি। ঐ বৎসর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে মখলিছ চাচা (আলহাজ মখলিছুর রহমান) ফোন করে ২৬ ডিসেম্বর মিটিংয়ে যাওয়ার দাওয়াত দিলেন। এর দু তিন দিন পর রফিক ভাই (মওলানা রফিক আহমদ রফিক) ফোন করলেন এবং উনার ফোনের উত্তরে চেষ্ঠা করব বললাম। সর্বশেষে মুখোমুখি হলাম আব্দুর রহমান ভাই সাহেবের (আলহাজ আব্দুর রাহমান)। উনার সাফ কথা মিটিংয়ে যেতেই হবে। ডিসেম্বরের ২৫ তারিখ কেন্টে মরহুম সাইদুর রাহমান নানার বাসায় বেড়াতে গেলে সেখানে আব্দুর রাহমান ভাইও বেড়াতে যান এবং অনেক্ষন উনারা এসোসিয়েশনের বিভিন্ন কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করেন। উনাদের আলোচনা শুনে কিছুটা উৎসাহ হয়। পরদিন বিকেলে আমার শশুর মরহুম আলহাজ মমতাজ আলী সাহেবের সাথে মিটিংয়ে যাই। আর সেই থেকে আজ পর্যন্ত খুব কম মিটিংয়ে অনুপস্থিত থেকেছি আলহামদুলিল্লাহ।

যাক সে দিন মিটিং ছিল ব্লুমফিল্ড হাউসে রফিক ভাইয়ের মিটিং রুমে। সভাপতি মওলানা আবু সাইদ সাহেবের সভাপতিত্বে (আমার লন্ডন আসার চার মাস আগে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সামছুল হক সাহেবের ইন্তেকাল হয়) এবং সেক্রেটারি আলহাজ মখলিছুর রাহমান সাহেবের পরিচালনায় মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। আমার উপস্থিত হওয়া প্রথম দিনের মিটিংয়ে আমি সহ চারজনকে একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়। দায়িত্বটা ছিল কানাইঘাট এসোসিয়েশনের সংবিধানের বাংলা অনুবাদ করা। এই চার সদস্যের অন্যান্য তিনজন ছিলেন ফখর ভাই (মরহুম ফখর চৌধুরী), ফারুক (একাউন্টেনট ফারুক আহমদ) ও কয়ছর (কয়ছর আহমদ চৌধুরী)।

আমরা চার জন প্রস্তুতি নিয়ে পরের রবিবারে ফখর ভাইয়ের বাসায় বসে ছিলাম। এর পর থেকে যখন যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আল্লাহর সাহায্য এবং সবার দোয়ায় সাধ্যমত পালন করার চেষ্ঠা করেছি।

১৯৯৭ সালের আগ পর্যন্ত আমি প্রথমে সাধারন সদস্য এবং তার পরে কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিলাম। ৯৭ থেকে ৯৯ এর অক্টোবর পর্যন্ত এসিস্টেন্ট সেক্রেটারী, ৯৯ এর নভেম্বর থেকে জুন ২০০৪ পর্যন্ত দুই মেয়াদে সেক্রেটারী, এর পর যথাক্রমে ৬ বৎসর কার্যকরী কমিটির সদস্য, ৫ বৎসর সহসভাপতি এবং পরবর্তীতে ২ বৎসর চেয়ারপারসনের দায়িত্বও আমাকে দেওয়া হয়। গত চার বৎসর থেকে অন্যান্য সম্মানিত উপদেষ্টাদের সাথে আমাকেও উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য পদে স্থান দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে থাকাকালীন সময়ে যে সব সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলাম সেসব সংগঠনের সদস্যদের বয়স ইত্যাদি সমান না হলেও অনেকটা কাছাকাছি ছিল। কানাইঘাট এসোসিয়েশনের মিটিংয়ে প্রথম দিন উপস্থিত হয়ে দেখলাম বালক থেকে বৃদ্ধ সব বয়সের লোকজন বসে আছেন এবং মুরব্বীরা মিটিং শুরুর আগে একজন আরেকজনের কুশলাদী এমনভাবে জিজ্ঞেস করতেছেন যে মনে হচ্ছে সবাই সবার সুখ দুখের সাথী।

উপস্থিত অনেকের রাজনৈতিক দর্শন ভিন্ন হলেও এখানে দেখলাম কোন ভেদাভেদ নাই। সবার দর্শন একটাই এবং সেটা ছিল আমরা কানাইঘাটী। আমরা বয়সে যারা তরুন ছিলাম তারা পিছনের সারিতে বসতাম। আমাদেরকে কোন ব্যাপারে শুধু জিজ্ঞেস করলেই কেবল মতামত পেশ করতাম।

কানাইঘাট এসোসিয়েশনের সংবিধান অনুযায়ী প্রতি দুই বৎসর পর পর নির্বাচন হওয়ার কথা এবং সে অনুযায়ী নির্বাচনের তারিখ এবং সময় ঠিক করা হতো। নির্বাচনের দিন মিটিং শুরু হলেই প্রস্তাব আসতো অমুক অমুককে কমিটিতে নিয়ে বাকী সবাইকে আগের মতই রাখুন। দায়িত্বশীলরা দায়িত্ব ছাড়ার চেষ্ঠা করতেন কিন্তু কোন ভাবেই সফল হতে পারতেন না। এভাবেই ১৯৯৭ ইংরেজীর আগ পর্যন্ত চলে। সরাসরি ভোটে নির্বাচন ৯৭ এর আগে হয়নি এবং হওয়ার প্রয়োজনও হয়নি।

কানাইঘাট এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার পিছনে অনেক উদ্দেশ্য ছিল এবং এর মধ্যে একটা উদ্দেশ্য ছিল কানাইঘাটী কেহ এদেশে মারা গেলে উনার দাফন কাফন কিংবা লাশ দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা, মৃত ব্যক্তির দেনা থাকলে এব্যপারে সাহায্য সহযোগীতা করা ইত্যাদি। সময়ের ব্যবধানে আর্থিক সহযোগীতার তেমন প্রয়োজন আর থাকেনি কিন্তু বাকিটুকু এখনও শেষ হয়ে যায়নি এবং যাবেও না।

কানাইঘাট এসোসিয়েশনের এই বেসিক উদ্দেশ্যটা নিয়ে কিছু লোকজনকে উপহাস করতেও দেখেছি এবং যথারীতি উত্তর দেওয়ার চেষ্ঠা করেছি। আমি আমার এই প্রবাস জীবনে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। তা হচ্ছে কানাইঘাটের কারও মৃত্যু হলে ইস্ট লন্ডন মসজিদ কিংবা ব্রিক লেইন মসজিদে জানাজায় অনেক লোকের সমাগম হয়। জানাজা শেষে কবরস্থানে যেতে কোন কোন সময়ে কম লোক দেখা যায়। কাজের তাড়া ইত্যাদি অনেক কারনে অনেকেই যেতে না পারলেও কানাইঘাট এসোসিয়েশনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগন সহ কিছু সদস্য সর্বদা শীত, বরফ, বৃষ্টি, তুফান এসব উপেক্ষা করে যতদূরেই কবরস্থান হউক সেখানে উপস্থিত থেকে দাফনের যাবতীয় কাজ শেষ করেই কেবল বাড়ি ফেরেন। এক্ষেত্রে যাহারা বেশী অবদান রাখেন তাহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে একজনের নাম আমাকে বলতেই হয় যিনি হচ্ছেন মওলানা রফিক আহমদ রফিক।

এদেশে আমাদের নতুন প্রজন্মকে বাংলাদেশ কিংবা বাংলাদেশী সংস্কৃতি সম্পর্কে শেখানো সহজ কাজ নয়। আর সেই কারনে বাংলাদেশী সংগঠন গুলোর ভবিষ্যত কতটুকু উজ্জল সেটা সময়ই কেবল বলে দিতে পারবে। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে আমি বলবো কানাইঘাট এসোসিয়েশন বাংলাদেশী সংস্কৃতি ছাড়াও অন্যান্য যে সমস্ত মৌলিক বিষয়াদির উপর গুরুত্ব দেয় তার উপর ভিত্তি করে যুগ যুগ ধরে শুধু যে ঠিকে থাকবে তা নয় বরং উত্তরোত্তর আরও এগিয়ে যাবে ইন্শাআল্লাহ।

লেখক: সাবেক সেক্রেটারী ও সভাপতি এবং বর্তমান এডভাইসরি কমিটির সদস্য, কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে

দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে নিজেকে সংশোধন করা। আর সবচেয়ে সহজ কাজ হচ্ছে অন্যের সমালোচনা করা।

[হযরত আলী (রাঃ)]

কানাইঘাটে ইসলাম

বদরুল আমীন হারুন

সিলেটের প্রাচীন ইতিহাস অনেকটা ধুয়াসাচ্ছন্ন । বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনায় বিভিন্নভাবে ইতিহাস বিবৃত হয়েছে । এ প্রবন্ধে যদিও তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে যে কানাইঘাট কখন এবং কিভাবে একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট জনঅঞ্চলে পরিণত হলো । তথাপি বর্তমান সিলেটের একটি অংশ হিসেবে এ আলোচনায় সিলেটের প্রাচীন ইতিহাসের ক্রমধারা ও অনেকটা প্রাসঙ্গিক হয়ে যায়৷ সেজন্য সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও সিলেটের ইতিহাস প্রসঙ্গ এখানে আসবে।

'কানাইঘাট' উপজেলা বাংলাদেশের উত্তর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত একটি প্রান্তিক জনপদ । ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় আজকের প্রশাসনিক উপজেলা কানাইঘাট একদা ভারত উপমহাদেশ যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের পদানত, তখনও স্বাধীন জৈন্তিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। কবে,কখন এ অঞ্চলের নাম 'কানাইঘাট' হয় তা সুনিদৃষ্ট ভাবে জানা না গেলে ও কথিত আছে যে, বর্তমান কানাইঘাট বাজারের তীরবর্তী সুরমা নদীর ঘাটে 'কানাই' নামক একজন মাঝির নামানুসারে কানাইঘাট নামকরণ হয়৷আরেক মতে, মুলাগুল এলাকার কানাই মাঝি নামক জৈন্তা রাজপরিবারের এক ব্যক্তির নামানুসারে কানাইঘাটের নামকরণ হয়।

বর্তমান সিলেটের কানাইঘাট,গোয়াইনঘাট,কোম্পানিগঞ্জ ও সদরের একাংশ সহ আসামের গোভা ও ডিমারুয়া অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিলো জৈন্তিয়া রাজ্য । ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশদের হাতে পতন হয় স্বাধীন জৈন্তিয়া রাজ্যের । বৃটিশ ক্যাপ্টেন হ্যারি ইংলিশ দখলদার বৃটিশ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন । জৈন্তিয়ার শেষ তরুন রাজা রাজেন্দ্র সিং বৃটিশদের হাতে পরাজিত ও বন্দী হন । ফলশ্রুতিতে দীর্ঘকালের স্বাধীন জৈন্তিয়া রাজ্য চলে যায় ভারতের অপরাপর অঞ্চলের মতো বৃটিশ সম্রাজ্যের অধীনে। জৈন্তিয়া রাজ্য যারা শাসন করতেন সেসব রাজেন্যরা সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী হতে পারেন আবার না ও হতে পারেন তবে রাজ্য শাসনের সাথে মুসলমানদের কোন সম্পর্ক ছিলো না । এমন কি সে সময় এ অঞ্চলে কি পরিমান ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন তার কোন তথ্য ও পাওয়া যায় নি। বৃটিশ শাসকরা প্রশাসনিক পূনবিন্যাশ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্বের সাতবাক, মুলাগুল, ফালজুর, চতুল, চাউরা, বাজেরাজ, পশ্চিমভাগ, বড়দেশ, বাউরভাগ, বর্ণফৌদ এ দশটি পরগণা নিয়ে নয়টি ইউনিয়ন সমন্বয়ে গঠন করে কানাইঘাট থানা। যার মধ্যে সাতবাক পরগণা অর্থাৎ বর্তমান দীঘিরপার পূর্ব ও দীঘিরপার পশ্চিম ইউনিয়ন একসময় জৈন্তিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। জৈন্তিয়া ব্যতীত পাশ্ববর্তী অঞ্চল বৃটিশদের অধীনে চলে যাবার পর সুরমা নদীপথ ব্যবহার করে ব্যবসায়িক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে বৃটিশরা সিলেট শহর সংলগ্ন দক্ষিনকাছ পরগণার সাথে পূর্বে মুঘল শাসিত সাতবাক পরগণা অদল-বদল চুক্তি করে। ফলে দক্ষিণকাছের পরিবর্তে সাতবাক পরগণা জৈন্তার অন্তভূক্ত হয়ে কানাইঘাটের অংশ হয় । কানাইঘাট থানা ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে মুলাগুল পরগণার লক্ষিপুর মৌজার ঝর্ণাঠিলায় প্রথম স্থাপিত হয়ে পরবর্তীতে ১৮৮০ সালে কানাইঘাটে স্থানান্তরিত হয়।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে,প্রাচীন সিলেটে অপর দু'টি স্বাধীন রাজ্যের মধ্যে গৌড় রাজ্যের অবস্থান ছিলো মধ্য সিলেট ও মৌলভিবাজার হয়ে যা হবিগন্জ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। অপর দিকে সুনামগঞ্জের উত্তরাংশ নিয়ে গঠিত ছিলো লাউড় রাজ্য৷ (১৩৫১-৫৬) সালে সিকান্দার গাজীর নেতৃত্বে তুর্কি বাহিনী গৌড় দখল করে। গৌড়ের রাজা গোবিন্দ রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যান।সিকান্দার গাজী ছিলেন তখনকার বাংলার স্বাধীন নবাব সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ এর ভ্রাতুস্পুত্রসিকান্দার গাজীর সাথে ৩১১ মতান্তরে ৩৬০ জন সঙ্গীসহ মহান সাধক হযরত শাহজালাল (রঃ) ইয়ামেনিও অংশগ্রহণ করেন। গৌড়ের রাজার পতন ও হজরত শাহজালাল (রঃ) এর আগমনের মধ্য দিয়ে সিলেটে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও ব্যাপক প্রসার ঘটে । তবে ইতিহাসের ভাষ্যমতে তৎপূর্বে ও সিলেটে মুসলমানদের অস্তিত্ব ছিলো। (যেমনঃ বুরহান উদ্দিন এর কথা আমরা জানি) কিন্তু তখনো জৈন্তিয়া রাজ্যে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেনি। মুসলিম শাসকদের কেউ জৈন্তিয়া দখল করতে পারেন নি। হযরত শাহজালাল (রঃ) এর সফরসঙ্গী সাধক আউলিয়াদের কেউও জৈন্তায় প্রবেশ করতে পারেন নি । তার প্রমান হলো বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাহজালাল (র) এর সফরসঙ্গী দরবেশ আউলিয়াদের কবর থাকলেও বৃহত্তর জৈন্তার কোথাও তাদের কোন কবর নাই।

প্রাক ইসলামি যুগ থেকেই আরব বনিকরা স্থল ও জলপথে ব্যবসা পরিচালনা করতো। ইসলাম আসার পরও এ ধারা অব্যাহত ছিলো। আরবরা প্রায়শই চট্রগ্রাম ও সিলেট হয়ে ব্যবসার কাজে চীন দেশে যাতায়াত করতেন। ইসলাম আসার পর আরব বনিকদের মাধ্যমেই এদেশে প্রথম ইসলাম প্রচার হয় এ ব্যাপারটি প্রায় নিশ্চিত। আরব বনিকদের সাহচর্য্য ও সান্নিধ্য এ অঞ্চলের অমুসলিমদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে৷ ফলে এ অঞ্চলের কেউ কেউ ইসলাম ধর্মের অনুসারী হয় । ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশদের বিদায়ের মাধ্যমে উপমহাদেশে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে৷ তখন সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমান জনসংখ্যার আবাস হিসেবেই পূর্বের স্বাধীন জৈন্তিয়া রাজ্যভুক্ত জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট ও কানাইঘাট বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় । ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,বৃটিশ শাসনে আসার পূর্ব পর্যন্ত এতদঞ্চলে একমাত্র স্বাধীন রাজ্য হিসেবে কেবল জৈন্তিয়া রাজ্যধীন এলাকা বলতে গেলে পাশ্ববর্তী বৃহৎ অঞ্চলের সাথে যোগাযোগহীন অবরুদ্ধ অঞ্চলের মতো ছিলো। ইতিহাস পরম্পরা এটাই প্রমান করে যে,যেহেতু বৃটিশ শাসনামলে সিলেট কালেক্টরেট ছিলো সিলেট অঞ্চলের প্রশাসনিক কেন্দ্র, ফলে কালেক্টরেটকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় । ফলস্বরুপ বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় চেতনার বিনিময়ও সাধিত হয়। এই সুবাদে হযরত শাহজালাল (রঃ) এর দ্বারা ইসলামের যে প্রচারকর্ম সংঘটিত হয়েছিলো সেটি কানাইঘাট তথা বিলুপ্ত জৈন্তিয়ার বৃটিশ শাসনভুক্ত অঞ্চলসমুহে দ্রুত প্রসার লাভ করে। এছাড়া কানাইঘাটের বিশাল সীমান্ত মুঘল শাসনাধীন এলাকার সাথে সংলগ্ন থাকার ফলে দীর্ঘদিন যাবত সীমান্তসংলগ্ন মুঘল এলাকার মানুষের সাথে ও সাংস্কৃতিক ও ধর্মমতের আদান-প্রদানের মাধ্যমে কানাইঘাটে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটে। বৃটিশ সম্রাজ্যভুক্ত হবার পর পরই কম জনবসতি থাকার ফলে পাশ্ববর্তী এলাকা সমুহ থেকে কানাইঘাটে ইসলাম ধর্মাবলম্বী বিশাল জনগোষ্ঠীর স্থানান্তর ও কানাইঘাটকে দ্রুত একটি মুসলিম জনঅধ্যুষিত এলাকায় পরিণত করতে সহায়ক হয়।

লক্ষনীয় বিষয় হলো যে, কানাইঘাটে ইসলামের প্রসার সিলেটের প্রধান কেন্দ্রের (বর্তমান সিলেট শহর) পরবর্তীতে হলে ও কানাইঘাটের মানুষ তুলনামূলক অধিকতর ধর্মপ্রাণ এবং পীরপ্রথা, মাজারপ্রথা, এধরণের ধর্মীয় কূপ্রথা থেকে মুক্ত । এটা সম্ভব হয়েছে এজন্য যে কানাইঘাটে নিষ্টাবান জ্ঞান পিপাসু আলেমেরা নিজেরা পরিশ্রম করে দূরবর্তী ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকৃত ইসলামি জ্ঞান আহরণ করেছেন এবং তা সমাজে ছড়িয়ে দেবার জন্য প্রচুর সংখ্যক মাদ্রাসা প্রতিষ্টা করছেন। ফলে আজ প্রকৃত একাডেমিক ইসলাম অনুসারী একটি জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল হিসেবে বাংলাদেশে কানাইঘাট পরিচিতি লাভ করতে পেরেছে।

(দ্রঃ ইতিহাস নির্ভর লেখা হলে ও তথ্যবিভ্রাট থাকা অস্বাভাবিক নয়৷ তাছাড়া প্রবন্ধের শেষাংশ ইতিহাসের নিরিখে লেখকের ব্যক্তিগত অভিমত৷ যথাযথ তথ্য নির্ভর ভিন্নমত অবশ্যই গ্রহণীয় হবে এবং ভ্রম সংশোধন করা হবে)

লেখক: সমাজসেবী, অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার ও সাবেক সভাপতি ঝিঙ্গাবাড়ী স্কুল অ্যান্ড কলেজ গভর্নিং বডি

ধন্য মোরা যাদের জন্য

আহমেদ ইকবাল চৌধুরী

বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানি সিলেট, আর সিলেটের আধ্যাত্মিক রাজধানি হলো কানাইঘাট, এ কানাইঘাটে অনেক কীর্তিমান পুরুষের জন্ম হয়েছে বলেই কানাইঘাট আধ্যাত্মিক মর্যাদা লাভ করেছে। ইসলামী শিক্ষা বা সাধারন শিক্ষার প্রসার, সামাজিক, পারিবারিক মুল্যবোধ বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা, এবং দেশ গঠনে আমাদের কৃতি পুরুষদের অবদান অনস্বীকার্য। এসকল কৃতি পুরুষদের জন্য আমরা ধন্য। আমাদের কীর্তিমানদের প্রত্যেক কে নিয়ে একেকটি আলাদা বই রচনা করা যাবে অথবা সবার যদি নাম লিখি তাহলে দু'চার পাতা লেগে যাবে। কিছু সীমাবদ্ধতার জন্য ইচ্ছা থাকা সত্বেও সবার সম্পর্কেএ ক্ষুদ্র পরিসরে লিখা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। প্রকাশ করা আবশ্যক যে, আমি এই প্রজন্মের কানাইঘাটের সন্তান, তাই আমাদের গুনীজনদের মধ্য থেকে দু'চারজন ছাড়া অনেককেই দেখার সৌভাগ্য হয়নি । তাদের সম্পর্কে তথ্যাদি তাদের পরিবার, বিভিন্ন গবেষনামুলক গ্রন্থ, ম্যাগাজিন, সোসাল মিডিয়া থেকে সংগৃহীত। তাই এখানে যদি কোন তথ্যের অসংগতি থাকে- তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

হযরত মাওলানা আব্দুল বারী (রহ:) (বড় মিয়াছাব)
(জন্ম ১৮৪১-মৃত্যু ১৯৪৭)

কানাইঘাট উপজেলার ঐতিহ্যবাহী ঝিঙ্গাবাড়ী (মীরমাটি) গ্রামে এক হক্কানী আলেম, ক্ষণজন্মা পুরুষ মাওলানা আব্দুর বারী (বড় মেয়াসাব) এর জন্ম। তার পিতার মাওলানা হাবিবুল্লাহ যিনিও ছিলেন একজন হক্কানী আলিম। মাওলানা আব্দুল বারী রাহ: বাল্যকালে আপন পিতা মাওলানা হাবিবুল্লার নিকট লেখা-পড়া করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হলে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য উত্তর প্রদেশের সাহরান পুর চলে যান। সাহরানপুরে অধ্যয়ন শেষে তিনি মুরাদাবাদ গমন করেন ও হাদিস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত কাসিম নানতুবী ছিলেন তাঁর উস্তাদ। তারপর তিনি থানাবন্দ চলে যান ও হযরত আশরাফ আলী থানবীর (রহ) সাহচর্য্যে এক বছর অতিবাহিত করেন । ১৮৭০ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন। এবং চারখাই পরগানার গদার বাজারে ১৮৭১ সালে তিনি একটি ইবতেদায়ী মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত তিনি এই মাদ্রাসা পরিচালনা করেন । ১৮৭৪ সালে সিলেট জিলা আসামের অন্তর্ভূক্ত হয়। ঐ বছরই তিনি ঝিঙ্গাবাড়ী মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এই কাজে তাঁকে সহায়তাকরেন তাঁর পিতা মাওলানা হাবিবুল্লাহ, তাঁর ছোট ভাই মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহিম এবং ঝিঙ্গাবাড়ী গ্রামের অন্যতম হককানীআলিম আব্দুর রহিম বিন তকী চৌধুরী। মাওলানা আব্দুর রহিম চৌধুরী নিজ বাড়ীতে ঘরোয়া পরিবেশে একটি মাদ্রাসাপরিচালনা করতেন, ছাত্রগণ সেখানে বিনা বেতনে অধ্যয়ন করত । মাওলানা হাবিবুল্লাহ ও মাওলানো আব্দুর রহিমের ঘরোয়া মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে নিয়েই ঝিঙ্গাবাড়ী মাদ্রাসার যাত্রা শুরু।

বাপ বেটা তিন মাওলানা ও জ্ঞান পিপাসু মাওলানা আব্দুর রহিমের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় অতি শীঘ্র ঝিঙ্গাবাড়ী মাদ্রাসার খ্যাতি চতুর্দিকে ছাড়িয়ে পড়ে। ঝিঙ্গাবাড়ী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। মাওলানা আব্দুল বারী অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত অধ্যাপনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ছাত্রদের শিক্ষার চেয়ে চরিত্র গঠনের দিকে ছিল তাঁর অধিক নজর। দেশ বিদেশের বহু ছাত্র ঝিঙ্গাড়ী মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হন । ১৯১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়। এই যুদ্ধে তুরস্কের ভাগ্য বিপর্যয় ও তুরস্ক সুলতানের খেলাফতের অবমান ঘটে। উপমহাদেশের মুসলমানগণ এতে ভীষণভাবে মর্মাহত হন। তারা বৃটিশ সরকারকে খেলাফত অবমানের জন্য দায়ী করে। সর্বভারতীয় আলিম সম্প্রদায় বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের ডাক দেন। এই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায়ও বৃটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করেন। উভয় আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল এক। তাই হিন্দু মুসলামান যৌথভাবে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। পূর্ব ভারতের খেলাফত আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল সিলেটে। সিলেটের উলামা সম্প্রদায় খেলাফত আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন। মাওলানা আব্দুল বারী সাহেব এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ও কারা বরণ করেন।

শাহ মোহাম্মদ ইব্রাহীম আলী তশ্না (ইব্রাহিম তশ্না)
(জন্ম ১৮৭২-মৃত্যু ১৯৩১)

সিলেট জেলার অন্তর্গত কানাইঘাট উপজেলার বাটইআইল গ্রামে ইব্রাহীম আলী তশনা জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা শাহ আব্দুর রহমান কাদেরি ছিলেন একজন আলেম ও মুফতি। তিনি শাহজালালের সফর সংগী শাহ তাকী উদ্দীনের অধস্তন বংশধর। শাহ মোহাম্মদ ইব্রাহীম আলী ছিলেন একজন ইসলামী চিন্তাবিদ, মরমী কবি, পন্ডিত এবং সমাজ সংস্কারক। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের একনিষ্ট কর্মী এবং খেলাফত আন্দোলনের অন্যতম নেতা। বাংলা, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় বহু সংগীতের রচয়িতা। ইব্রাহীম তশনা একাধীক উর্দু কেতাব রচনা করেন। তার রচিত কেতাবের মধ্যে তাজবিদ, শরাহ কাফিয়্যা, শরাহ উসুলুসসাশী অন্যতম । তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। ১৩৪৪ বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিল নূরের ঝংকার'। তার রচিত অগ্নিতুন্ড, নবীপ্রেমের আকুতিঝরা গীতিমালা ইত্যাদি অন্যতম । শাহ ইব্রাহীম তশ্নার প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয় তিনির পিতার কাছে। তারপর তিনি তখনকার যুগে সিলেটের অন্যতম শিক্ষাপ্রতিষ্টান গোলাপগঞ্জের ফুলবাড়ি আজিরিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে পড়ালেখা শেষ করে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ভারতবর্ষের অন্যতম দ্বীনী প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে নয় বৎসর জ্ঞান সাধনার পর কোরআন, হাদিস, তাফসির এবং ফিকাহ শাস্ত্রের উপর পান্ডিত্য লাভকরে ইব্রাহীম তশ্না নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে মাওলানা ইব্রাহীম তশ্না নিজ এলাকায় ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। ১৮৯৯ কানাইঘাট উপজেলার উমরগন্জে ইমদাদুল উলুম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এবং আস্তে আস্তে তিনি তার জ্ঞানের আলে বিস্তৃত করতে থাকেন এবং প্রতিষ্ঠা করেনএর সড়কের বাজার আহমদিয়া মাদ্রাসা সহ একাধিক ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্টান। যা এলাকার শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক অবদান রাখছে। সে সময়কালে বৃহত্তর জৈন্তা অঞ্চলে তাজবীদের উপর কুরআন শিক্ষার প্রচলন ছিল না, উমরগঞ্জ ইমদাদুল উলুম মাদ্রাসার মধ্য দিয়ে কুরআনের বিশুদ্ধ পাঠ-পদ্ধতি চালু হয়। তিনিই প্রথম সিলেট অন্চলে ১৯০৬ সালে ইসলামী জলসার প্রচলন করেছিলেন যা এখনও ইসলাম প্রচারের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে কাজ করছে । শাহ তশনা ১৯০২ সালে দ্বিতীয় বার দিল্লীর পথে রওয়ানা হন। সেখানে ভারতের খ্যাতিমান আলেম নজির আহমদ দেওবন্দির কাছে দুই বছর অধ্যয়ন করে হাদিস শাস্ত্রে উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করেন। তখন জ্ঞান অর্জনের প্রতি তিনির অদম্য তৃষ্ণা দেখেতিনির ওস্তাদ ইবরাহীম আলীকে 'তশ্না' উপাধি প্রদান করেন। ফারসি 'তশ্না' শব্দের বাংলা প্রতিরূপ 'তৃষ্ণার্থ' বা 'পিপাসার্থ'। মূলত সেসময় থেকেই ইব্রাহীম আলী 'তশ্না' নামেই অধিক পরিচিত।

মাওলানা আবু ইউসুফ মোহাম্মদ ইয়াকুব (রাহ:)
জন্ম ১৮৭৮- মৃত্যু ১৯৬৯

কানাইঘাট উপজেলার ৭নং দক্ষিনবাণীগ্রাম ইউনিয়নে ছত্রপুর গ্রামে মাওলানা আবু ইউসুফের জন্ম। তার পিতার নাম জানমোহাম্মদ চৌঃ।

প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখঁড়ি তার পিতার কাছে। বাল্যকাল থেকে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯০৪ সালে প্রথমে তিনি রামপুরা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। পরে তিনি দিল্লির বিখ্যাত "মাদ্রাসায়ে আব্দুর রব" এ ভর্তি হন। এবং দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসিম নানুতভী রাহঃ এর সুযোগ্য সাগরেদ মাওলানা আব্দুল আলী ও মাও মোহাম্মদ শফী রহঃ সহ অনেক বড় মাপের আলেমের সহচর্যে হাদীসের উপর উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। ১৯১২ সালে আমরুহা গিয়ে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মাও আহমদ হাছান আমরুহীর নিকট থেকে পুনরায় হাদিসের সনদ লাভ করেন। একই বছর পিতার অসুস্থতার খবর পেয়ে দেশে চলে আসেন এবংইলমে দ্বীনের খেদমতে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৯ সালে তিনি গাছবাড়ী জামিউল উলুম কামিল মাদ্রাসায় যোগদান করেন এবং তৎকালীন মুহতামিম এবং অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মাও ইব্রাহীম বিন আব্দুল্লাহ ইন্তেকালের পর তিনি মুহতামীমের পদ অলংকিত করেন। তার সুযোগ্য নেতৃত্বে মাদ্রাসাটি একটি উচ্চ শিক্ষার আলোকবর্তিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তিনি ছিলেন সৎ, নিষ্টাবান এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী একজন বিজ্ঞ আলেম। তার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে পড়ে। তারসুযোগ্য পুত্র ছিলেন এম মি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আবু জাফর মুহাম্মদ ইউসুফ ও হাফিজ মঞ্জুর আহমদ রাহঃ।

মাওলানা মুশাহিদ বায়ামপুরী (রাহঃ)
(জন্ম ১৯০৭- মৃত্যু ১৯৭১)

সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলার বায়ামপুর গ্রামের এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ক্বারী আলিম বিন দানিশ মিয়া। আর মাতার নাম সুফিয়া বেগম যিনি এক মহিয়ষী নারী ছিলেন, উর্দু ভাষা সম্পর্কে তিনির অনেক পারদর্শীতা ছিল। আল্লামা বায়মপুরী রাহঃ তিন ভাইয়ের মধ্যে ছিলেন দ্বিতীয়। ছোটবেলায় তার পিতা মারা যান, ফলে তিনি তার মায়ের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। সিলেট তথা কানাইঘাটকে ইসালামী বিশ্বে পরিচিত করতে যে ক'জন মনিষী রয়েছেন তাদের মধ্যে আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরীরহঃ অন্যতম। ভারতীয় উপমহাদেশে তিনি শুধু একজন খ্যাতনামা আলেম ছিলেন না, একজন বিজ্ঞ রাজনীতিক, সমাজসংস্কারক ও হাদিস বিশারদ ছিলেন। হাদিসের উপর তিনির অসাধারন পান্ডিত্য ছিল। সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা, গাছবাড়ী জামিউল উলুম কামিল মাদ্রাসা, কানাইঘাট দারুল উলুম সহ বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্টানে শায়খুল হাদিস হিসাবে শিক্ষকতা করেছেন। আরবী, উর্দু, ও বাংলা ভাষায় তিনি প্রাজ্জল ভাবে অনেকখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনির রচিত গ্রন্থাবলীরমধ্যে অন্যতম হলো- ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার (অনূদিত), সত্যের আলো (দুই খণ্ড) ও ইসলামে ভোট ওভোটের অধিকার। আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরী রহ. শুধু একজন হাদিস বিশারদ ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ। ১৯৬২সালে তিনি পাকিস্তানের মেম্বার অব ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি (এমএনএ) নির্বাচিত হয়েছিলেন।

হাফিয মাওলানা আব্দুল আযীয চৌধুরী (রাহঃ)
(জন্ম ১৯০৭- মৃত্যু ১৯৮২)

কানাইঘাট উপজেলার ঝিংগাবাড়ি (চরিগ্রাম) গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে এই মনীষীর জন্ম । তিনির পিতার নাম আব্দুল বারী ইবনে ত্বকী মোহাম্মদ চৌধুরী। শৈশবে তিনি তার পিতাকে হারান এবং তিনির চাচা মাওলানা আব্দুর রহীম চৌঃ (মোতাওয়াল্লী) সাহেব তার অভিবাভকত্বের দায়িত্ব নেন। ১৯৩৬ সালে তিনির মাতা ইহকাল ত্যাগ করেন। সামাজিকভাবে স্বীকৃত ইসলামী মুল্যবোধের ধারক ও বাহক পরিবারে জন্ম নেয়া হাফিয আব্দুল আযীয চৌধুরীর শিক্ষা জীবন শুরু হয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন শিক্ষার মধ্য দিয়ে। তাহার আখলাক, মেধা ও স্মরণশক্তি বুঝতে পেরে তিনির চাচা ও মাতা ঝিংগাবাড়ির হাফিজ আব্দুর রাহমান সাহেবর কাছে কোরআন শিক্ষার জন্য ভর্তি করেন। তারপর সিলেটের বিশিষ্ট ক্বারী হাফিজ আব্দুল হাই রাহঃ তত্তাবধানে ঝিংগাবাড়ি মাদ্রসায় হিফজ শাখায় ভর্তি হন। হাফিজ আব্দুল হাই অন্যত্র চলে যাওয়ার পর হযরত মাওলানা ইব্রাহীম সাহেব কাছে হিফজ সম্পন্ন করেন, যদিও মাও ইব্রাহীম সাহেব হাফিয ছিলেন না। প্রখর মেধার অধিকারী মাওলান আব্দুল আযীয সাহেব অতি অল্প সময়ে পবিত্র কোরআন সম্পুর্ণ ভাবে আত্নস্থ করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং একজন খ্যাতনামা হাফিজ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তাহার কোরআন তেলাওয়তের উচ্চারন শৈলী, তাজবিদ এতটা সহীহ ও সুমধুরছিল, যা মানুষের অন্তরে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাগ কাটত। আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং দর্শনশাস্ত্রে তার গভীর পান্ডিত্য ছিল। হিফয সম্পন্ন করার পর তিনি ঝিংগাবাড়ি আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হলেনএবং সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে আসাম বোর্ডের অধীনে আলীম পাশ করেন। ১৯২৬ সালে সিলেট সরকারী আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯২৮ সালে একই বোর্ডের অধীনে ফাযিল পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান আধিকার করেন এবং তৎকালীন সরকারের পক্ষ থেকে গোল্ড মেডেল সহ মাসিক পনের টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়। তারপর তিনি কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৯৩০ সালেকামিল পরীক্ষায় অংশগ্রহন করেন। প্রকাশ করা আবশ্যক যে, কামিল পরীক্ষার সময় তিনির শরীর এতটা খারাপ ছিল যে তিনিশুয়ে শুয়ে পরীক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু মহান আল্লাহর অশেষ কৃপায় এবং প্রখর মেধা, অধ্যবসায় এবং জ্ঞান অর্জনের অদম্য স্পৃহাতাকে সফলতার চুড়ান্ত শিখরে পৌছে দিয়েছে। গুরুতর অসুস্থতার মধ্যেও তিনি কলকাতা বোর্ডের অধীনে কামিল পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধাতালিকায় আবারও প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন। মাওলানা আব্দুল আযীয চৌঃ তার কর্মজীবন শুরু করেন ১৯৩০ সালে ঝিংগাবাড়ি ফাযিল মাদ্রাসায় সহকারী শিক্ষক হিসাবে। কামিল পাশ করার পর তৎকালীন আসাম সরকারের পক্ষ থেকে তাকে সিলেট সরকারী আলীয়া মাদ্রাসায় চাকুরীর অফার দেওয়া হলে তিনি ধন্যবাদ সরকারে তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। এমন বিরল যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তি তৎকালীন সময়ে উন্নত চাকুরীর অনেক ভালো ভালো প্রস্তাব নাকোচ করে স্বীয় চাচা মাও আব্দুর রহীম চৌধুরী রাহঃ (ঝিংগাবাড়ি মাদ্রাসার অন্যতমপ্রতিষ্ঠাতা), মাও আব্দুল বারী রাহঃ (ঝিংগাবাড়ি মাদ্রাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা) এবং এলাকাবাসীর অনুরুধে নিজ মাদ্রাসায় যোগদান করেন। ১৯৩৮ সালে তৎকালীন অধ্যক্ষ মাওলানা ইব্রাহীম আলী সাহেব ইন্তেকালের পর এলাকাবাসীর অনুরুধে তিনি অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব গ্রহন করেন, এবং তিনির ভাগ্না শায়েখ নিসার আলী (রাহঃ) চৌধুরীকে সহকারী অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। মাদ্রাসা পরিচালনার ক্ষেত্রে তার পরিকল্পনা, নিখুঁত ব্যবস্থাপনার জন্য তিনি একাধারে ৪৬ বৎসর অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য তিনি তার সহকর্মীদের পাঠ পরিকল্পনার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন এবং কোন শিক্ষকের অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত সংশোধন করতেন, যাতে কোন শিক্ষকের সম্মানহানি না হয়। তাহার সহকর্মীবৃন্দ তাকে প্রানভরে শ্রদ্ধা ও ভালবাসতেন। তিনির অমায়িক ব্যবহারে ছাত্র- শিক্ষক সবাই তার প্রশংসায় পন্চমুখ ছিলেন। তিনির অমায়িক ব্যবহার ও সহকর্মীদের প্রতিশ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসার স্মৃতিচারন করতে গিয়ে তার সহকর্মী জনাব খবীরুদ্দীন চৌধুরীর একটি বক্তব্য সংক্ষিপ্তকারে তুলে ধরা হলো- তৎকালীন মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা আমীরুদ্দীন ওরফে সুন্দর মিয়া এবং জনাব শায়খ কাজী ইব্রাহীম বিয়ানীবাজারী উভয়েই মাওলানা আব্দুল আযীয চৌধুরীর ছাত্র। কাজী সাহেব সুন্দর মিয়াকে চিঠি লিখেন যে, যদি অধ্যক্ষ সাহেব অনুমতি দেন, তবে বিয়ানী বাজার সিনিওর মাদ্রাসা চলিয়া আসুন । মাওলানা আমীরুদ্দীন, জনাব খবীরুদ্দীন চৌঃ কে অধ্যক্ষ সাহেব বরাবরে বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য অনুরুধ করেন এবং তিনি অধ্যক্ষ বরাবরে পেশ করেন। অধ্যক্ষ সাহেব কথাটি শুনে মর্মাহত হইলেন এবং সুন্দর মিয়া সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাকে বলেন, ভাই আমার পক্ষ থেকে কোন বেয়াদবী হয়েছে বিধায় আমি আমার একজন সুযোগ্য শিক্ষককে হারাইতেছি, এই বলিয়া অধ্যক্ষ সাহেব কেঁদে ফেলেন । (খবীরুদ্দীন চৌধুরীর বক্তব্যতথ্য সুত্র হায়াতে তয়্যিবা- লেখক মুফতি মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ জালালাবাদী)।

অবশেষে ১৯৭৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অসুস্থতার কারনে অধ্যক্ষ

পদ থেকে অব্যহতি নেন। এলাকায় তিনি সুপারইনটেনডেন্ট হুজুর নামে পরিচিত। ২৭ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

মাওলানা আব্দুর রব কামেমী রাহঃ

জন্ম ১৯০২- মৃত্যু ১৯৯২

কানাইঘাট উপজেলার পিল্লাকান্দি গ্রামে মাওলানা কামেমী রাহঃ জন্ম। সেই জন্য তিনি পিল্লাকান্দি রাহঃ নামে সর্বাদিক পরিচিত। তার পিতার নাম মুন্সী আব্দুর রহিম । কামেমী রাহঃ শিক্ষা জীবন শুরু হয় তার পিতার তত্বাবধানে। এর পর তিনি কানাইঘাট মনসুরিয়া মাদ্রাসায় পড়ালেখা শুরু করেন। পরে তিনি গাছবাড়ী জামিউল উলুম মাদ্রাসায় এবং তারপর দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেন। জ্ঞানপিপাসু কামেমী রাহঃ তার জ্ঞান অর্জনের পরিধি শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। হাদিসের উপর উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে তিনি পকিস্তানের মৈয়দ ইউসুফ বিননুরী রাহঃ এর পরিচালিত জামিউল উলুম আল ইসলামিয়ায় পড়াশুনা ও গবেষনা করেন। ১৯৪০ সালে শিক্ষা জীবন শেষ করে দেশে ফিরে আসেন। তিনির কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৪০ সালে কানাইঘাট মনসুরীয়া মাদ্রাসা থেকে । তার অক্লান্ত পরিশ্রমে মনসুরিয়া মাদ্রাসা সরকারী অনুমোদন লাভ করে। ১৯৫৩ সালে শিক্ষা কার্যক্রম ফাজিল পর্যন্ত উন্নীত হয়। পরবর্তিতে সিলেবাস ও অন্যান্য কিছু বিষয়ে মতভেদের কারনে সরকারী অনুমোদন বাতিল হয়ে যায়, যা পরবর্তিতে ১৯৭৮ সালে তিনির নেতৃত্বে আবার ফাজিল অনুমোদন লাভ করে। ১৯৫৯ সালে তিনি বগুড়া মোস্তাবিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় মুহতামিম হিসাবে যোগদান করেন। কিন্তু এলাকাবাসীর অনুরুধে ১৯৬৩ সালে আবার মনসুরিয়া মাদ্রাসার দায়িত্বভার গ্রহন করেন এবং ১৯৯২ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি অধ্যক্ষহিসাবে দায়িত্ব পালন করেন । তিনি রাজনৈতিক ভাবে অত্যন্ত সচেতন ব্যক্তি ছিলেন। ইসলামী রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন । রাজনীতি বা বিভিন্ন ইসলামী আকিদা নিয়ে পড়াশুনা করতেন। বাংলার জমিনে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করার জন্যকাজ করেছেন। মাওলানা কামেমী রাহঃ হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রাহঃ নিকট বাইয়াত গ্রহন করেন। মাওলানা কামেম নানুতবী রাহঃ এর নাতি মাওলানা তায়্যিব সাহেবের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে মাওলানা আব্দুর রব কামেমীকে দেওবন্দ মাদ্রাসা তাকে কামেমী উপাধি দান করেন ।

হযরত মাওলানা হরমুজ উল্লাহ (রহঃ)
(জন্ম ১৯০৩-মৃত্যু ২০০১)

হযরত মাওলানা হরমুজ উল্লাহ (রহঃ) সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলার ৮নং ঝিংগাবাড়ী ইউনিয়নের আগফৌদ নারাইনপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জনাব মুন্সী মোঃ আব্দুল হামিদ ও মাতা মোছাঃ মাহমুদা বেগম। হযরত মাওলানা হরমুজ উল্লাহ (রহঃ) এর প্রাথমিক শিক্ষা জীবন শুরু হয় নিজ গ্রামের মসজিদের মক্তব থেকে। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন । মক্তবের পড়া শেষ করে তদানিন্তন ঐতিহ্যবাহী গাছবাড়ী জামিউল উলূম কামিল মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে সপ্তমশ্রেণী পর্যন্ত লেখা পড়া করেন। ঐ সময় বিশ্ব বিখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা বায়মপুরী (রহঃ) ও হযরত মাওলানা ফজলে হক ফাজিল সাহেব নারাইনপুরী (রহঃ) দেওবন্দ মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ছিলেন। এবং তাদের পরামর্শে তিনি দেওবন্দ চলে যান। সেখানে তিনি দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেন। শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী রহঃ ছিলেন হরমুজ উল্লাহ রহঃ এর উস্তাদ। হযরত মাওলানা হরমুজ উল্লাহ (রহঃ) সারাটি জীবন দ্বীনের খেদমত করে গেছেন। তিনি দেওবন্দ থেকে পড়াশোনা শেষ করে আসামের সোনাপুরে গিয়ে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে সেখানে তিনি কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পরতিনি নিজ জন্মস্থান নারাইনপুরে ফিরে আসেন। ১৯৫৩ সালে এলাকাবাসীর অনুরুধে গাছবাড়ী জামিউল উলুম মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৬১ সালে তিনি ঐ মাদ্রাসার অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহন করেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্বপালন করেন। ১৯৬৬ সালে অধ্যক্ষের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। দ্বীনের দাওয়াত কিভাবে সকল বয়সের মানুষের দোরগোড়ায় পৌছানো যায় সেই চিন্তাভাবনা থেকে অধ্যক্ষের পদ থেকে অব্যাহতি নিয়ে তিনি তাবলীগে জামাতে আত্মনিয়োগ করেন। তাবলীগের দাওয়াত নিয়ে তিনি এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিচরন করেছেন, এবং জীবদ্দশায় তাবলীগ জামাতের আমীর ছিলেন।

ক্বারী শায়খ নিসার আলী চৌধুরী (রাহঃ)
(জন্ম ১৯০৭- মৃত্যু ১৯৬৮)

মাওলানা নিসার আলী চৌধুরীর জন্ম কানাইঘাট উপজেলার ঐত্যহ্যবাহী ঝিংগাবাড়ী (হরিশিংমাটি) গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তার পিতার নাম মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী এবং দাদার নাম লাল মুহাম্মদ চৌধুরী। ক্ষণজন্মা এ মহাপুরুষ পিতৃকুল এবং মাতৃকুল উভয় দিক থেকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের। তিনির নানা ছিলেন ঝিংগাবাড়ী চরিগ্রামের আব্দুল বারী চৌঃ ইবনে ত্বকী মুহাম্মদ চৌধুরী । মাওলানা নিসার আলী চৌধুরীর শিক্ষা জীবন শুরু হয় স্থানীয় মক্তবে। তারপর স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন, কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখা পড়ার অনাগ্রহতা বুঝতে পেরে তিনির অভিবাভকগন ঝিংগাবাড়ি ফাজিল মাদ্রাসায় ভর্তি করেন। সেখান থেকে ১৯২৮ সালে আসাম বোর্ডের অধীনে ফাজিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থানঅধিকার করেন। পরে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতা পাড়ি জমান, সেখানেও তিনি তার মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন, ১৯৩০সালে কামিল পরীক্ষায় তিনি মেধা তালিকায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান আধিকার। তিনি আজন্ম আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। এ মহতপ্রাণ কর্মবীরের কর্মজীবন শুরু হয় ঝিংগাবাড়ি ফাজিল মাদ্রাসা থেকে। কলিকাতা থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করে দেশে ফিরার পর এলাকাবাসীর অনুরুধে ঝিংগাবাড়ি ফাযিল মাদ্রাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন। এ মহান পেশায় ও তিনি তার মেধার উজ্জল স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠদান করতেন,যাতে করে তার ছাত্ররা সহজেই পাট্যসুচীর বিষয়বস্ত বুঝতে পারে। কোরআন, হাদিস, তাফসির এবং ফিকাহ শাস্ত্রে তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনির ছাত্ররা দেশ এবংবিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বনামধন্য আলীম হিসাবে পরিচিত। ১৯৩৮ সালের ৬ই জানুয়ারী ঝিংগাবাড়ি আলীয়া মাদ্রাসার তদানিন্তন মুহতামিম জনাব মাওলানা ইব্রাহীম আলী সাহেব ইন্তেকালের পর মাওলানা নিসার আলী চৌধুরীর মামা জনাব মাওলানাআব্দুল আযীয চৌধুরী অধ্যক্ষ (সুপারইনটেনডেন্ট) হিসাবে দায়িত্ব গ্রহন করেন এবং মাওলানা নিসার আলী চৌধুরী সহকারী অধ্যক্ষ পদে অসীন হন। ১৯৪০ সালে হজব্রত পালন করে দেশে ফিরলে তিনি জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং অসুস্থতার কারনে চাকুরী থেকে অভ্যাহতি নেন। কিন্তু গুরুতর অসুস্থতা তাকে ইসলামের খেদমত থেকে দুরে রাখতে পারেনি। ইসলামী জ্ঞানপ্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে গড়ে তুলেন তালবাড়ি- বীরদল ফয়েজ'আম মাদ্রাসা, যেখান থেকে আজও ইসলামের আলো সারাদুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। এছাড়াও এলাকায় অনেক মসজিদ- মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় তিনির অবদান অনস্বীকার্য।

মাওলানা রফিক আহমদ (রহ:) তালবাড়ি

কানাইঘাট থানার রাজাগন্জ ইউনিয়নে তালবাড়ি (পুর্ব) গ্রামে ক্বারী মাওলানা রফিক আহমদ চৌধুরী রাহঃ (বড় মিয়ামাব) জন্মগ্রহন করেন। তার পিতার নাম মুন্সী আব্দুল গনি চৌঃ ইখলাস,তাক্বওয়া,দায়িত্ববোধ, আমানতদারী, ইলমী গভীরতা সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন এক প্রবাদ পুরুষ। বড়ো মিয়ামাব রাহঃ এর শিক্ষা জীবন শুরু হয় স্বীয় পরিবারের কাছেই। পরবতীতে তিনি ঐতিহ্যবাহী ঝিংগাবাড়ী ফাজিল মাদরাসায় ভর্তি হয়ে জামাতে ফাজিল পর্যন্ত অত্যান্ত সু-নামের সাথে সমাপ্ত করেনাপরে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি হিন্দুস্থান পাড়ি জমান। সেখানে গিয়ে তিনি রামপুরের প্রখ্যাত ওরিয়েন্টাল কলেজে ভর্তি হোন।ঐ কলেজটি ছিলো তৎকালীন বৃটিশ ওল্ডস্কিমের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান, বিধায় সেখানে হাদীস শাস্ত্রের উপর স্পেশাল ডিভিশন ছিলো। সেখান থেকেই হাদিস শাস্ত্রেসর্বোচ্চ সনদ অর্জন করেন।

তারপর হিন্দুস্থানের পানিপথে গিয়ে তাজবিদ শাস্ত্রের উপর সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেন। যার ফলে তাঁকে ক্বারী সাহেব নামেও ডাকা হতো। ১৯৮৬ সালে ২৭ শে জানুয়ারী মৃত্যুবরণ করেন। হিন্দুস্তান থেকে এসে তিনি সর্বপ্রথম ঝিংগাবাড়ী ফাজিল মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। সেখান থেকে তিনি চলে যান বাঘা মাদরাসায়, দীর্ঘদিন সেখানে শিক্ষকতা করেন। এরপর চলে যান ঐতিহ্যবাহি হেমু মাদরাসায়। এরপর চলে আসেন রাজাগঞ্জ মাদরাসায়, সেখানেও তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন। যখন শায়েখ নিসার আলী চৌধুরী রাহঃ কর্তৃক তালবাড়ী বীরদল নিসারিয়া ফয়জে আম মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন শায়েখ নিসার আলী চৌধুরী রাহঃ ও এলাকাবাসীর পীড়াপীড়িতে রাজাগঞ্জথেকে ফয়জে আম মাদরাসায় চলে আসেন। নিসার সাহেব রাহঃ এর জীবদ্দশায় তিনি মাদরাসার সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে অত্যান্ত দক্ষতার সাথে শিক্ষকতা করেন। যখন শায়েখ নিসার আলী চৌধুরী রাহঃ ইন্তেকাল করেন, তখন এলাকার সর্বস্তরের মানুষের সম্মতিতে মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন এবং অত্যান্ত বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতার সাথে শিক্ষার মানোন্নয়নের পাশাপাশি একাডেমিক উন্নয়ন সাধিত করেন।

আব্দুস সালাম মিনিষ্টার

জন্ম ১৯০৬ - মৃত্যু ১৯৯৯

মৌলভী আব্দুস সালাম (সালাম মিনিষ্টারের) জন্ম কানাইঘাট উপজেলার সোনাপুর গ্রামে। তার পিতার নাম মোহাম্মদ হাজির আলী ও মাতার নাম আলেকজান বিবি। তিনির শিক্ষাজীবন শুরু হয় তার নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তারপর তিনি ভর্তি হন কানাইঘাট সরকারী মিডিল ইংলিশ স্কুলে। তারপর ভর্তি হন ঝিংগাবাড়ী ফাজিল মাদ্রাসায়। তিনি ঝিংগাবাড়ি মাদ্রাসা থেকে জুনিয়র মাদ্রাসা পরীক্ষা আসাম বোর্ডের অধীনে বৃত্তিসহ প্রথম স্থান আধিকার করেন। ১৯৩১ সালে সিলেট সরকারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এনট্রেন্স (SSC) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ লাভ করেন। ১৯৩৩ সালে এম সি কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং ১৯৩৫ সালে একই কলেজ থেকে বি,এ পাশ করেন। তারপর ১৯৩৬ সালে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে মাষ্টার্স ও আইন কোর্সে ভর্তি হন। জনাব আব্দুস সালামের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে। ১৯৩৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগকে সংগঠিত করার লক্ষে ঢেলে সাজানো হয় এবং নবাব এলিটদের মুসলিম লীগ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। আলিগড় ছিল মুসলিম লীগের নিখিল ভারতীয় নেতাদের কেন্দ্রবিন্দু। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন পাশ হয়। সকল প্রদেশে স্বায়ত্ব শাসন আইন চালু করা হয়। তখনকার সময়ে বেশীরভাগ প্রদেশে দুটি করে আইন সভা ছিল, যাদের কে বলাহতো Legislative Assembly এবং Legislative Council. কিছু প্রদেশে শুধু Legislative Assembly নামে একটি আইনসভা ছিল। Legislative Assembly এর নির্বাচিত সদস্যদেরকে MLA বলা হতো এবং Legislative Council এর নির্বাচিত সদস্যদের MLC বলা হতো। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে তিনি মুসলিম লীগের টিকেটে জৈন্তা অন্চল থেকে বিপুল ভোটে MLA নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত MLA ছিলেন। ১৯৬২ সালে তিনি কানাইঘাট, জকিগঞ্জ ও জৈন্তা অন্চল থেকে পুর্বপাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং একই বছর তাকে প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব ও ভুমি মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৫৪-১৯৭৬ পর্যন্ত তিনি সিলেট জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী বর্ষিয়ান এ রাজনীতিবিদকে নিয়ে আমরা গর্ব করতেই পারি।

সূক্ষ্মদর্শী সেনাপতি আল্লামা শায়খে আকুনী

জন্ম ১৯১৫/১৯১৬ - মৃত্যু ২০০৪

শায়খে আকুনী রহঃ সিলেট জেলার কানাইঘাট থানাধীন আকুনী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও দ্বীনদার পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁরবাবা প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা ইবরাহীম দরিয়া রহ. ছিলেন শায়খুল হিন্দ রহ. এর খাস শাগরেদ। তিনি সুদীর্ঘ নয় বছর যাবত শায়খুল হিন্দ রহ. এর সান্নিধ্যে থেকে বৃটিশ খেদাও আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। তাঁর হাত ধরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলঐতিহ্যবাহী “গাছবাড়ী জামেউল উলূম মাদরাসা।” অত্র মাদরাসায় তিনি ১৯১৩ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু এহতেমামের দায়িত্বও পালন করেছেন। শায়খে আকুনী রহ. এর মাতা ছিলেন তৎকালীন সময়ের প্রথিতযশা শায়ের মাওলানা আনজব আলী শওক রহ. এর বড় বোন। কিন্তু মাত্র ছয় মাস বয়সে তাঁর মাতা ইন্তেকাল করেন। অতঃপর ১৯১৯ সালে অকস্মাৎ মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে স্বীয় পিতারও ইন্তেকাল হয়। মাত্র চার বৎসর বয়সে বাবা-মায়ের ছায়া হারিয়ে এতিম হয়ে যান তিনি। শায়খে আকুনী রহ. বাল্যকাল থেকেই প্রখর মেধা ও ঈর্ষণীয় ধী শক্তির অধিকারী ছিলেন। নম্র, ভদ্র ও কষ্টসহিষ্ণু বালক ছিলেন। ভালমানের লেখাপড়ার জন্য ফখরচটির জনৈক মুরব্বি তাঁকে সর্বপ্রথম মদীনাতুল উলূম খরিলহাট মাদরাসায় নিয়ে যান। সেখান থেকেই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের সূচনা হয়। কয়েকবছর সেখানে পড়ার পর গাছবাড়ী মাদরাসায় এসে ভর্তি হন। এখানেই আলিয়া শশম তথা মেশকাত পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে অধ্যায়ন করেন। পরবর্তীতে দাওরায়ে হাদীস পড়ার জন্য ১৯৪২ সালে সিলেট আলিয়ায় ভর্তি হন। শায়খে আকুনী রহ. এখানকার পাঠ সম্পাদন করে ১৯৪৪/৪৫ সালে উচ্চতর জ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যে উম্মুল মাদারিস দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন। সেখানে বিশ্ব বরেণ্য মনীষীদের সুহবত লাভে ধন্য হন। বিশেষত বুখারী শরীফের উস্তাদ শায়খুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর সাথে তিনি আধ্যাত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনকে একনিষ্ঠতার সাথে আঁকড়ে ধরেন। অতঃপর লেখাপড়ার পাঠ সমাপ্ত করে দেশে ফেরেন। শায়খে আকুনী রহ. এর কর্মজীবন ছিল বর্ণীল ও বৈচিত্রময়। নিজ বাবার হাতে প্রতিষ্ঠিত জামিউল উলূম মাদরাসায় অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে শিক্ষককতা জীবনের সূচনা করেন। এখানে সহকর্মী হিসেবে স্বীয় উস্তাদ মাওলানা ফজলে হক্ব ওরফে ফাজেল সাহেবরহ., মাওলানা ইয়াকুব সাহেব রহ. ও আল্লামা বায়মপুরী রহ. কে পেয়ে যান। যা তাঁকে সমৃদ্ধ হতে সহায়ক ভুমিকা পালন করেছে। তখনকার মুহতামিম ছিলেন শায়খে আকুনী রহ. এর আপন খালু মাওলানা ইয়াকুব সাহেব রহ.। গাছবাড়ী মাদ্রাসার চাকুরী ছেড়ে আনুমানিক ১৯৪৯/৫০ সালের দিকে আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরী রহ. স্বীয় শাগরেদ শায়খেআকুনী রহ. কে সঙ্গে নিয়ে “দারুল উলূম কানাইঘাট” যোগদান করেন। এদিকে গাছবাড়ী এলাকার স্থানীয় লোকজন ও শায়খে আকুনী রহ. এর ভক্তবৃন্দ তাঁর কাছে অত্র এলাকায় নতুন একটি কওমি মাদরাসা স্থাপনের আবদার জানাতে থাকেন, তাই অত্র এলাকায় দেওবন্দী মামলাক-কে জাগরুক রাখার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। একথা চিন্তা করেই শায়খে আকুনী রহ. উপযুক্ত জায়গা তালাশ করতে থাকেন। এভাবেই অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের বিনিময়ে একটি উপযুক্ত জায়গার ব্যবস্থা হয়। অবশেষে আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরী রহ. এর বরকতময় হাতে ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠা হয় “মাযাহিরুল উলূমআকুনী মাদরাসা”। সর্বোপরি শায়খে আকুনী রহ. এর নিরলস প্রচেষ্টা, সর্ব সাধারণের সমর্থন ও শিক্ষকদের একনিষ্ঠ মেহনতের ফলে অল্প দিনেই আকুনী মাদরাসা সুনাম সুখ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়। তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ছিল আকাবিরে দেওবন্দের রাজনৈতিক প্লাটফর্ম জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম। অখণ্ড ভারত থাকাকালীন সময়েও জমিয়তের মৌলিক নীতিমালা অনুযায়ী ভারত বর্ষের অখণ্ডতার পক্ষে তাঁর জোরালো অবস্থান ছিল। দেশবিভাগের পরও জমিয়তের সাথে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটিতেও তিনি সম্মানজনক অবস্থানে ছিলেন। দেশ ও জাতির কল্যানে রাজপথে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছেন।

মাওলানা জমশেদ আলী (রাহ:)

জন্ম ১৯১৭/১৯১৮ - মৃত্যু ২০০৫

ক্ষণজন্মা মনীষী আল্লামা জমশেদ আলী রহ. কানাইঘাট থানার ৯নং রাজাগঞ্জ ইউনিয়নের সুরমা নদীর তীরে লালারচক গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব আব্দুল কাদির। তীক্ষ্ন মেধার অধিকারী হরযত মাওলানা জমশেদ আলী রহ. মাতা-পিতার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন এবং স্বীয় লালার চকগ্রামের উত্তরবাড়ি সংলগ্ন হাফিজিয়া মাদ্রাসায় প্রাথমিক লেখাপড়া শুরু করেন। আট বা নয় বছর বয়সে তিনি গোলাপগঞ্জ থানাধীন ১নং বাঘা ইউনিয়নের গৌরাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এবং মেখানে নানাবাড়ি থেকে

লেখাপড়া করেন। তিনি গৌরাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমাপনী পরীক্ষায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে বৃত্তি লাভ করেন। তারপর তিনি সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখানে বার্ষিক পরীক্ষায় ক্লাস সিক্স এ বৃত্তি লাভ করেন। পরে তিনি ফুলবাড়ি আজিরিয়া ফাযিল মাদরাসায় ভর্তি হন। এবং উক্ত মাদ্রাসা এক বৎসর যাবৎ লেখাপড়া করেন । এরপর কানাইঘাটের ঝিংগাবাড়ি ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসার ভর্তি হন এবং সেখান থেকে দাখিল ও আলিম অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন । তারপর উচ্চশিক্ষার অদম্য স্পৃহা নিয়ে ভর্তি হন বিশ্বের বিখ্যাত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দে। এখানে অত্যন্তকৃতিত্বের সাথে ১৯৪৬ সালে শিক্ষা সমাপন করেন। ১৯৪৭ সালে জামিয়া ইসলামিয়া এমদাদুল উলুম লালার চক মাদরাসার [প্রতিষ্টাকাল : ১৯৩৪ সাল, ১৪৪০ হিজরী] মুহতামিম পদে নিযুক্ত হন। অত্যন্ত দক্ষতার সহিত পরিচালিত করেন লালার চক মাদরাসা। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা দেখে বড় বড় উলামায়ে কেরাম বৃহত্তর সিলেট এদারা বোর্ডের সচিব পদে তাকে নিযুক্ত করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে বহাল ছিলেন। এছাড়াও তিনি এদারায়ে তা'লীম বাংলাদেশ এর অডিটর হিসাবে মনোনীত হয়ে দীর্ঘকাল দায়িত্ব পালন করেন। এলাকায় নারীশিক্ষার বিকাশ করতে পশ্চিম লালারচকে নিজের জমিতে একটি মহিলা মাদ্রসা প্রতিষ্টা করেন।

১৯৫৭ সালের নির্বাচনে কানাই ঘাট রাজাগঞ্জ ইউনিয়ন এর ১ নং ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচিত হন এবং পাঁচ বছর যাবত মানুষের সেবা করেন। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে রাজাগঞ্জ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন এবং ১৯৭১ ইংরেজি পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বছর অত্যন্ত সুনামের সহিত নিষ্ঠার সাথে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল অনন্য। এলাকায় তিনি চেয়ারম্যান হুজুর নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন।

আবুল হারিস চৌধুরী
জন্ম ১৯৪৭- মৃত্যু ২০২১

হারিস চৌধুরী ১৯৪৭ সালে সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার দীঘিরপার পুর্ব ইউনিয়নে দর্পনগর গ্রামে এক বনেদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শফিকুল হক চৌধুরী। তার নানাবাড়ি ভারতের আসামে করিমগঞ্জ জেলার বদরপুরে। হারিস চৌধুরীর পিতা সরকারী চাকুরীজীবি হওয়ার করনে দেশের বিভিন্ন জেলায় হারিস চৌধুরীকে অস্থায়ী ভাবে থাকতে হয়েছে। ১৯৬৭ ফরিদপুর জেলার ভাংগা পাইলট হাইস্কুল থেকে এসএসসি পাশ করেন। ১৯৬৯ সালে ঢাকার নটেরডেম কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর তৎকালীন প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও লোকপ্রশাসন বিষয়ে এমএ পাশ করেন। হারিস চৌধুরীর রাজনৈতিক জীবন শুরু ছাত্রলীগের মাধ্যমে। পরে ১৯৭৭ সালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রাহমানের জাগদলে যোগ দেন। বিএনপি গঠনের পর সংগঠনের সিলেট জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, সহসভাপতি, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও যুগ্ম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯ সালে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তৎকালীন সিলেট ১০ আসন থেকে ও ১৯৯১ সালে পন্চমজাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট-৫ (কানাইঘাট-জকিগঞ্জ) আসন থেকে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিয়ে পরাজিত হন। তবে ১৯৯১ সালে বেগম খালেদা জিয়া সরকার গঠন করলে তিনি তার বিশেষ সহকারী নিযুক্ত হন। ২০০১ সালে সরকার গঠন করলে বেগম খালেদা জিয়া হারিস চৌধুরীকে রাজনৈতিক সচিব (প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা) হিসেবে নিয়োগ দেন। তার হাত ধরে কানাইঘাট ও জকিগঞ্জের অনেক উন্নয়নমুলক কর্মকান্ড সাধিত হয়। তার সরকারের আমলে কানাইঘাট পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হারিস চৌধুরী সুরমা নদীর উপর জিয়াউর রাহমান সেতু নির্মান করে দিঘীরপার পুর্ব এবং সাতবাক ইউনিয়ন দুটিকে কানাইঘাট সদরের সাথে সংযোগ দিয়েছেন এবং এতে করে অত্র এলাকার জনগনের শত শত বছরের নদী পারাপারে দুর্ভোগ-দুর্দশা লাগব হয়েছে। এ সেতুর মাধ্যমে কানাইঘাট ও জকিগঞ্জের যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক নব দিগন্তের উন্মোচন হল। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, বিদ্যুতায়ন সহ সকল ক্ষেত্র হারিস চৌধুরীর অবদান কানাইঘাট-জকিগঞ্জের মানুষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী হারিস চৌধুরী দীর্ঘদিন আত্মগোপনে থাকার পর ২০২১ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

আলহাজ্ব আব্দুর রকিব

মরহুম জনাব এম এ রকিব কানাইঘাট উপজেলার ৭নং দক্ষিন বাণিগ্রাম ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী বড়দেশ গ্রামে ১৯৪০ সালে জন্মগ্রহন করেন। আলহাজ্ব এম এ রকিব কানাইঘাট উপজেলা পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান, তৎকালীন বাংলাদেশ উপজেলা চেয়ারম্যান সমিতির সভাপতি, এবং পুবালী ব্যাংক লিমিটেড এর অন্যতম পরিচালক ছিলেন। তিনি বাংলাদেশে পড়াশুনা শেষ করে ১৯৫৮ সালে বিলেতে আসেন। তিনি নিজ কর্মগুনে ইউকে কমিউনিটিতে একজন দক্ষসংগঠক ও সফল ব্যবসায়ী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বৃটেনে বর্নবাদ বিরোধী আন্দোলন সহ সামাজিক নায্য দাবীদাওয়া আদায়ে তার সরব উপস্থিতি ছিল। ১৯৬২ সালে পাকিস্তান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের নির্বাহী সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পুর্ব পর্যন্ত তিনি ফেডারেশন অফ পাকিস্তান ইন ইউকের সাধারন সম্পাদক ছিলেন। বিলেতে মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রাহমানের অত্যন্ত আস্থাভাজন ব্যক্তি হিসাবে সর্বমহলে তার পরিচিতি ছিল। বিলেত মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় মানুষকে উজ্জীবিত করতে এবং বিভিন্ন দুতাবাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে দোতিয়ালীতে তার অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকার প্রবাসীদের সাহায্য কামনা করে ইংলান্ড প্রবাসীদের এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক দূতহিসাবে নিয়োগ দিয়ে যে চিঠি দিয়েছিল, এম এ রকিব সেই চিঠিখানা ১৯৭১ সালের ২৩ শে এপ্রিল কলকাতা থেকে লন্ডনে নিয়ে আসেন। বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েশন ইউকে সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। সর্বপরি বিলেতে কানাইঘাটবাসীদের সর্বপ্রাচীন এবং প্রাণের সংগঠন কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকের একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৮৫ সালে ইষ্টলন্ডনে তিনির ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়া গ্রীল রেষ্টুরেন্টে কানাইঘাটের কয়েকজন গুনীজন কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে প্রতিষ্ঠা করে তাদের দুরদর্শিতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। জনাব এম এ রকিব শুধু একটি নাম নয়, একটি প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে। ব্রিকলেন জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রনীভুমিকা পালন করেছেন এবং এ মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ও বোর্ড অব ট্রাষ্টি সদস্য। অবহেলিত কানাইঘাটের যোগাযোগ ব্যবস্থা ওজীবনমান উন্নয়নের কথা চিন্তা করে বিলেতের আয়েশী জীবন ত্যাগ করে কানাইঘাটকে নিয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন এবং গনমানুষের নেতা হিসাবে আর্বিভুত হন। তিনিই প্রথম তখনকার সময়ের কানাইঘাট- জকিগঞ্জের এমপি মরহুম ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে দিয়ে বুরহান উদ্দীন রাস্তার রোডম্যাপ তৈরী ও এর প্রথমিক মাটি কাটার কাজ শুরু করেন। এরশাদ সরকারের আমলে সেই সরকারের প্রতি জনাব এম এ রকিবের প্রভাব ছিল ঈর্ষনীয়, তাই তিনি অতি দ্রুততার সাথে কানাইঘাটের মৌলিকদাবী দাওয়া পুরনে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৮৬ সালে নিজের মাতার নামে কানাইঘাট সদরে রমিজা খাতুন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা অত্র এলাকা নারী শিক্ষার বিকাশে এক যুগান্তরারী পদক্ষেপ ছিল।

মাওলানা ফরিদ উদ্দীন চৌধুরী

মাওলানা ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৭ সালে সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার তালবাড়ি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মৌলভী আবদুল হক চৌধুরী। ফরিদ চৌধুরীর শিক্ষাজীবন শুরু হয় গ্রামের মক্তবে। তারপর তিনি ভর্তি হন তালবাড়ি-খালপার সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়ে। ১৯৫৮ সালে ঝিংগাবাড়ি আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৫৯ সালে কৃতিত্বের সাথে দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ন হন। গাছবাড়ী জামিউল উলুম মাদ্রাসা থেকে ১৯৬৩ সালে আলিম পাশ করেন।১৯৬৫ সালে সিলেট সরকারী আলিয়া মাদরাসা থেকে ফাজিল এবং ১৯৬৭ সালে কামিল পাস করেন। ১৯৭১ সালে সিলেট এমসি কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি ইসলামী ছাত্র সংঘে যোগ দেন। ফরিদ

উদ্দিন চৌধুরী এমসি কলেজে বিএ শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় ছাত্রসংঘের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৮৬, ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট ৫ আসনে জামায়াতে ইসালামীর প্রার্থী হয়ে সংসদ নির্বাচনে অংশ নেন। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে মাত্র কয়েক শত ভোটের ব্যবধানে তিনি পরাজিত হলেও ২০০১ সালের নির্বাচনে সিলেট ৫ আসনে চারদলীয় জোটের প্রার্থী হয়ে জয়লাভ করেন। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামিলী গমনোনীত প্রার্থী আলহাজ্ব হাফিজ আহমদ মজুমদারের নিকট পরাজিত হন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। একজন সমাজসেবী, ন্যায়পরায়ন রাজনীতিবিদ, সফল ব্যবসায়ী এবং শিক্ষানুরাগী হিসাবে ফরিদ চৌধুরীর অনেক খ্যাতি রয়েছে।

১/১১ এর সরকার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সহ প্রায় সকল রাজনীতিবিদের চরিত্র হনন করলেও ফরিদ চৌধুরীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল না। তিনি এমপি থাকাকালীন সময়ে বুরহানউদ্দীন রাস্তা জনগনের চলাচলের উপযোগী হয়, যদিও এ রাস্তার কাজ অনেক আগে শুরু হয়েছিল এবং তার পুর্ববর্তী এমপিদের অবদান ও খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। তিনি মিরাবাজার জামেয়া ইসলামীয়ার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল ছিলেন। নিজ গ্রামে তিনির দাদার নামে গড়ে তুলেছেন জামেয়া ইসলামিয়া ইউসুফিয়া, যা অতি স্বল্প সময়ে ফাজিল পর্যন্ত অনুমোদন লাভ করে, এবং এলাকায় আধুনিক যুগোপযোগী ইসলামী শিক্ষার আলো বিকিরণ করছে। তিনি উন্নত চরিত্রের অধিকারী একজন মুত্তকী আলেম। তিনি সব সময় কানাইঘাটের গরীব দু:খী, মেহনতী মানুষের পাশে থাকেন। বর্তমানে শারিরীক অসুস্থতার জন্য আগেরমত সেই কর্মচঞ্চল জীবন চালাতে পারছেন না। মহান আল্লাহপাক ফরিদ চৌধুরীকে যেন দ্রুত সুস্থতা দান করেন।

মাওলানা ইব্রাহিম চতুলী
জন্ম ১৮৯৪- মৃত্যু ১৯৮৪

ইব্রাহীম চতুলী সিলেটের কানাইঘাটের বড়চতুল ইউনিয়নের হারাতৈল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মুন্সী আব্দুল করীমএকজন জ্ঞানী ও কবি ছিলেন। ইব্রাহীম চতুলী বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা আলেম, রাজনীতিক ও সমাজ সংস্কারক ব্যক্তি ছিলেন। মাওলানা চতুলী রাহ: প্রথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি পরে তার পিতার কাছে। তার পিতার বাংলা, উর্দু ও ফার্সী ভাষার গভীর জ্ঞানছিল। তিনি প্রথমে ঝিংগাবাড়ি ফাজিল মাদ্রসায় ভর্তি হন। তারপর গোলাপগঞ্জের ফুলবাড়ি আজিরিয়া মাদ্রাসায় পড়ালেখা করেন, পরে ইসালামী শিক্ষার উপর অধিকতর জ্ঞান লাভের জন্য ভারতের রামপুর মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। তিনি ছিলেন হোসেইন আহমদ মাদানীর শিষ্য। ইব্রাহীম চতুলী দীর্ঘদিন সিলেট নয়াসড়ক জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব ছিলেন। ইব্রাহীম চতুলী ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তিনি জমিয়তে উলানায়ে হিন্দ থেকে খেজুর গাছ প্রতীক নিয়ে পুর্ববংগ আইন সভার সদস্য (এমএলএ) নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন তৎকালীন আসাম প্রদেশ জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ এর সাধারণ সম্পাদক, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা, নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সেক্রেটারী জেনারেল। বৃটিশ খেদাও আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি জেল- জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন।

মুহাম্মদ শামসুল হক
জন্ম ১৯২৯- মৃত্যু ১৯৮৯

মুহাম্মদ শামসুল হক কানাইঘাট উপজেলার ঐতিহ্যবাহী ঝিংগাবাড়ি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। তিনির পিতার নাম মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ। তিনির শিক্ষাজীবন শুরু হয় ভাটি বীরদল প্রথমিক বিদ্যালয়ে লেখা পড়ার মধ্য দিয়ে। পরে তিনি ঝিংগাবাড়ি মাদ্রাসায় ভর্তিহন। ১৯৪৭ সালে সিলেট আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আসাম বোর্ডের অধিনে হাই মাদ্রাস পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথমবিভাগে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি এম মি কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৫২ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫২ সালে তিনি ঝিংগাবাড়ি মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। পরে ১৯৫৪ সালের প্রথম দিকে সিলেট সরকারী আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। প্রখর মেধার অধিকারী, সমাজ হিতৈষী শামসুল হক ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যোগ দেন। এ সময় মুসলিম লীগ সমর্থিত ওলামা সংগঠন জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯৫২ সালে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের ৯ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে সিলেটের গোবিন্দচরন পার্কের জনসভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯৫৩ সালে ঢাকার বড় কাটরা মসজিদে নেজামে ইসলাম ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর আওয়ামী মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম ও কৃষক শ্রমিক পার্টির সমন্নয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা দাবিতে ইসালামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন সম্পর্কিত কোন দাবী না থাকায় তৎকালীন নেজামে ইসলামীর নেতা মাওলানা আতহার আলী রাহ: এর সাথে মনোমালিন্য দেখা দেয় এবং প্রতিবাদে তিনি পরবর্তিতে জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতিতে যোগদান করেন। রাজনৈতিক জীবনে জনগনের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং জেল জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

১৯৬৯ সালে পুর্ব পাকিস্তানের নায্য দাবীআদায়ের লক্ষ্যে স্বৈরচার আইয়ুব সরকার বিরোধী আন্দোলনে অগ্রনী ভুমিকা পালন করেন। ১৯৭০ সালে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে তিনি বিয়ানীবাজার- জকিগঞ্জ-কানাইঘাট এলাকা থেকে এমএনএ পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে পরাজিত হন। একজন সমাজ সংস্কারক হিসাবে জনাব শামসুল হক সর্বদাই সামাজিক উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন। ঝিংগাবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়, ঝিংগাবাড়ি মাদ্রাসা, গাছবাড়ী স্কুল-মাদ্রাসার উন্নয়নে তার অবিস্বরণীয় অবদান রয়েছে। ১৯৬০ সালে তিনি ঝিংগাবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে জনগনের খাদিম হিসাবে কাজ করে গেছেন। ১৯৮১ সালে লন্ডনে চলে আসেন। ১৯৮৫ সালে কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে প্রতিষ্টিত হয় এবং তিনি কানাইঘাট এসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।

অধ্যাপক ডা: মোহাম্মদ তাহের

সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলার ছোটদেশ গ্রামে ১৯৪২ সালে ডা: মুহাম্মদ তাহের জন্ম গ্রহন করেন। তার পিতার নাম মাও হাবিবুর রাহমান। কানাইঘাটে জন্ম নেয়া যে ক'জন কৃতিপুরুষ রয়েছেন, তার মধ্যে ডা: মুহাম্মদ তাহের আপন মহিমায় উদ্ভাসিত। মা বাবার প্রবল ইচ্ছাতেই তিনি স্থানীয় মাদ্রাসায় ভর্তি হন। চার বছর বয়সে পিতৃহারা হন। তাই জীবনের প্রথমদিকে তাকে নানাঘাত- প্রতিঘাত অতিক্রম করতে হয়েছে। পরে স্থানীয় স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু মেধাবী ও অধ্যবসায়ী মুহাম্মদ তাহেরকে কোন বাঁধাই তার অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথের কাঠা হয়ে থাকতে পারেনি। তিনি ৫ম শ্রেণীতে বৃত্তি লাভ করেন। পরে সিলেট সরকারী আলীয়া মাদ্রাসায় ৬ষ্ট শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন, এবং মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তার মেধায় মুগ্ধ হয়ে তাকে scholarship প্রদান করেন, তাই তিনি বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগ পান। তারপর তিনি ৮ম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং সেখানেও বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি সিলেট পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাশ করেন। ১৯৫৯ সালে এমসি কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এইচ এস সি করেন। মোহাম্মদ তারের লালিত স্বপ্ন ছিল ভবিষ্যতে ডাক্তার হয়ে এলাকার মানুষের জন্যস্বাস্থ্য সেবা প্রদান করবেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তির মাধ্যমে তার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেল। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯৬৪ সালে এমবিবিএস ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি ঢাকা পিজি ইন্সটিটিউট থেকে এফসিপিএস (গাল্ড মেডেলিষ্ট) ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর তিনি রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যোগদান করেন। ১৯৭৭ সালে তিনি বাংলাদেশের সর্ব কনিষ্ঠ অধ্যাপক হিসাবে পদোন্নতি পান। তিনি দু'বার বিসিপিএস এর প্রেসিডেন্ট এবং বিএমআরসি এর চেয়ারম্যান হন। রংপুর মেডিকেলে থাকাকালীন সময়ে তিনি বিএমএ এর রংপুর শাখার সভাপতি হন। তিনি বংগবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে ২০০৮ সালে অবসর গ্রহন করেন। অবসর জীবনে তিনি ঢাকাস্থ জালালাবাদ এসোসিয়েশন সহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন। চাকুরীরত অবস্থায় এলাকার কোন মানুষ পিজি হাসপাতালে আসলে তিনি তার সহযোগীতার হাত প্রসারিত করতেন। তিনি ২৬শে অক্টোবর ২০২০ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

মাহবুবুর রব চৌধুরী

বৃহত্তর জৈন্তা অন্চলে যে ক'জন সৎ, দক্ষ, মেধাবী ও দুরদর্শি অফিসার ছিলেন , তন্মধ্যে আলহাজ্ব মাহবুবুর রব চৌধুরী অন্যতম। তিনি কানাইঘাট উপজেলার সদর ইউনিয়নে (বর্তমান পৌরসভা) বিষ্ণুপুর বড় বাড়িতে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহনকরেন। তার পিতার নাম হাজী মমতাজ আলী চৌধুরী। মাহবুবুর রব চৌধুরীর শিক্ষা জীবন শুরু হয় বাড়ির মক্তবে ও গ্রামের প্রথমিক বিদ্যালয়ে। তিনি ৬ষ্ট শ্রেনীতে কানাইঘাট মিডিল ইংলিশ স্কুলে ভর্তি হন এবং পরে শাহ্গলী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস এস সি পাশ করেন। সিলেট সরকারী কলেজ থেকে এইচএসসি এবং সিলেট ডিগ্রী কলেজ (বর্তমান এম সি কলেজ) থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর চাকুরীরত আবস্থায় তিনি বিএবিটি পাশ করেন। তার কর্মজীবন শুরু হয় কানাইঘাট নারায়নচন্দ্র হাইস্কুলে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে। যা বর্তমান কানাইঘাট সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় নামে পরিচিত। তারপর তিনি প্রথমিক বিদ্যালয় সমুহের সাব-ইন্সপেক্টর হিসাবে যোগদান করেন। এরপর তিনি থানা শিক্ষা অফিসার হিসাবে সিলেটের বিভিন্ন থানায় চাকুরী করেছেন। একজন সৎ, দক্ষ এবং নিষ্টাবান অফিসার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন বিধায় পরবর্তিতে তিনি জেলা শিক্ষা অফিসার হিসাবে পদোন্নতি পেয়ে সিলেট জেলা শিক্ষা অফিসে অত্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করে গেছেন। ন্যায় নীতির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আপোষহীন। সিলেট জেলার শিক্ষার উন্নয়নে তিনি যুগান্তকারী ভুমিকা পালন করেছেন। জেলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমুহে , বিশেষ করে কানাইঘাটের স্কুল সমুহের শিক্ষার উন্নয়নে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। আশির দশকের শেষের দিকে কানাইঘাটের বহু শিক্ষক চাকুরী ছেড়ে বিদেশে চলে যান। কেউবা ছয় মাস, কেউবা বছর/দু'বছর পর দেশে চলে এলে চাকুরীচ্যুত হন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের আইনের মধ্য থেকে যেসকল শিক্ষকদের চাকুরীতে পুনঃবহাল করেন। এতে তিনি তার ব্যক্তিগত কোন ফায়দা হাসিল করেননি। নিজের দায়িত্ববোধ থেকে নিজ এলাকার শিক্ষকদের সহযোগীতা করেছেন। তার জীবনে ঘুষ-দুর্নীতি, অনৈতিক ভাবে অর্থ উপার্জনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, নীতি বিবর্জিত লালসা তাকে তার নৈতিকতা থেকে বিচ্যুতি করেনি। তিনি অত্যন্ত সাদামাটা জীবন যাপন করতেন। আমায়িক ব্যবহারের অধিকারী মাহবুবুর রব চৌধুরী যেকোন মানুষকে অতি সহজেই আপন করে নিতেন। তিনি ২০০০ সালে ইহকাল ত্যাগ করেন।

আলহাজ্ব আজিজুল হক চৌধুরী (মুম্বাই হাজী)

সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলার ঐতিহ্যবাহী ঝিংগাবাড়ি (চরিগ্রাম) গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে আলহাজ্ব আজিজুল হকচৌধুরী (মুম্বাই হাজি) ১৯২২ সালে জন্ম গ্রহন করেন। তিনির পিতার নাম মুন্সী হাবিবুল্লাহ বিন কাছিম চৌধুরী। তিনির শিক্ষাজীবন শুরু হয় ঝিংগাবাড়ি মাদ্রাসা থেকে। পরে এমসি কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। তারপর তিনি চাকুরীতে যোগদেন করেন। তিনি হরিপুর দুর্গাপুর হাইস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। তাই তাকে অনেকে মাষ্টার সাহেব বলে সম্বোধন করতেন। সুদর্শন মাষ্টার সাহেবের চারিত্রিক গুনাবলী, সততা ও যোগ্যতায় মুগ্ধ হয়ে আগর-আতর ব্যবসার পথিকৃৎ হেমুর মৌলভী আব্দুল করিম খান সাহেব তাকে মুম্বাই নিয়ে তিনির ব্যবসা পরিচালনার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং মাষ্টার সাহেবের চাচা উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মাও আব্দুল আযীয চৌধুরী (সুপার ইনটেনডেন্ট) সাহেবের কাছে অনুমতি চাইলেন। খানসাহেবের প্রস্তাবে জনাব আজিজুল হক ১৯৫২ সালে মুম্বাই চলে যান এবং ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সাথে খানসাহেবের ব্যবসা পরিচালনা করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি নিজের ব্যবসা শুরু করেন, এবং তার দাদার নামে প্রতিষ্ঠা করেন "আল কাছিম ট্রডার্স"। পুর্ব অভিজ্ঞতা ওকঠোর পরিশ্রমকে কাজে লাগিয়ে তিনি ব্যবসায়িক সফলতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করেন।

১৯৬৯ সালে তিনি Mumbai Agarwood Association এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং একই বছর অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফখরুদ্দীন আলী আহমদ ও বিশেষ অতিথি ছিলেন ভারতের তৎকালীন শ্রম ও বাণিজ্যমন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরী। সমাজ সেবায় এবং ব্যবসায়িক সফলতার জন্য আজিজুল হক চৌঃ ভারতের প্রসিডেন্টের কাছ থেকে বিশেষ সম্মাননা গ্রহন করেন। তিনি ছিলেন বিশ্বখ্যাত অনেক বড় বড় কোম্পানির বীজঘর। আজকের ভারতীয় কোম্পানি টাটা, রিলায়্যান্সের অনেক আগেই তিনি বিশাল ভারতের 'শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী'-র খেতাব নেন ভারতীয় প্রেসিডেন্ট ফখরুদ্দীন আলী-র হাত থেকে (তাঁর পুরস্কার গ্রহণের ছবিটা আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে)। ভারতে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ার পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশে অনেক লাভজনক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। যদিও ভারতের তুলনায় তাহা অতি নগন্য। তিনি সিলেটের মৌলভীবাজারে "মৌলভী টি কোং" স্বত্তাধিকারী ছিলেন। তার কঠোর পরিশ্রম, সততা ও পরিচিতি তাকে ব্যবসায় সর্বোচ্চ সফলতা এনে দিয়েছে।

বিশ্বখ্যাত বাবা জর্দার মালিক ধর্মপাল ছম্পাঞ্জি ছিলেন তার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীক বন্ধু। সৌদি, কুয়েতও কাতার রয়েল ফ্যামেলীর অনেক সদস্য তার ব্যবসায়িক পার্টনার ছিলেন। তিনি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে আজীবন দেশে এবং বিদেশে সমাজসেবা করে গেছেন। তিনি ভারতের বুরহানি কলেজের ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য এবং উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দের মজলিসে শুরার সদস্য ছিলেন। মুম্বাইয়ে তাঁর ঘরে সর্বভারতীয় নেতাদের আসর বসত, সেখানে দেওবন্দের প্রধান মোহতামিমের মারকাজ ছিল। দেওবন্দের বিশ্ববিখ্যাত ক্বারি মাওলানা তৈয়িব রাহঃ সাহেব তারই বাসায় থেকে পর পর ৬টি রমজান মাস অতিবাহিত করে দেওবন্দী মছলাকের শরয়ী অবস্থান ব্যাখ্যা করেন বোম্বেবাসীর নিকট।

ঐতিহ্যবাহী ঝিংগাবাড়ি মাদ্রাসা যখন সুরমার করাল গ্রাসে প্রায় বিলীন, তখন তিনি ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানকে রক্ষার জন্য সর্বস্ব দিয়ে এগিয়ে আসেন। তিনি তার চাচা মাও আব্দুল হালিম চৌধুরী (আমীর সাব), তার ভাই মরহুম হাজী বশিরুল হক চৌধুরী, চাচাত ভাই মরহুম ক্বারী শামসুল ইসলাম চৌধুরীও জনাব মাওলানা মিসবাহুল ইসলাম চৌধুরীকে এলাকাবাসীর সাথে পরামর্শ করে মাদ্রাসাটি একটি উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তরের জন্য অনুরুধ করেন। এবং তিনি সর্বাত্নক সহযোগীতার আশ্বাস দেন। এই তিনজন এলাকাবাসীর সাথে আলোচনা সাপেক্ষ মাদ্রাসার জন্য একটি জায়গা নির্বাচন করেন। যদিও এ কাজটি সহজসাধ্য ছিল না। অনেক ঘাত- প্রতিঘাত অতিক্রম করে শেষপর্যন্ত বুরহান উদ্দীন রাস্তার পাশে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত হলে তিনি ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা মাদ্রাসার জন্য অধিকাংশ জমি অনুদান হিসাবে প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, পুরো জমি অধিগ্রহনের ক্ষেত্রে এলাকার আরো অনেকে জমি দান করে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। পরবর্তিতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিশেষ করে মাটি কাটার কাজ ও ভবন নির্মান সহ নতুন জায়গায় এ মাদ্রাসাকে দাঁড় করতে তিনি ও তার পরিবারের আবদান চিরস্মরনীয় হয়ে থাকব। তাদের সার্বিক সহযোগীতা ও সঠিকসিদ্ধান্তে আজকে মাদ্রাসাটি এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়েছে, যা একটি পুর্ণাংগ ইসালামী বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার দাবী রাখে। এছাড়াএ স্বল্প পরিসরে ঝিংগাবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় এবং এলাকার গরীব অসহায় মানুষের প্রতি তার উদারতা বা দানের কথা লিখে শেষকরা যাবে না। তার দানের ব্যাপকতা তুলনা করতে অনেকে তাকে কানাইঘাটের হাজী মুহাম্মদ মহসিন হিসাবে অভিহিত করে থাকেন। তিনি ছিলেন প্রচার বিমুখ। যার জন্য এ প্রজন্ম মুম্বাই হাজী সম্পর্কে কিছুই জানে না। ২০১৭ সালে সিলেট শহরের নিজ বাসায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বীর মুক্তিযাদ্ধা ফয়জুর রাহমান
জন্ম ১৯৪২- মৃত্যু ২০২২

মুক্তিযাদ্ধা আলহাজ্ব ফয়জুর রাহমান সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলার দক্ষিণ বাণীগ্রাম ইউনিয়নের ধলিবিল দক্ষিণ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী আব্দুল খালিক ও মাতার নাম রুপিয়া বেগম। তার শিক্ষাজীবন শুরু বড়দেশ নয়াগ্রাম মক্তবেই। তারপর ছোটদেশ জুনিয়র স্কুল, কানাইঘাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৭ম শ্রেণি, বারহাল এহিয়া উচ্চ বিদ্যালয় এবং পরবর্তীতে কানাইঘাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৫৭ সালে মেট্রিক পাশ করেন। ১৯৫৯ সালে সিলেট এমসি কলেজ থেকে আইকম এবং ১৯৬৪ সালে হবিগঞ্জ বৃন্দাবন কলেজ থেকে বিকম পাশ করেন তিনি। জনাব ফয়জুর রাহমান ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি হবিগঞ্জ বৃন্দাবন কলেজ হোস্টেল জিএস ও নির্বাচিত হন । তিনি

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, চাকুরী জীবনের প্রথম দিকে শিক্ষকতা পেশায় জড়িত ছিলেন। ১৯৬৫- ১৯৬৬ সালে তিনি ছোটদেশ জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৯৬৭ সালে সিলেট এবং ঢাকা শহরে কাপড়ের ব্যবসা করেন। ১৯৬৯ গণ অভ্যুত্থান ও ১৯৭০ সালে নির্বাচনে বিভিন্ন কর্মসুচীতে অংশ গ্রহন করে তার রাজনৈতিক জীবনের শক্ত অবস্থান পাকাপোক্ত করেন। রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে বিভিন্ন আন্দোলন, সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। সিলেটের ইসমত চৌধুরী, এনাম চৌধুরী, নুরুল হুসেন চঞ্চল, শাহ মুদব্বির আলী, লুতফুর রহমান, শাহ আজিজদের নেতৃত্বে সিলেটে বাংলাদেশের মুক্তির পক্ষেবিভিন্ন আন্দোলনে তিনি জড়িয়ে পড়েন। তিনি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কানাইঘাট-বিয়ানীবাজার-জকিগঞ্জের এমএনএ মরহুম হাবিবুর রহমান তোতা উকিলের পক্ষে কাজ করেন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এপ্রিল মাসের দিকে তিনি ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তার পিতা আব্দুল খালিক তখন শয্যাশায়ী ছিলেন, দেশ মাতৃকার জন্য তিনি তার অসুস্থ পিতার আনুমতিক্রমে মুক্তিযুদ্ধে যান। যুদ্ধে যাওয়ার ২ মাস পর তিনি তার পিতাকে হারান। যুদ্ধে যাওয়া যাত্রাপথে জাফলং এ রাত্রিযাপন করেন। পরদিন জাফলং অতিক্রম করে ডাউকিতে গিয়ে পৌছান। ভারতের মেঘালয়ের ডাউকি নামক স্থানে হাবিবুর রহমান তোতা উকিলের নেতৃত্বে কাজ শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন শরনার্থী ক্যাম্প পরিদর্শন করেন এবং ক্যাম্পগুলো থেকে যুবক ছেলেদের যাচাই -বাছাই করে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেইনিং ক্যাম্পে পাঠানোই ছিলো তার অন্যতম কাজ। এলাকার তরুন ও যুবদের তিনি মুক্তিযাদ্ধে জাপিয়ে পড়ার জন্য উদ্ভুদ্ধ করতেন। একজন দক্ষ সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। অসুস্থ, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিতসার ব্যবস্থা করা সহ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তার উপর ন্যাস্ত ছিল। দাপ্তরিক যোগাযোগ তার মাধ্যমেই হতো । তিনি ইন্ডিয়ান কামান্ডারদের সাথে লিয়াজো মেইনটেইন করতেন, তথ্যের আদান প্রদানসহ শরনার্থী ক্যাম্প থেকে ক্যাপ্টেন এর কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা জমা দিতেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ৫নং সেক্টরে ক্যাপ্টন রাও এর নেতৃত্বে কাজ করেন। তিনি ৫ ডিসেম্বর জাফলং হয়ে দরবস্ত এসে পৌছান । ১১ ডিসেম্বর ক্যাম্প বসান দরবস্ত বাজারের পাশে। দেওয়ান ফরিদ গাজী এমপি তাকে জৈন্তা, গোয়াইনঘাট, চতুল, দরবস্ত অঞ্চলের দায়িত্ব ন্যাস্ত করেন। প্রায় ২ শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা দরবস্ত বাজারে তখন ক্যাম্পে অবস্থান করছিল। পাক হানাদার বাহিনী দরবস্ত থেকে বিভিন্ন ব্রীজ ভেঙ্গে সিলেটের দিকে রওয়ানা দেয়। সেসময় ভারতীয় সেনাবাহিনী জাফলং হয়ে বাংলাদেশ প্রবেশ করতে চাইলে নদীর উপর দিয়ে গাড়ি পারাপারের ব্যবস্থা সহ কোন অঞ্চলে কিভাবে যাবেন, কিভাবে অপারেশন করবেন তার রুপরেখা দেন ফয়জুর রহমান। জাফলেং পাক হানাদার বাহিনী এম্বুস করলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কয়েকজন মারা যান। তিনি জানতে পারলেন যে পাক বাহিনী বাংলাদেশ সীমান্তে আক্রমণ করবে, তখন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কাস্টম অফিস পাকিস্তানীরা দখলে নিয়ে নেয়। পরের দিন রাত ১১.০০ টার পর হানাদারদের উপর ভারতীয় মিত্রবাহিনী আক্রমণ চালালে পাক বাহিনী পালাতে বাধ্য হয়। তাতে অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটে। এভাবে বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তিনি মুক্তিযাদ্ধ চালিয়ে যান। ১৯৭৩ সালে প্রথম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তিনি দক্ষিণ বানীগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তিনি তার দায়িত্ব পালন করেছেন। যুক্তরাজ্যস্থ কানাইঘাটবাসীর সবচেয়ে প্রাচীন প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে'র উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সকল কানাইঘাট কমিউনিটিকে সকল ধরনের সহহযোগীতা করে গেছেন। ১২জানুয়ারী ২০২২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ইষ্ট লন্ডন মসজিদে জানাযার নামাজের পর তাকে গার্ডেন অফ পিস গোরস্তানে সমাহিতকরা হয়। এতে কানাইঘাট এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দসহ কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

লেখকঃ বর্তমান ট্রেজারার, কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে

খোকার সাধ

কাজী নজরুল ইসলাম

আমি হবো সকাল বেলার পাখি
সবার আগে কুসম-বাগে উঠবো আমি ডাকি।
সূয্যি মামা জাগার আগে উঠবো আমি জেগে,
'হয়নি সকাল, ঘুমো এখন'-মা বলবেন রেগে।
বলবো আমি, 'আলসে মেয়ে ঘুমিয়ে তুমি থাকো,
হয়নি সকাল-তাই বলে কি সকাল হবে নাকো!
আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে?
তোমার ছেলে উঠলে গো মা রাত পোহাবে তবে!'
উষা দিদির ওঠার আগে উঠবো পাহাড়-চূড়ে,
দেখবো নিচে ঘুমায় শহর শীতের কাঁথা মুড়ে,
ঘুমায় সাগর বালুচরে নদীর মোহনায়,
বলবো আমি, 'ভোর হলো যে, সাগর ছুটে আয়!'
ঝর্ণা-মাসি বলবে হাসি, 'খোকন এলি নাকি?'
বলবো আমি, 'নইকো খোকন, ঘুম-জাগানো পাখি!'
ফুলের বনে ফুল ফোটাবো, অন্ধকারে আলো,
সূয্যিমামা বলবে উঠে, 'খোকন, ছিলে ভালো?'
বলবো, 'মামা, কথা কওয়ার নাইকো সময় আর,
তোমার আলোর রথ চালিয়ে ভাঙো ঘুমের দ্বার।'
রবির আগে চলবো আমি ঘুম-ভাঙা গান গেয়ে,
জাগবে সাগর, পাহাড় নদী, ঘুমের ছেলে-মেয়ে!

Kanaighat: History and Heritage

By Sadequl Amin

Sylhet is well-known as the spiritual capital of Bangladesh. Similarly, Kanaighat Upazila is known as one of the spiritual areas of the Sylhet District.

A distinct characteristic of the people of Kanaighat is that the vast majority of them are deeply religious and practice their religion wholeheartedly. In Kanaighat, there are many renowned and respected religious institutions from where the local people are gaining excellent religious academic education. In this area, people are also engaged in activities concerning their religion and they take great pride in it. Throughout centuries, eminent religious scholars, academics, intellectuals, politicians, professionals and knowledgeable individuals were born in Kanaighat. Many have departed this world and others are continuing to serve the people in Bangladesh and abroad. Hopefully, many of the future generations will serve and contribute towards the betterment of the area, the country and the world.

Kanaighat is a terrain of the early Jaintia Kingdom which was part of an ancient Hill Kingdom of Assam. The Jaintia Kingdom was a matriarchal kingdom which is also mentioned in Epic, Puranic, and Tantric literature. There is a catchphrase that is well-known in Sylhet and beyond; *Pan, Pani abong Nari - Ei tiney Jaintiapuri* – Betel, Water and Women - these three make Jaintiapuri.

On 23rd June 1757, the last independent Nawab of Bengal Mirza Muhammad Siraj ud-Daulah lost his reign at the Battle of Plassey. This was around 263 years ago. The British East India Company, under the leadership of Robert Clive, defeated the Nawab. This win was due to the treachery of Mir Jafar Ali Khan, who was Nawab's commander in chief. It was crucial to the East India Company's success which paved the way to the establishment of British rule in India.

The British East India Company controlled a large area of India for 101 years, from 1757 to 1858. Then the British Crown ruled the subcontinent for 89 years from 1858 to 1947. Altogether, the British ruled this subcontinent for approximately 190 years. On 16 March 1835, 78 years after the Battle of Plassey, the East India Company took control of the Jaintia Kingdom. At that time, the East India Company was under the first Governor General of India, Lord William Bentinck. In 1836, Jaintia Kingdom was incorporated into the Sylhet District Collector. In order to keep peace and discipline in the Jaintia area, the East India Company's local administration initially set up Thanas (Police Stations) in places such as Jaintiapur and Mulagul Porgona of Kanaighat.

In 1841, a Thana was established in Mulagul Porgonar Lakkipur Mauzar Jarnar Tilai. However, 39 years later in 1880 the Mulagul based Thana was moved to Kanaighat. This Thana is still operating to this day and it is around 140 years old. When Lord Curzon was the Viceroy of India (1899-1905), the 'modern education' or 'English education' system started in Kanaighat. As a result of this system, the first modern education institute, Kanaighat Government ME School, was established in 1905. However, formal religious education started well-before the establishment of the ME School in Kanaighat. Many of the masjid based Khankas and Makthabs were providing basic religious education for local people. At the same time, many respected and reputable institutions started providing higher levels of religious education in Kanaighat. Some of these institutions are Jhingabari Alia Madrasa (1874), Umarganj Immdadul Uloom Madrasa (1898), Monsuria Madrasa which is later named as Kanaighat Monsuria Senior Madrasa (1889/1900), Kanaighat Darul Uloom Madrasa and Gasbari Jamiul Uloom Madrasa (1901).

On 15 August 1947, the British colonial rule ceased to exist in the Indian subcontinent. Before the British withdrew from the subcontinent, they created two separate religiously divided independent sovereign states. The states are India, where majority of the people were from the Hindu community and Pakistan, where majority of the people were from the Muslim community. At the same time, independent Pakistan was further divided into two geographically separate parts: East Pakistan and West Pakistan.

During the time of this partition, Sylhet including Kanaighat was a Muslim majority district in the Assam province which was a Hindu-majority area. Due to this, the people of Sylhet needed to decide through a partition referendum whether to remain with Assam or to join East Pakistan. The referendum was held on 7th July 1947 to decide the future of Sylhet as well as of Kanaighat. The majority of the people in Sylhet voted in favour of joining East Pakistan. After nine months of war with West Pakistan, East Pakistan became independent Bangladesh in 1971. Hence, Sylhet became part of Bangladesh.

The Local Government Ordinance 1982 was promulgated by the Government of the time. As

part of this ordinance, previously known 'Thana' the oldest institution was replaced by 'Upazila'. In 1983, after 103 years of its establishment, Kanaighat Thana became an Upazila and named 'Kanaighat Upazila'.

Kanaighat is an upazila of the Sylhet District in the Division of Sylhet, Bangladesh. The upazila has an area of 412.25 km². It is geographically surrounded by Jaintiapur upazila and Golabganj upazila on the West, Maghalaya state of India on the East, Beanibazar upazila and Zakiganj upazila on the South and Jaintiapur upazila and Meghalaya state of India on the North.

In early 1960, the government of the time introduced union parishad. As a result of this introduction Kanaighat was divided into 9 union parishads. The union parishads are: East Lakshmi Prasad, West Lakshmi Prasad, East Dighirpar, Satbak (West Dighirpar), Bara Chatul, Kanaighat, South Banigarm, Jhingrabari and Rajaganj.

In 2005, Kanaighat Sadar was declared a municipality (paurashava). Currently, the upazila is consists of 1 paurashava and 9 union parishads. The paurashava is subdivided into 9 wards and 26 mahallas. Similarly, 9 union parishads are subdivided into 81 wards, 198 mauzas and 262 villages.

According to the Population and Housing Census 2011 of Bangladesh, the population of Kanaighat upazila was 263,969. The male population stood at 48.99% and the female population at 51.01%. The population density of the upazila was 674 per km². Amongst the population, there were 254,940 Muslims, 8,730 Hindus, 248 Christians, 6 Buddhists and 45 others. The average literacy rate was 43.5%. (The Population and Housing Census 2022 results are not yet released.)

The Jatiya Sangsad in Bangladesh has 300 parliamentary constituencies. Kanaighat upazila is part of constituency number 233, Sylhet 5. The Sylhet 5 constituency comprises of Kanaighat upazila and Zakiganj upazila.

This is a humble attempt to highlight the brief history, heritage and present information relating to Kanaighat. Hopefully, this will encourage others to come forward with more in depth writing about Kanaighat. Furthermore, it is highly anticipated that the information in this article will be beneficial to all of us, particularly to young people and for future generations.

Writer: Former Secretary and present Vice-Chairperson, Kanaighat Association UK

সালাতে খোশুখুজু বাড়ানোর উপায় ও সাফল্য

সিরাজ উদ্দিন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম!

আসসালাতু ঈমামুদ্দীন - সালাত হচ্ছে দ্বীন ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ । মহিমান্বিত মেরাজ রজনীতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মুসলমানদের উপর ফরজ করা হয়েছে। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ সুবহানাহু ও তা'আলা সর্বপ্রথম সালাতের হিসেব চেয়ে নিবেন। আর যে সব নেককার বান্ধা এ হিসেবে কৃতকার্য হবে, ইনশাআল্লাহ তাদের অন্যান্য হিসেব মহান রাব্বুল আলামীনের অশেষ কৃপায় সহজ হয়ে যাবে - ফলশ্রুতিতে তাঁরা পেয়ে যাবেন আদি ও অনন্ত জান্নাতের ঘোষণা। আর সেটাই হবে একজন মুসলমানের চুড়ান্ত সাফল্য। তাহলে আমরা সবাই কিভাবে এ চুড়ান্ত সাফল্য লাভ করতে পারি !!!

দৈনন্দিন জীবনে যে মানুষটা নিজের কাজে খুব ধীরস্থির, খুব ভেবেচিন্তে, গুছিয়ে কাজ করতে ভালোবাসে, মসজিদে এলে সেই মানুষটাও কেমন যেন তাড়াহুড়ো শুরু করে। দুনিয়ার কাজকর্মে যিনি 'মান' (standard) ধরে রাখতে খুবই তৎপর, মসজিদে এলে তাকেও খুব অগোছালোতো দেখা যায়। খুব অদ্ভুত আমাদের আচরণ! আমরা আমাদের ব্যবসায়ে বারাকাহ চাই, আমাদের হায়াত বৃদ্ধি হোক চাই, আমাদের বিপদ দূর হোক চাই, আমরা চাই যে, আমাদের ধনসম্পদ উত্তরত্তর বৃদ্ধি পাক। কিন্তু, এসবকিছুই যার হাতে, যার নিয়ন্ত্রণে এবং যার অধীন-সেই মহান রবের সান্নিধ্য পাবার সবচেয়ে কার্যকরী মূহূর্ত হচ্ছে সালাত। অথচ, সেই সালাতেই আমাদের রাজ্যের উদাসীনতা । অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সালাত জিনিসটা যেন আমাদের ওপর খুব জোর করে চাপিয়ে দেওয়া কোন বস্তু। কোন রকমে দুটো সেজদা দিয়ে কাজ সারতে পারলেই যেন আমরা দিব্যি বেঁচে যাই। সালাতে দাঁড়ালেই আমাদের মন উথালপাথাল করে । এই অনীহা, অনাগ্রহের কারণ হলো, আমরা সালাতকে কেবল একটি আনুষ্ঠানিক "ইবাদত" মনে করি। সবাই সালাত পড়ে, তাই আমিও পড়ি, ব্যাপার টি কিন্তু এরকম নয় ।

যখন মনের মধ্যে আল্লাহর জন্য অপরিসীম ভালোবাসা জমা করতে পারব, তখনই আমাদের সালাতগুলো মধুময় হয়ে উঠবে। সালাত হচ্ছে সেই মুহূর্ত, যে মূহূর্তে বান্দা তার রবের সবচেয়ে নিকটে চলে যায়। সালাত হচ্ছে সেই মূহূর্ত, যে মূহূর্তে বান্দার সাথে তার রবের কথোপকথন হয়। সালাত হচ্ছে সেই সময়, যে সময় বান্দা তার রবের কাছে সকল সমস্যার ঝুলি, বিপদের বিবরণ, চাওয়া-পাওয়ার বাসনা নিয়ে উপস্থিত হয়। এই সালাত হতে হয় মধুর। বান্দা তার সমস্ত প্রেম, সমস্ত ধ্যান এই সালাতেই ঢেলে দেবে ।

যুগের বিবর্তনের ফলে আমাদের সমস্যা সমাধানে নতুন নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে।অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সালাতে আমার চোখের প্রশান্তি রাখা হয়েছে"। চোখ আর মনের প্রশান্তি আসার কথা ছিল সালাতে। কিন্তু আমরা প্রশান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছি, সামাজিক মশ্যাল মিডিয়াতে, হলিউডে রিসোর্টে, গান-কবিতা, সিগারেট আর নেশাদ্রব্যে। মূলত সালাতের মধ্যে কীভাবে ডুব দিতে হবে, কীভাবে সালাত আদায় করলে চোখের আর মনের প্রশান্তি লাভ করা যাবে, সেসব বিষয়ে আমাদের কোনা ধারণা না থাকায় আমরা আজ সালাতের আসল উদ্দেশ্য, কার্যকারিতা থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত। সালাতকে আমরা বন্দি করে ফেলেছি কতিপয় শারীরিক ব্যায়ামের মধ্যে। সালাত আমরা কেন পড়ছি, কী উদ্দেশ্যে পড়ছি, সালাতে আমরা কী বলছি বা কী বলা উচিত - এ সকল ব্যাপারে উদাসীন থাকার দরুন আজ আমাদের সালাতগুলার এমন করুণ অবস্থা ।

সালাতে মনোযোগ ধরে রাখার কিছু কার্যকরী উপায় নিয়ে আমাদের অনেক জ্ঞানী জন এবং ইসলামিক স্কলারগণ কথা বলেছেন। বিশেষ করে মরহুম ডঃ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর। আমরা যদি আমাদের সালাতে সেই উপায়গুলোকে বাস্তবায়ন করতে পারি, তাহলে আশা করা যায়, আমাদের সালাতগুলো প্রাণ ফিরে পাবে, ইনশাআল্লাহ।

সালাতে মনোযোগ স্থাপনের একেবারে শুরুর উপায় হলো নিয়ত। না, আমি আমলে মুখে উচ্চারিত সালাতের নিয়তের কথা বলছি না। নিয়ত বলতে আমি মূলত সালাত আদায় করার জন্য আপনি যে মনস্থির করলেন, সেটাকে নিয়ত বলা হয়। ইসলামে নিয়তের রয়েছে ব্যাপক গুরুত্ব। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সকল কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। মানে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি কাজটা শুরু করবেন, তার ফলাফল দিনশেষে তা-ই হবে ।

আপনি সালাত কেন জামাআতে আদায় করতে চাচ্ছেন? কারণ, জামাআতে আদায় করলে একাকী আদায়ের চাইতে ২৭ গুণ বেশি সাওয়াব। এ ছাড়াও জামাআতে সালাত আদায়ের আরও বিভিন্ন ফজিলত আছে। সেই ফজিলতগুলো লাভের জন্যই আপনি জামাআতে সালাত আদায় করার নিয়ত করলেন। তাহলে, আপনার নিয়ত এখানে শুদ্ধ ।

সালাত কে যদি চোখ আর মনের প্রশান্তি লাভের মাধ্যম হিসেবে পেতে চাই, আমাদের উচিত সবার আগে আমাদের নিয়তকে বিশুদ্ধ করা। আমাদের ঠিক করতে হবে, কেন আমি সালাত আদায় করছি। আল্লাহকে রাজি-খুশি করা, তাঁর প্রিয়ভাজন হওয়া, তাঁর নৈকট্য অর্জনই কি আমার সালাত আদায়ের উদ্দেশ্য? নাকি মানুষের কাছে নিজেকে ভালো প্রমাণ করা, পরহেজগার সাজাই উদ্দেশ্য ?

শুরুতেই একটি বিশুদ্ধ নিয়ত নিয়ে আপনি সালাতে দাঁড়াবেন। আল্লাহু আকবার বলে সালাতের শুরুতে নিজেকে এক গভীর ভাবনার জগতে তলিয়ে দেবেন। আল্লাহু আকবার মানে কী? 'আল্লাহু আকবার অর্থ হলো 'আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।' কথাটার নিগূঢ় যে অর্থ, সেটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। 'আল্লাহু আকবার' বলে আপনি এমন এক সত্তার সামনে দাঁড়াচ্ছেন যিনি হচ্ছেন আসমান-জমিনের মধ্যে থাকা সবকিছুর উর্ধ্বে। তিনিই রাজাধিরাজ এবং অধিপতি। তার ওপরে আর কেউ নেই। আর কিছু নেই। 'আল্লাহু আকবার' বলার সাথে সাথে আপনি এই মর্মে ঘোষণা দিচ্ছেন যে, আল্লাহ হলেন আপনার জ্ঞাত-অজ্ঞাত সকল সত্তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা। তাই, 'আল্লাহু আকবার' বলার সাথে সাথে একটি ব্যাপার মাথায় নিয়ে আসুন যে, আপনি এমন এক সত্তার সামনে দাঁড়িয়ে গেছেন, যার ক্ষমতার ওপরে দুনিয়ার আর কারও ক্ষমতা নেই। যার দয়ার ওপরে দুনিয়ার আর কারও দয়া নেই। আবার, যার শাস্তির ওপরে দুনিয়ার আর কারও শাস্তি নেই। আরও ভাবুন, নিজের অগণিত পাপের কথা, অবাধ্যতার কথা। আপনি ঠিক যে রকম অবস্থায় আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছেন, যে রকম অবস্থায় একজন অবাধ্য দাস তার মনিবের সামনে দাঁড়ায়। একজন দাস বা চাকর যেমন অন্যায় করার পরে খুব বিনীত ভঙ্গিতে, ভয়ার্ত চেহারায়, কাঁপা কাঁপা শরীর নিয়ে তার মনিবের সামনে ক্ষমাপ্রার্থনার আশা নিয়ে দাঁড়ায়, আপনিও সে রকম একজন। আল্লাহর ক্ষমালাভের আশায় আপনি শুরুতেই তাঁর মহিমা ঘোষণা করে দাঁড়িয়ে গেছেন ।

এরপর যখন আপনি সুরা ফাতিহা তেলাওয়াত করবেন। মনে রাখতে হবে, সুরা ফাতিহা কেবল একটি সুরা নয়। এটা উম্মুল কুরআন। কুরআনের মা। এই সুরার সমতুল্য আর কোন সুরা নেই। এটি সুরা অবশ্যই এটি একটি চমৎকার দুআও বটে। অথচ দেখুন, সুরা ফাতিহা যে একটা চমৎকার দুআ, এটা আমরা বুঝতে পারি না। কেন বুঝতে পারি না? কারণ, সুরা ফাতিহা কী বলতে চায় কিংবা সুরা ফাতিহায় আমরা আমলে কী পড়ি, সেটা আমরা কোন দিন জানার চেষ্টা করিনি। এজন্যেই আমরা জানতে পারিনি কি অসাধারণত্ব বহন

করছে সাত আয়াতের এই সুরাটি। সাধারণত, সালাতে আমরা এত দ্রুত আর এত তাড়াহুড়োর সাথে সুরা ফাতিহা তেলাওয়াত করে থাকি যে, আমরা কী বলছি আর কী পড়ছি তা বুঝতেও পারি না। আল্লাহ তাআলা গুরুত্বপূর্ণদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সামনে দাঁড়ালে ঠিক কতটা ধীরস্থির, কতটা বিনয় আর নম্রতার সাথে সুরা ফাতিহা পড়া উচিত আমাদের? সুরা ফাতিহা পাঠে আমাদের দ্রুততা কিংবা তাতে অমনোযোগিতার প্রধান কারণ হলো আমরা কী পড়ি সেটা অনুধাবনে আমাদের ব্যর্থতা।

সালাতে সুরা ফাতিহা তেলাওয়াতের ব্যাপারে খুব সুন্দর একটি হাদিস আছে। ওই হাদিস থেকে জানতে পারি, সুরা ফাতিহা তেলাওয়াতের সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের কথাগুলোর জবাব দেন - বান্দা যখন বলে, 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন', তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। বান্দা যখন বলে, আর রাহমানির রাহিম', তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করছে। বান্দা যখন বলে, 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন, আল্লাহ তখন বলেন, আমার বান্দা আমার বড়ত্ব ঘোষণা করছে। বান্দা 'ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন' বললে আল্লাহ বলেন, এ অংশ আমার ও আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দা যা চাইবে আমি তাকে তা-ই দেবো। মানে হলো বান্দা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাকে সাহায্য করবেন। বান্দার 'ইহদিনাস সিরাত্বাল মুস্তাকীম, সিরাত্বাল লাযীনা আন-আ'মতা আ'লাইহিম, খাইরিল মাগদুবি আ'লাইহিম ওয়ালাদদ্ব-ল্লীন' বলার জবাবে আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার কাছে যা চেয়েছে সে তা-ই পাবে। সুবহানাল্লাহ।

কী চমৎকার, তাই না? আমরা আল্লাহকে ডাকছি আর আল্লাহ আমাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছেন। কেবল ওই মুহূর্তটার কথা চিন্তা করুন! আমরা যখন অর্থ অনুধাবন করে, হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ঢেলে সুরা ফাতিহা তেলাওয়াত করব, এমনভাবে পড়ব যেন আল্লাহ আমাদের কথাগুলো শুনছেন। আর জবাব দিচ্ছেন। আমরা তাঁর দেওয়া জবাবগুলো শুনতে পাব না। আমরা বিশ্বাস করব যে, তিনি আমাদের তেলাওয়াত শুনছেন এবং জবাব দিচ্ছেন।

সুরা ফাতিহা পড়া শেষ হলে কুরআনের যে অংশ আমার জন্য সহজ, সেই অংশ থেকে তেলাওয়াত করব। সেটা হতে পারে সুরা ইখলাস, নাস, ফালাক, লাহাব, কাফিরুন, সুরা আসর কিংবা অন্য যে কোনো সুরা। সম্ভব হলে এই সুরাগুলোর অর্থ শিখে নেব। তাহলে পড়ার সময় বুঝতে পারব আমরা আসলে আরবিতে কী বলছি। যদি বুঝতে পারি, তাহলে সালাতে মনোযোগ ধরে রাখা খুব সহজ হয়ে যায়।

তেলাওয়াত শেষ করার পরে আমরা আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে চলে যাব। "আল্লাহু আকবার' বলার সময় মনের ভাবনায় কোন দৃশ্যপট আঁকতে হবে তো আগেই বলেছি। এবার রুকু এবং সিজদা নিয়ে চমৎকার আরেকটি হাদিস উদ্ধৃত করি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বান্দা যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন তার গুনাহগুলো তার শরীর থেকে তার কাঁধ এবং মাথায় চলে আসে। এরপর, সে যখন মাথা নিচু করে রুকুতে যায়, তখন সেই গুনাহগুলো তার কাঁধ এবং মাথা থেকে ঝরে নিচে পড়ে যায়। কি চমৎকার একটি সুযোগ! কতই-না সুন্দর একটি দৃশ্য! আমরা যখন একাগ্রচিত্তে সালাতে দাঁড়াই, অমনি আমাদের সকল গুনাহ পুরো শরীর থেকে কাঁধ এবং মাথায় চলে আসে। তেলাওয়াত শেষ করে যখন আমরা রুকুতে যাই, তখন আমাদের। গুনাহগুলো ঝরে পড়ে যায়!

এই কথাটা পৃথিবীর কোন সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ কিংবা অর্থশাস্ত্রবিদের নয়। এই কথা যিনি বলেছেন তিনি হলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব - রাহমাতুল্লিল আলামীন। তাহলে এই কথায় কি কোন খাদ থাকতে পারে? এই কথা নিয়ে আমাদের কারও মনে কোন সন্দেহ থাকতে পারে? অবশ্যই নয়। তিনি যখন বলেছেন, রুকুতে গেলে বান্দার গুনাহ ঝরে পড়ে, তখন সেটা অবশ্যই অবশ্যই সত্য।

বিশ্বাস করুন, এই হাদিসটির ওপর অন্তর থেকে আমল করে আমরা যদি খাঁটি নিয়ত আর বিশুদ্ধ ইখলাস নিয়ে সালাত পড়ি, আমাদের মনই চাইবে না রুকু থেকে মাথা ওঠাতে। মন চাইবে, থাকি না আরও কিছুক্ষণ। গুনাহগুলো সব ধুয়েমুছে ঝরে যাক। আমাদের মনে এই ব্যাপারটি বদ্ধমূল হয়ে গেলে রুকুতে আমরা অন্য রকম একটা মজা পেয়ে যাব। রুকুতে আমরা আরও কিছু ব্যাপার মাথায় রাখতে পারি। যেমন - আমি এমন এক সত্তার কাছে মাথা নুইয়ে দিয়েছি যিনি এই সুবিশাল সৃষ্টিজগতের অধিপতি। যার কাছে আমি নিতান্ত তুচ্ছ। আমি হলাম দাস আর তিনি মালিক। আমি মাথা নুইয়ে তাঁকে বলছি, 'মালিক, আপনি মহান। মালিক, আপনি মহান।

এরপর গভীর মনোযোগের সাথে রুকুর তাসবিহ পাঠ শেষে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে মাথা ওঠাব। এই 'সামিআল্লাহু লিমান হামীদাহ' অর্থ কী? এর অর্থ হলো আমার রব সেই ব্যক্তির প্রশংসা শুনেন, যে তাঁর প্রশংসা করে। কী দুর্দান্ত একটি কথা! রুকু শেষ করে আমরা সেজদায় যাই। সেজদা হলো আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যকার সম্পর্কের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতম মুহূর্ত। বান্দা সিজদায় আল্লাহর সবচাইতে নিকটবর্তী হয়ে যায়। আমরা যখন সিজদায় যাব, তখন আমরা আরও কিছু ব্যাপার মানসপটে এঁকে নেব। আগের মতো এবারও আমরা স্মরণ করব নিজেদের পাপের কথা, অবাধ্যতার কথা। মনিবের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে একজন দাস কী করে হাউমাউ করে কেঁদেকুটে মনিবের পা জড়িয়ে ধরে বলে, 'মাফ করে দেন হুজুর। আমি অন্যায় করেছি। আমি জানি আমি ঠিক করিনি। আমি আপনার কাছে বিনীতভাবে ক্ষমা চাচ্ছি। আপনি আমায় ক্ষমা করে দিন। আপনি মাফ না করলে কে আমাকে মাফ করবে, বলুন? আপনি ছাড়া আমার আর কে আছে ?

হ্যাঁ, সত্যিই আল্লাহ ব্যতীত আমাদের আসলে আর কেউই নেই। আল্লাহর চাইতে উত্তম অভিভাবক আমাদের জন্য আর কেউ হতেই পারে না। সেজদায় আমরা সেই সত্তার কাছে লুটিয়ে পড়ব, যিনি আমাদের লালনপালন করেছেন আমাদের মায়ের পেটে, যিনি আমাকে দুনিয়ার আলো-বাতাস দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমি পাপী, গুনাহগার। নিজের আত্মার সাথে নিত্য যুলুম করে চলা এক জালিম আমি। আমাকে ক্ষমা করতে পারে শুধু আল্লাহ। সেই আল্লাহর কাছেই সেজদায় আমি লুটিয়ে পড়েছি। আমার এখন কাজ কী? আমার কাজ হচ্ছে যেভাবেই হোক ক্ষমা আদায় করে নেওয়া। বাচ্চা যেভাবে মায়ের কাছ থেকে বুকের দুধ আদায় করে নেয়। ক্ষুধা পেলে সে যেমন হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দেয়, ঠিক সেভাবে গুনাহের ভারে নুইয়ে পড়া এই আত্মাকে জাহান্নামের লেলিহান আগুনের শিখা হতে বাঁচাতে আমাকেও কাঁদতে হবে। হুহু করে কান্না! চোখের জল ফেলতে হবে। বলতে হবে, 'আল্লাহ, পাপ করতে করতে নিজেকে পাপের অতল সাগরে ডুবিয়ে ফেলেছি। নিঃশ্বাসজুড়ে কেবল পাপ আর পাপ। শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হচ্ছে পাপের অবাধ প্রবাহ। আমার পাপের তূপের কাছে হিমালয় পর্বতও নস্যি। কিন্তু আপনি তো রাহমানুর রাহিম, দয়ালু। আপনি ক্ষমা না করলে কে এমন আছে যে আমাকে ক্ষমা করবে? রাস্তা দেখাবে? কেউ নেই। আমায় ক্ষমা করে দিন। আমাকে সরল-সহজ পথে পরিচালিত করুন।

সেজদায় আন্তরিক হতে হবে। মনপ্রাণ এক করে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। যা। কিছু চাওয়ার, যা কিছু পাওয়ার সব সবিস্তারে আল্লাহর কাছে খুলে বলতে হবে। আল্লাহর বড়ত্বের কাছে নিজের তুচ্ছতা অন্তরে এনে আল্লাহকে মন থেকে ডাকত হবে। যদি সালাতের সাথে আমাদের মন জুড়ে যায়, যদি আমাদের সালাতগুলো প্রাণ ফিরে পায় নতুন করে, তবে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, সালাতের জন্য আমাদের মন সর্বদা ব্যাকুল হয়ে থাকবে। প্রিয়জনের দর্শনলাভের জন্য যেমন করে ব্যাকুল, অস্থির হয়ে থাকে মন, ঠিক সেভাবে সালাতের জন্য, সালাতে আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়ার জন্যও আমরা ব্যাকুল হয়ে পড়বো।

সংক্ষিপ্ত ও সহজ করে বললেঃ

১) যথাসম্ভব জামাআতের সাথে সালাত পড়ার চেষ্টা করতে হবে

২) অর্থ অনুধাবন করে একাগ্রতার সাথে আস্তে আস্তে সালাত পড়ার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে

৩) আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন "আক্বিমুছ সালাতা লী জিক্বরী" - তাঁর স্মরণের জন্য সালাত কায়েম কর। সে জন্য সালাত পড়তে হবে নবী করীম সঃ দেখানো ও শেখানো পদ্ধতিতে।

৪) একের অধিক ছানা মুখস্থ অর্থ সহ জেনে নিতে হবে। কোন সালাতে কোন ছানা পড়বে, তা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত করে রাখতে হবে একাগ্রতা বাড়ানোর জন্য।

৫) রুকু ও সেজদার জিক্বির ও তাছবীহের অর্থ জেনে আস্তে আস্তে সময় নিয়ে যথাসম্ভব তিন বারের বেশী সময় যেমন সাত ও নয় বার পড়া যেতে পারে।

৬) দোয়া কবুলের মোক্ষম সময় সেজদা। তখন একজন নামাজী মানুষ আল্লাহর একদম কাছে চলে যায়। মনে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে আপনি আল্লাহর কুদরতী পায়ে সেজদা দিচ্ছেন। সেজদায় নির্ধারিত তাছবীহ পাঠের পর বেশী করে মাছনুন দোয়া করবেন। পূর্ব থেকেই মনে স্থির করে নিবেন আজ কি কি দোয়া করবেন।

৭) হযরত মাওলানা মিজানুর রহমান সাহেব বলেন, সালাতে দাঁড়িয়ে ভাববেন, এটিই আপনার জীবনের শেষ সালাত, আর হয়তোবা কোন সুযোগ নাও পেতে পারেন।

এরকম করে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে চেষ্টা চালাতে পারলে ইনশাআল্লাহুল আ'জীজ, আপনি সফল হতে বাধ্য।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথা গুলো বুঝার ও আমল করার তাওফিক দান করুক। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন, এবং ঈমানের সহিত থাকুন, এ শুভ কামনায়। আমীন !!

লেখক: সাবেক সেক্রেটারী এবং বর্তমান সহ-সভাপতি, কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে

মূল্যবোধ: ওয়েস্ট আর উপমহাদেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব

ইকবাল আহমদ চৌধুরী

এক: ২০১৭ সালের গ্রীষ্মে ইউনিভার্সিটি অফ নর্থাম্পটনে আমার গ্রাজুয়েশন প্রোগ্রামে হাজির হয়েছিলাম । অনুষ্টানের কলেবর বড় হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাইরে শহরের উপকণ্ঠে একটি বিশাল অডিটোরিয়ামে এটি আয়োজন করা হয়। স্টুডেন্ট এবং গেস্টরা সকালে নির্ধারিত সময়ে ভার্সিটির পার্ক ক্যাম্পাসে এনরোল করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শাটল বাসে করে প্রোগ্রামস্থলে হাজির হন । ইউনিভার্সিটির ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তারা খুব সদয় হয়ে সেদিন একেবারে সামনের সারিতে আমার বসার ব্যবস্থা করেন! অর্থাৎ মঞ্চের অতিথিদের মুখের সামনে। ক্লাসে যেমন সামনের আসনে বসার অনেক বিপদ, তেমনি কোনো গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিক বা অফিসিয়াল প্রোগ্রামে সামনে বসা বেশ চ্যালেঞ্জিং। এদিক ওদিক তাকানো যায় না; এক সেকেন্ডের জন্য হলেও অন্যমনস্ক বা অমনোযোগী হলে ধরা খেতে হয়; আর চুপি চুপি মোবাইল ফেইসবুকিং বা অনলাইন চেক করা তো মহা কঠিন ব্যাপার। প্রোগ্রামের মাঝামাঝি সময়ে আমি এ ধরণের কাজ করতে গিয়ে সেদিন ধরা খেয়ে মোটামুটি মধ্যম মানের একটা ধমক খেয়েছিলাম! তবে ধমকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা বা মঞ্চের কোনো অতিথির কাছ থেকে নয়; আমার সারিতে একজন পরে পাশাপাশি আসনে বসা কম বয়সী এক শাদা মহিলার কাছ থেকে খেয়েছিলাম। নিজের সমান বয়সী বা তারচেয়েও কম বয়সী কোনো অপরিচিত নারীর ধমক হজম করা রক্ত মাংসে গড়া কোনো পুরুষের পক্ষে কি করে সম্ভব, তা আমি সেদিন হাড়ে হাড়ে আন্দাজ করতে পেরেছিলাম! এটি বাংলাদেশ এবং আমি কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা হলে তাৎক্ষণিকভাবে হলরুম থেকে বেরিয়ে আসতাম; সঙ্গী সাথীদের দ্রুততার সাথে ফোন দিয়ে এখানে নিয়ে এসে একটা হই হুল্লুড় বাধিয়ে দিতাম?! কিন্তু, এটা বাংলাদেশ ছিল না এবং আমি কোনো রাজনৈতিক দলের নেতাও না। ধমক খেয়ে ধমক হজম করে, তাঁর কাছে বরং ক্ষমা চেয়ে আমরা উভয়েই প্রোগ্রামে মনোযোগী হয়ে পড়ি। সর্বোচ্চ ২০ সেকেন্ডের ঘটনা এটি। আমি আসলে কী করেছিলাম? আমার পাশের সিটে বসা এক বন্ধু বৃটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে হঠাৎ একটা জরুরি ইমেইল বার্তা পেয়েছে। ইমিগ্রেশান সংক্রান্ত এই মেসেইজ পেয়ে সে কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ায় আমি তাকে অভয় দিয়ে ফিসফিস করে দু একটি কথা বলেছিলাম ।

দুই: অডিটোরিয়ামের প্রোগ্রাম শেষ হলে প্রচন্ড ভিড় ঠেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাটল বাসে গিয়ে উঠি। বাস কানায় কানায় ভর্তি। স্টুডেন্ট আর তাঁদের সাথে আসা গার্ডিয়ানদের উপস্থিতিতে। সেদিন (১৮ জুলাই, ২০১৭) অনলাইনে ঢাকার একটা মর্মান্তিক নিউজ আমাদের সবার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। অবসরকালীন জীবনে থাকা এক বৃদ্ধ বাবা ছেলে সন্তানদের নিতান্ত অবহেলায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সময় পার করছিলেন। একদিন এক ভদ্রলোক একান্ত সদয় হয়ে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে উনাকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং বৃত্তান্ত জেনেছিলেন। বৃদ্ধলোক ভালো চাকরি করতেন। তাঁর ছেলেরা মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত এবং কেউ কেউ ঢাকার শিল্পপতি! বৃদ্ধের সন্তানরা বউ বাচ্চাদের নিয়ে নগর জীবনে আয়েশে দিন কাটালেও বাবাকে সাথে রাখার সে সুযোগ যেন তাঁদের ছিল না! অবসরকালীন জীবনে অসহায় এবং নিতান্তই অনাদরে পড়ে যাওয়া এই বৃদ্ধ বাবা সেদিন মৃত্যুবরণ করেন। যে ভদ্রলোক উনাকে আশ্রয় দিয়ে এই কয়েকদিন দেখাশুনা করেছিলেন, স্রেফ মানবিক বোধ থেকে উনি এই মৃত্যু সংবাদ সন্তানদের জানাতে চাইলেন। এক সন্তান যিনি ঢাকায় ব্যবসা বাণিজ্য করে মোটামুটি শিল্পপতি- বাবার মৃত্যু সংবাদ শুনে তাঁর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল রীতিমত ভয়ঙ্কর তিনি মিটিংয়ে ব্যস্ত আছেন এবং বাবাকে যেন 'আঞ্জুমানে মফিদুল' নামে সংস্থায় হস্তান্তর করা হয়- এই পরামর্শ দেন তিনি ওই ভদ্রলোককে! ঢাকার অনলাইন পোর্টালগুলো বড় বড় শিরোনাম দিয়ে এটি নিউজ করেছিল। শহরের অডিটোরিয়াম থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাটল বাসে বসে বসে হৃদয় ভেঙ্গে যাওয়া এই খবরটি পড়ে যারপর নাই আহত হয়েছিলাম।

তিন: শাটল বাসের দুতলায় আমার পাশের আসনে বসেছিলেন এক পঞ্চাশোর্ধ ভদ্রলোক। বাদামি রঙের চেহারা, চোখে চশমা এবং মুখে হালকা ছাপ দাড়ি দেখেই বুঝা যাচ্ছে উনি মুসলিম এবং বাংলাদেশী বা পাকিস্তানী হবেন। সামনের আসনে উনার স্ত্রী এবং ছেলে- যে একটু আগে গ্রাজুয়েট এওয়ার্ড গ্রহণ করেছে। মূলত ছেলেটি তাঁর গ্রাজুয়েশন সেরিমনীতে বাবা মা'কে সাথে নিয়ে এসেছে। আমার পাশের আসনে বসে ভদ্রলোক যেভাবে রাস্তা ঘাটের ছবি তুলছিলেন, তা দেখেই বুঝা যাচ্ছিল উনি ইংল্যান্ডে নতুন এসেছেন। বাস যখন শহরের রাস্তা মাড়িয়ে কোনো আবাসিক এরিয়া ক্রস করছিল, তাতে তিনি বিস্ময় নিয়ে ইংলিশ ঘরবাড়ি গুলো দেখছিলেন। স্ত্রী আর সন্তানদের সাথে এ নিয়ে নানা আলাপ করার চেষ্টা করেন। তাঁরা স্বামী স্ত্রী দুজনই অনেক বয়স্ক হলেও বেশ ব্যক্তিত্ববান ছিলেন। লন্ডন বা গোটা বৃটেনে যারা শুদ্ধ বাংলায় কথা বলেন, তাঁরা বেশ হেজিটেশানে থাকেন। উনারা যে সিলেটি না- এটা এই ভাষার ম্যাধমে প্রকাশিত হয়ে পড়ে! এতক্ষণ পরে বাংলাদেশী বুঝতে পেরে আমি উনাদের দিকে একটু মনোযোগ দেই। কেননা গোটা বাস ভর্তি ইংলিশ এবং বিদেশী স্টুডেন্ট নিয়ে। এর মাঝে নিজের দেশের কোনো এক ফ্যামিলী পাওয়া অনেক আনন্দের। উনারা নিজে থেকেই বললেন যে, তারা বুঝতে পারছেন আমি সিলেটি। আমি উনাদের অভয় দিয়ে বললাম আমার অনেক নন সিলেটি বন্ধু আছে । আপনাদের সাথে কথা বলে ভালো লাগছে। সবচেয়ে খুশি হয়েছি আপনারা দেশ থেকে এখানে উড়ে এসেছেন শুধমাত্র ছেলের এই প্রোগ্রামে উপস্থিত হওয়ার জন্য। আমি নিশ্চিত আপনারা অনেক ভাগ্যবান। এক সপ্তাহ পর তাঁরা দেশে ফেরত চলে যাবেন। ঢাকায় থাকেন ।

চার: একই দিনে বাবা নিয়ে দুই ধরণের এক্সপেরিম্যান্ট আমার মধ্যে বেশ মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরী করে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেদিন যখন বাসায় ফিরি এক অজানা গভীর ভাবনা আমাকে খুব শক্ত করে আঁকড়ে ধরে! বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠে ঢাকার রাস্তায় অসহায় হয়ে পড়া সেই বাবা আর তাঁর করুণ মৃত্যু পরবর্তী ঘটনাবলি! আবার শাটল বাসে নিজের পাশে বসা এই সুখী বাবা'র প্রতিবিম্ব যখন মনে পড়ে, তখন নিজের মধ্যে দারুন এক শক্তি সঞ্চালিত হয়! বাবা মা'র সাথে সন্তানের সম্পর্ক নিয়ে মোস্যাল সাইন্টিস্টদের অনেক বিশ্লেষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পশ্চিমা বিশ্লেষকদের চোখ দিয়ে আমাদের পারিবারিক মূল্যবোধ সব সময় বিচার করা কঠিন। শুধু পারিবারিক ক্ষেত্রে নয়- ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় আচরণের ক্ষেত্রেও ওয়েস্টের দেশগুলোকে একমাত্র আদর্শ ভাবা যায় না। এখানে অনেক গুলো ফ্যাক্টর জড়িত থাকে, যাতে উপমহাদেশের কালচারের সাথে অনেক তারতম্য রয়েছে। ওয়েস্টের দেশ গুলোতে বাবা দিবস, মা দিবস পালন করার অনেক ভ্যালিডিটি আছে। সে হিসাবে আমাদের দেশের কালচারে হুবহু ঘটা করে এমন দিবস পালন করার তেমন যৌক্তিকতা নাই। তারপর, তারপরও বাবা মা- এমনকি নিজের পরিবারের কোনো সদস্যের প্রতি যখন ভালোবাসা প্রকাশের প্রসঙ্গ আসে, তখন আমি কোনো ধরণের কম্প্রোমাইজ করতে রাজি নই! মার্জিত উপায়ে যে কোনো সেলেব্রেশনের সুযোগ থাকা উচিত। এটা ওয়েস্টার্ন কালচার, না উপমহাদেশের কালচার- সেটা কখনো বিবেচ্য হতে পারে না। আমাদের মূল্যবোধ গুলো চির উন্নত হউক; পারিবারিক এবং সামাজিক বন্ধন সমূহ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হউক- এই একান্ত প্রত্যাশা রইল ।

লেখক: ইকবাল আহমদ চৌধুরী, বিএ (অনার্স), এম. এ (ইংলিশ), একাডেমিক রিসার্চার, অক্সফোর্ডশায়ার, ইংল্যান্ড

কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে'র সমুদ্র বিলাস

দেলওয়ার হোসেন সেলিম

বৈশ্বিক এই দুঃসময়ে অন্য অনেক কিছুর মতোই থমকে গেছে পর্যটন বা বিনোদন শিল্প। বাংলাদেশ, ইউরোপ, যুক্তরাজ্য-সব জায়গায় বিনোদন জগৎ এক বড় ধাক্কা খেয়েছে। করোনা ভাইরাস মহামারির কারণে দেশ বিদেশের সব ধরনের কার্মকাণ্ড বন্ধ ছিলো। দীর্ঘ কয়েক মাস লকডাউন শেষে অবশেষে যুক্তরাজ্য প্রবাসীরা ফ্রীডম মুভমেন্ট পেয়েছেন, তাই কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে লন্ডন থেকে কাম্ব্বারমেন্ড সী-বীচে সমুদ্র ভ্রমনের আয়োজন করেছিল গেল বছর অগাষ্ট মাসে। তখন বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিল করা হয়েছিল। কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন কার্যক্রম বেশ জোরে শোরেই চলছিল। করোনাভাইরাসের কারণে সামাজিক দূরত্বের বিধিবিধানের কথা মাথায় রেখে ভ্রমণের স্থান নির্বাচন করা হয়েছিলো লন্ডন টু ক্যাম্ব্বার স্যান্ডস বিচ। পরবাস জীবনের ব্যস্ততার চাপ কাটাতে লন্ডন প্রবাসীদের নিয়ে আয়োজন করা হয় প্রাণবন্ত আনন্দ ভ্রমণের। কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে'র উদ্যোগে ২২ আগস্ট ২০২১ (রোববার) দিনব্যাপী এ ভ্রমণের আয়োজন করা হয়। দেশটির ক্যাম্ব্বার স্যান্ডস সমুদ্র সৈকতে জাঁকজমকপূর্ণ আনন্দ ভ্রমণ অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক দফা করোনার তান্ডব এবং ব্যাস্ত জীবনের ক্লান্তি দূর করে প্রশান্তি নিতে এই সমুদ্র ভ্রমণে অংশগ্রহণ করেছিলেন বহু প্রবাসীরা। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রবাসীদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সামার সিজনের কিছুটা তাপদাহের মাঝে সমুদ্র ও পাহাড়ি এলাকায় শীতল হাওয়ায় স্বস্তি ও আনন্দের মধ্যে সময় কাটান ভ্রমণ পিয়াসী প্রবাসীরা। সকাল সাড়ে ১০টায় সবাই বাস যোগে যাত্রা শুরু হয় ইস্ট লন্ডনের হোয়াইট চ্যাপেলে অবস্থিত তানজিল অফিসের সামনে থেকে। ডে ট্রিপ বাস্তবায়ন উপকমিটির পক্ষে এসময় সকলকে স্বাগত জানান হসপিটালিটি সেক্রেটারী মালিক আহমদ।

কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে'র সদস্যদের সমুদ্র বিলাসে উদ্বেলিত এ দিনে সন্মানিত অতিথি হিসাবে সাথে ছিলেন সাবেক সভাপতি এবং বর্তমান উপদেষ্টা মাওলানা রফিক আহমদ রফিক এবং উপদেষ্টা ব্যারিস্টার কুতুবউদ্দিন শিকদার এমবিই। তাঁরা তাঁদের শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, এমন আয়োজনের মাধ্যমে, সকলের জন্য আনন্দের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রবাসে নিজেদের মধ্যে বিভাজন ভুলে ঐক্যবদ্ধ সম্পর্ক কর্মব্যস্ত জীবনে প্রশান্তি সৃষ্টি করে এবং মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। তাই সকলের সম্মিলিত আয়োজনগুলো হয়ে উঠবে আপনজনের মিলনমেলায়। তাঁরা কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকের ইসি কমিটির নেতৃত্বের ভুয়সী প্রশংসা করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে চেয়ারপার্সন নাজিরুল ইসলাম বলেন, আপনারা প্রিয় জন্মভুমি বাংলাদেশকে ভালোবাসুন; শিল্প-সংস্কৃতিকে ভালোবাসুন। এ দেশে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে লালন করুন, একে পৃষ্ঠপোষকতা করুন। সেই সঙ্গে নিজের ছেলেমেয়েদেরও বাংলাদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত করুন।

সেক্রেটারী মোহাম্মদ মখলিছুর রহমান তাঁর বক্তব্যে বলেন, লন্ডনে বসবাসরত সিলেট তথা কানাইঘাটবাসীদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নৈতিকতার সাথে আদর্শবান মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। দেশ বিদেশে আমাদের জন্মভূমির বহু মানুষ সমাদৃত এবং মেধা মননের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হচ্ছেন। এজন্য আমরা আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করছি। তিনি প্রবাসে কর্মব্যস্ত জীবনে একটু অবসরের স্বাদ নিতে সবাই অংশগ্রহণ করে ডে ট্রিপ সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

ট্রেজারার আহমদ ইকবাল চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাসীদের অবদান অনেক। প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের রেমিটেন্স দিয়ে আমাদের অর্থনীতি আজ সমৃদ্ধ। প্রবাসীদের শ্রমের ফলে যেমন প্রবাসী আত্নীয় স্বজনদের উন্নতি তেমনি দেশেরও উন্নয়ন হয়েছে। আমাদের নাড়ির টানে প্রবাসেও আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করা অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানান তিনি। চলন্ত বাসে অনুষ্ঠিত হয় কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকের ইসি মিটিং। সেক্রেটারী মোহাম্মদ মখলিছুর রহমানের সঞ্চালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন চেয়ারপার্সন নাজিরুল ইসলাম। হাফিজ জয়নুল আবেদীন চৌধুরীর সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে মুচিত ইসি মিটিংয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করা হয়। মুখরোচক নাস্তা পরিবেশন করা হয়। যান্ত্রিক শহর লন্ডন থেকে গন্তব্যে পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় ২ ঘন্টা। প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে সবুজ ছায়া ঘেরা, পাখি ডাকা ক্যাম্ব্বার মেন্ডস এরিয়াতে বাস থেকে নেমেই যোহরের নামাজ জামাতের সহিত আদায় করা হয়। সাথে নেওয়া রকমারি আইটেম দিয়ে লাঞ্চ করা হয়। সুস্বাদু খাবার খেয়ে সবাই তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলেন।

এরপর কাপড় চোপড় পরিবর্তন করে বিস্তৃত বালুকাময় সৈকতে নামেন। পরিষ্কার বালি এবং নিরাপদ স্নান জলের সমুদ্র সৈকতে বিপুলসংখ্যক মানুষ সারিবদ্ধভাবে হৈ হুল্লোড় করে সৈকতে নেমেই লবনাক্ত পানিতে সাঁতার কাটা শুরু করেন। আমরাও তাই করেছি মনের আনন্দে। একপর্যায়ে শুরু হয় আমাদের মধ্যে হ্যান্ডবল খেলা। বালিতে দুই পক্ষ হয়ে রশি টান প্রতিযোগিতা, বালিতে দৌড়ানো, ফটোসেশন ইত্যাদি। অংশগ্রহণকারীদের আন্তরিকতায় সমগ্র অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার মানুষ একত্র হয়ে ক্যাম্ব্বার মেন্ডস এলাকায় উৎসবে মেতে উঠেন। সব মিলিয়ে উৎসব স্থলটি হয়ে উঠেছিলো যেনো একটুকরো বাংলাদেশ। দারুণ বালুচর দ্বারা সমর্থিত, ক্যাম্ব্বার স্যান্ডস একটি সুদৃঢ় সৈকত যেখানে নরম সোনালী বালি প্রায় ৭ মাইল। ইংল্যান্ডের ইস্ট সাসেক্স উপকূলে একটি বিশিষ্ট প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এলাকা। একটি বিস্তৃত বালুকাময় সৈকত। তার পরিষ্কার বালি এবং নিরাপদ স্নান জলের জন্য লন্ডন থেকে ক্যাম্ব্বার স্যান্ডসে যেতে পারেন ট্রেন যোগে। সেন্ট প্যানক্রাস ইন্টারন্যাশনাল থেকে।

যাঁদের সরব উপস্থিতিতে এই মিলন মেলা মুখরিত হয়ে ওঠে, তাঁরা হলেন : কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে'র চেয়ারপার্সন নাজিরুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি এবং বর্তমান উপদেষ্টা মাওলানা রফিক আহমেদ, উপদেষ্টা ব্যারিস্টার কুতুবউদ্দিন শিকদার এমবিই, সাবেক সেক্রেটারি আজমল আলী, সহ সভাপতি ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আনিসুল হক, সাবেক সেক্রেটারি ও বর্তমান সহসভাপতি লেখক প্রাবন্ধিক সাদেকুল আমিন, ইসি মেম্ব্বার মুজিবুর রহমান, সিরাজ উদ্দিন, সেক্রেটারী মোহাম্মদ মখলিছুর রহমান, ট্রেজারার আহমেদ ইকবাল চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ফারুক আহমেদ চৌধুরী, সাবেক সেক্রেটারি ও বর্তমান সহসভাপতি শোয়াইবুর রহমান, বিলাল আহমদ, সাবেক ট্রেজারার ও বর্তমান এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি জাকারিয়া মিদ্দীকি, ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি নুমান আহমদ পাটওয়ারী, হসপিটালিটি সেক্রেটারী মালিক আহমদ, এসিস্টেন্ট ট্রেজারার একাউন্ট সোলেমান আহমদ পাটওয়ারী, জামাল উদ্দিন, এসিস্টেন্ট ট্রেজারার এমাদ উদ্দিন রানা, আবুল হারিছ, তানভীর খান বাবুল, তাহের উদ্দিন, পাবলিসিটি সেক্রেটারি আতাউর রহমান, সুলতান আহমদ, হাফিজ জয়নুল আবেদীন চৌধুরী, ফাহাদুল আমিন, আজমল হোমাইন, জাকির হোসেন মিল্লাদ, রইছ উদ্দিন, তাহমিদুল ইসলাম, আনওয়ার হোসেন, ইমদাদুর রহমান চৌধুরী, নাজমুল ইসলাম চৌধুরী, হাফিজ কাওসারুল আম্বিয়া, রেজাউর রহমান, শাহিনুল হক, নাজমুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, ইউসুফ আহমদ মেম্ব্বার, মোস্তফা কামাল, শামীম আহমদ, তাজুল ইসলাম, উমর আলী, নাজমুল,

আব্দুস সামাদ, রেজাউল করিম রেজা, সাংবাদিক দেলওয়ার হোসেন সেলিম প্রমুখ। লং জার্নির সময় বাসে মাইক্রফোনের সাহায্যে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালনে সেক্রেটারীকে সহায়তা করেন ট্রেজারার আহমদ ইকবাল চৌধুরী। ফটোগ্রাফার ছিলেন সাবেক ট্রেজারার জাকারিয়া সিদ্দিক। ফিরে আসার সময়ে হামদ, নাত, দেশাত্ববোধক গান পরিবেশন করে মাতিয়ে রাখেন অংশগ্রহণকারী অনেকেই।

সমুদ্রের নীলজলে সাঁতার, জলকেলি, অসীম আকাশের হাতছানিতে ভেসে বেড়ানোর আনন্দ ভাগভাগি করে পড়ন্ত বিকেলে ফিরে আসার সময় ঘনিয়ে এলো লন্ডনে নিজ নিজ আবাসনে। সমাপ্ত করার প্রস্তুতি নিতে হলো কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে-এর সামার ডে ট্রিপ। প্রকৃতি যেনো মিশেছিলো এদিন সকলের মনজুড়ে আর মেলা বসেছিল অর্ধশত প্রবাসীর কুশল উচ্ছ্বাসে, সমুদ্রবিলাসে উদ্বেলিত ছিলেন সকলেই। সকাল থেকে শুরু করে সন্ধ্যা অবধি বিভিন্ন খেলাধুলা ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি রঙিন হয়ে উঠেছিল। দিন শেষে সবার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় ক্লান্তি অথচ প্রশান্তির ছায়া। সন্ধ্যার আগেই নিজ শহর লন্ডনে ফিরে আসার মধ্য দিয়ে শেষ হয় প্রাণবন্ত সেই আনন্দ ভ্রমণের।

লেখক: সম্পাদক ও প্রকাশক আদর্শবার্তা, লন্ডন, যুক্তরাজ্য । প্রতিষ্ঠাতা সিনিয়র সহ সভাপতি, কানাইঘাট প্রেসক্লাব ।

The Welcome of Winter

Maaria Chowdhury

Clear icicles, hanging loosely,
Whilst the blankets of snow smother the ground,
Gem-like snowflakes falling swiftly,
As the winter spirit begins to surround.

Bare branches, feeling depressed,
Beneath the silent, lonely sky,
Vulnerable to the snow they detest,
Whilst the cotton blanket below begins to lie.

The wind turns into a snarling beast,
Feeling bitter and raw,
Howling as it hits warm cheeks,
Eyes gaze at the winter scene in awe.

Unity is Strength

Sadequl Amin

It is not indifference
It is shared generosity
It is a helping hand
It is love for humanity
It is human for humanity
It is from the inner core
It is from the soul
It feels like a river moving in you
It is joy.

It is not disunity
It is sharing
It is caring
It is giving
It is moving
It is seeing hunger and thirst
It is feeling pain and suffering
It is the hard reality
It is unity, unity and unity.

It is not a division
It is one mission, one vision
It is our root, our heritage
It is our culture, our identity
It is our people, our family
It is one Kanaighat, one community
O Kanaighatis, we are one and united
Unity is our strength, join hand in hand
United we stand, divided we fall.

---

18 Ramadan 1441, 11 May 2020

[This poem is dedicated to magnanimous and big-hearted Bashirul Islam, Barrister Kutubuddin Ahmed Shikder MBE, Anisul Haque, Najirul Islam and everyone else for their generous contribution during the pandemic in 2020.]

কানাইঘাট: ইতিহাস ও ঐতিহ্য

সাদেকুল আমীন

বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী হিসাবে সুপরিচিত সিলেট জেলা। আর এই জেলার অন্যতম আধ্যাত্মিক এলাকা হিসাবে পরিচিত কানাইঘাট উপজেলা।

কানাইঘাট এলাকার মানুষের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর তা হল, এই এলাকার অধিকাংশ মানুষ গভীরভাবে ধার্মিক এবং তারা তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি আন্তরিকভাবে পালন করে। এখানে বেশ কয়েকটি স্বনামধন্য ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আর এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে স্থানীয় ও অন্যান্য এলাকার শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করছে। আর এ অঞ্চলের মানুষ বিশেষভাবে ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হওয়ার কারণে এতে তারা গর্ববোধ করে।

যুগে যুগে কানাইঘাটে প্রখ্যাত আলেম, উলামা, বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, পেশাজীবী, বিজ্ঞ ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের জন্ম হয়েছে। পালাক্রমে অনেকেই এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং যারা বেঁচে আছেন তাঁরা দেশে ও বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। আর তাঁরা তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে জ্ঞান বিস্তার করছেন এবং মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন।

আমরা আশা করছি কানাইঘাটের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের মেধা বিকাশের মাধ্যমে নিজ নিজ অবস্থান থেকে এলাকার মানুষের, দেশ ও মানবতার কল্যাণে অবদান রাখবে।

কানাইঘাট হল আদি জৈন্তিয়া রাজ্যের একটি ভূখণ্ড যা আসামের একটি প্রাচীন পার্বত্য রাজ্যের অংশ ছিল। জৈন্তিয়া রাজ্য ছিল একটি মাতৃতান্ত্রিক রাজ্য যা মহাকাব্য, পুরাণ এবং তান্ত্রিক সাহিত্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সিলেট এবং এর বাইরে জৈন্তাপুরীদেরকে নিয়ে বহুল প্রচলিত একটি ক্যাচফ্রেজ আছে। আর তা হল; *পান, পানি ও নারী - এই তিনে জৈন্তাপুরী।*

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মির্জা মুহাম্মদ সিরাজ উদ-দৌলা পলাশীর যুদ্ধে তার রাজত্ব হারান। আর এটি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ২৬৩ বছর আগে। রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নবাবকে পরাজিত করে। নবাবের প্রধান সেনাপতি মীর জাফর আলী খানের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ব্রিটিশদের এই জয় নিশ্চিত হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাফল্যের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যা ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করেছিল।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ১০১ বছর ভারতের একটি বৃহৎ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করেছিল। তারপর ব্রিটিশ ক্রাউন ১৮৫৮ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ৮৯ বছর ভারত শাসন করে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ ক্রাউন প্রায় ১৯০ বছর এই উপমহাদেশ শাসন করে।

পলাশীর যুদ্ধের ৭৮ বছর পর, ১৮৩৫ সালের ১৬ই মার্চ, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সিলেটের জৈন্তিয়া রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ নেয়। তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের অধীনে ছিল। ১৮৩৬ সালে, জৈন্তিয়া রাজ্যকে সিলেট জেলা কালেক্টরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জৈন্তিয়া এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্থানীয় প্রশাসন প্রাথমিকভাবে জৈন্তিয়াপুর এবং কানাইঘাটের মুলাগুল পরগনা এলাকায় দু'টি থানা (পুলিশ স্টেশন) স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

পরে, ১৮৪১ সালে, মুলাগুল পরগনার লক্ষীপুর মৌজার ঝর্ণার টিলাতে একটি থানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে, ৩৯ বছর পর, ১৮৮০ সালে, মুলাগুল ভিত্তিক থানাটি কানাইঘাটে স্থানান্তরিত করা হয়। আজ অবধি এখান থেকেই থানার নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আর, প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এ পর্যন্ত কানাইঘাট থানার প্রায় ১৪২ বছর হয়ে গেছে।

লর্ড কার্জন যখন ভারতের ভাইসরয় ছিলেন (১৮৯৯-১৯০৫), তখন কানাইঘাটে 'আধুনিক শিক্ষা' বা 'ইংরেজি শিক্ষা' ব্যবস্থা শুরু হয়। এই ব্যবস্থার ফলস্বরূপ, ১৯০৫ সালে কানাইঘাট সরকারি এমই স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর এই এমই স্কুলই কানাইঘাটের প্রথম 'আধুনিক শিক্ষা' বা 'ইংরেজি শিক্ষা' প্রতিষ্ঠান। তবে, কানাইঘাটে এমই স্কুল প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় শিক্ষা শুরু হয়। মসজিদ ভিত্তিক অনেক খানকা ও মক্তব স্থানীয় লোকদের জন্য প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করত। তবে, এর পাশাপাশি কানাইঘাটে অনেক স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উচ্চ স্তরের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান শুরু করে বেশ আগে থেকে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বেশ পরিচিত কয়েকটি হল ঝিংগাবাড়ী আলিয়া মাদ্রাসা (প্রতিষ্ঠা কাল ১৮৭৪ ইংরেজী), উমরগঞ্জ ইমদাদুল উলূম মাদ্রাসা (১৮৯৮), মনমুরিয়া মাদ্রাসা যা পরে কানাইঘাট মনমুরিয়া মিনিয়র মাদ্রাসা (১৯৮৯/১৯০০), কানাইঘাট দারুল উলূম মাদ্রাসা এবং গাছবাড়ী জামিউল উলূম মাদ্রাসা (১৯০১)।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। ব্রিটিশরা এই উপমহাদেশ থেকে প্রত্যাহার করার আগে, তারা দুটি পৃথক ধর্মীয়ভাবে বিভক্ত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র তৈরি করেছিল। রাষ্ট্রগুলি হল ভারত - যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের এবং পাকিস্তান - যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের। একই সময়ে, স্বাধীন পাকিস্তান ভৌগলিকভাবে দুটি পৃথক অংশে বিভক্ত ছিলঃ পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান। আর ভৌগলিকভাবে এ দুটি অংশের দূরত্ব ছিল প্রায় ১০০০ মাইল।

এই বিভক্তির সময়, কানাইঘাট সহ সিলেট ছিল আসাম প্রদেশের একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা যা ছিল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা। এ কারণে সিলেটের জনগণকে একটি বিভাজন গণভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল আসামের সাথে থাকবে নাকি পূর্ব পাকিস্তানে যোগ দেবে। সিলেটের পাশাপাশি কানাইঘাটের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য ১৯৪৭ সালের ৭ই জুলাই গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। সিলেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ পূর্ব পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে ভোট দেয়। ফলে, সিলেট পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হয় আর কানাইঘাট হয় সিলেটের অংশ। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ১৯৪৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত এক রাষ্ট্র ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে নয় মাস যুদ্ধের পর, ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত হয়।

তৎকালীন বাংলাদেশে সরকার কর্তৃক স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ ১৯৮২ জারি করে। এই অধ্যাদেশের অংশ হিসাবে, পূর্বে পরিচিত প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান 'থানা' যা 'উপজেলা' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। ১৯৮৩ সালে, প্রতিষ্ঠার ১০৩ বছর পর, কানাইঘাট থানা একটি উপজেলায় পরিণত হয় এবং 'কানাইঘাট উপজেলা' নামকরণ করা হয়।

কানাইঘাট বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের সিলেট জেলার একটি উপজেলা। উপজেলাটির আয়তন ৪১২.২৫ বর্গ কিলোমিটার। ভৌগোলিকভাবে এর পশ্চিমে জৈন্তাপুর ও গোলাবগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে ভারতের মেঘালয় রাজ্য, দক্ষিণে বিয়ানীবাজার ও জকিগঞ্জ উপজেলা এবং উত্তরে জৈন্তিয়াপুর উপজেলা ও ভারতের মেঘালয় রাজ্য।

১৯৬০ সালের প্রথম দিকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ইউনিয়ন

পরিষদে বিভক্ত হয়। ইউনিয়ন পরিষদগুলো হলঃ পূর্ব লক্ষ্মী প্রসাদ, পশ্চিম লক্ষ্মী প্রসাদ, পূর্ব দীঘিরপাড়, সাতবাক (পশ্চিম দীঘিরপাড়), বড় চতুল, কানাইঘাট, দক্ষিণ বাণীগ্রাম, ঝিংরাবাড়ী ও রাজাগঞ্জ।

২০০৫ সালে কানাইঘাট সদরকে পৌরসভা ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে উপজেলাটি ১টি পৌরসভা ও ৯টি ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে গঠিত। আর কানাইঘাট পৌরসভা ৯টি ওয়ার্ড এবং ২৬টি মহল্লায় বিভক্ত। একইভাবে, কানাইঘাট উপজেলা ৯টি ইউনিয়ন পরিষদ ৮১টি ওয়ার্ড, ১৯৮টি মৌজা এবং ২৬২টি গ্রামে বিভক্ত।

বাংলাদেশের আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১ অনুসারে, কানাইঘাট উপজেলার জনসংখ্যা হল ২৬৩,৯৬৯ জন। পুরুষ জনসংখ্যা ৪৮.৯৯% এবং মহিলা জনসংখ্যা ৫১.০১%। উপজেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব ৬৭৪ প্রতি বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যার মধ্যে ২৫৪,৯৪০ জন মুসলমান, ৮৭৩০ জন হিন্দু, ২৪৮ জন খ্রিস্টান, ৬ জন বৌদ্ধ এবং ৪৫ জন অন্যান্য। গড় সাক্ষরতার হার ৪৩.৫%। (বাংলাদেশের জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এর ফলাফল এখনও প্রকাশ হয় নাই।)

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের ৩০০টি সংসদীয় আসন রয়েছে। কানাইঘাট উপজেলা হল ২৩৩ নম্বর নির্বাচনী এলাকা, সিলেট ৫-এর অন্তর্ভুক্ত। কানাইঘাট উপজেলা ও জকিগঞ্জ উপজেলা নিয়ে গঠিত সিলেট ৫ আসন।

পরিশেষে, এই নিবন্ধটি কানাইঘাটের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং কিছু তথ্য ও পরিসংখ্যান তুলে ধরার এক ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। আমরা আশা করি, এটি অন্যদেরকে কানাইঘাট উপজেলা নিয়ে আরও বিস্তারিত লেখা উপস্থাপন করতে উৎসাহিত করবে। তদ্ব্যতীত, এখানে উল্লিখিত তথ্য ও পরিসংখ্যান আমাদের সকলের, বিশেষ করে তরুণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উপকারী হবে এটাই প্রত্যাশিত।

লেখক: সাবেক সেক্রেটারী এবং বর্তমান সহ-সভাপতি, কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে

My Journey to Bangladesh

By Ridwan Rahman

It was finally the day of the flight that I had been waiting 3 months for. I woke up early, got myself ready with everything packed to go to the airport. We all got into the car with our luggage, ready and prepared to meet our lovely family in Bangladesh. I fell asleep on the way there but woke up at Heathrow Airport. I dragged my tired body out of the car, as we took our luggage and entered the busy airport. Going through the normal procedures was an easy but long process. Eventually we boarded the plane, found our seats, and sat down. I really enjoy travelling, so this was one of the moments that I couldn't wait for. The plane lifted off and before I knew it, I was asleep yet again.

At the end of the flight, everyone clapped for the pilot, it was deserved as he had done such a smooth landing. We got off the plane and the intense heat of Bangladesh suddenly blasted on my face. The warm atmosphere of the country made me feel welcome and happy to be there, as I anticipated meeting my lovely family after 2 years. We exited the airport (that had many cockroaches in it) and at the door was my chachu! I was so excited to meet him! After the greetings we got into a car and went straight to the house.

At the house I finally met all my wonderful family and I hugged them all. I had been waiting for so long for this. But my dear Dadi and Dada were not there. A certain part of the house felt so empty without them. As I explored the house again, I walked into their room expecting to see them there, but they weren't. My mind travelled back to when they were still alive, and I imagined them lying on the beds, Dada reading his newspaper and Dadi eating her Paan. Sadness overcame me as I had to face the reality that they were not here anymore.

The Bangladeshi food was amazing, it tastes so different to food in England. But the best thing about it was the tea. Bangladeshi-style tea is absolutely amazing. Laughter into the night, having midnight snacks and playing games with my cousins was so much fun. Occasionally I would go out with my cousins to go to a park and enjoy the beautiful scenery of Bangladesh.

After a couple of weeks, we all went to the village. The village life is completely different to the city life. In the village, we played cricket late into the night with my cousins, and it a lot of fun. We also did Eid-ul-Adha in the village, and we went to the local mosque to pray there. My uncle also let me ride on his motorbike, which was scary at first but later it became more and more fun. We bathed in the large lake, which was also very fun. For me, the village was very fun, but unfortunately my sister didn't enjoy it as much as I did. She wanted to return to the city more than anyone else, as she couldn't endure the intense heat in the village.

But before we went back to the city, I had to go to my Nana Bari. We didn't stay there for long, but it was fun to watch the chickens and ducklings. One thing that I clearly remember is that my brother put grains of rice on a duckling, and it just sat there, we were all chuckling as we watched this grand scheme of my little brother unfold. I also rode on a donkey in my Nana Bari, it was one of the few experiences that I did not enjoy as I nearly fell off multiple times. One of my cousins also stepped in some sort of poo, we didn't know whether it was horse poo or cow poo, but it was poo and it reeked. At this point I wanted to go back to the city as well, as I was quite worn out and wanted to have a relieving rest.

When we got back to the city, we had a few hours of quiet before our other cousins returned, bringing the noise and happiness back with them. The next few days passed and soon enough, I was back out into the busy streets of the city with my cousins. My sister had at this point recovered from her so-called "traumatic" experience in the village. The next few weeks up until we left were spent doing joyous activities with the family. We made memories we would never forget, partly because of the fun times and partly because my sister recorded at every opportunity that she could get.

Eventually our time in Bangladesh had come to an end, as the packing commenced, and we prepared our final goodbyes. It all went quicker than expected, and before I knew it, I was back on the plane again.

On the plane, I remembered all the good times I had only a mere few hours ago, I was already missing my family. I sat in between my older sister and my dad, and my sister annoyed me on the plane as usual and I decided to take a nap. Before I knew it, I was back in England, but this time I had much more things to reminisce about and think back to. I went home and ate some food, which reminded me of the delicious food back in Bangladesh. I had to accept that I would have to wait a long time to see them again. And a few hours after I got home, everything was back to its usual self, and before I knew it I was complaining about gloomy British weather yet again.

প্রাতঃকালীন ভাবনা

ফারুক আহমদ

আজকের নতুন দিনের নতুন সকাল, আমি কি নতুন কিছু করতে পারব? স্বাদ আছে কিন্তু পারব কই, জীবন যে আমার ছকে বাধা। গত ৩৬ বছর থেকে কাজের দিনের সকালের আবহাওয়া বদলায়, কিন্তু আমার রুটিন কখনো বদলায়নি।

সেই প্রতিদিনের মত অফিসের জন্য রেডি হওয়া, নাস্তা করা, গাড়ি নিয়ে Traffic জামে বসে থাকা, অফিস যাওয়া, সেই একই রকম কাজ, লাঞ্চ, ডিনার এইতো জীবন। Traffic জামে পড়লে আমি এখন আর আগের মত হতাশ হই না। এতদিনে বুঝতে পেরেছি সময়ের চেয়ে জীবনের মূল্যটাই বেশী। আমার এই জীবন কোন দিন কোথায় গিয়ে থামবে আল্লাহ জানেন।অনেকে বলে যদি জীবনে বৈচিত্র চাও তাহলে যত আগে সম্ভব অবসরে যাও।অবসর কথাটি আমার কাছে কেন জানি হতাশার বার্তা নিয়ে আসে। অবসর মানে আমি আর কোন কাজের নই, আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। In accounting term fully depreciated, nil residual value. আমার এক ডাক্তার মামা ছিলেন, উনি খুব বড় ডাক্তার ছিলেন, কেলকাটা মেডিকেলে পড়া শেষ করে লন্ডনে পড়তে এসেছিলেন। বিলেতের সকল বড় মেডিকেল ডিগ্রি উনার ছিল, MRCP, FRCS ইত্যাদি। বহুদিন বিলেতের হাসপাতালে কাজ করেছেন। উনার কাছে কবি গুরু রবীন্দনাথের ফিউনারেলের দিনের গল্প শুনেছি, মামা নিজেও অংশগ্রহন করেছিলেন।

মামা বলেছিলেন কখনো তুই রিটায়ার (retire) করিসনা, রেগুলার অঙ্ক করবি, এতে তোর ব্রেইন ফাংশন ভাল থাকবে। ভেবেছি আমিও তাই করব, মামার কথা শুনবো, অবসরে যাব না।

বিলেতে আমার এক পরিচিত দাদা ছিলেন। উনি ব্যাবসায়ী ছিলেন, বিজনেস পারটনারদের সাথে সম্পর্ক ভাল ছিলনা তাই নিজের শেয়ার বিক্রী করে early রিটায়ারমেন্টে চলে যান। কিছু দিন বেশ বিদেশ ভ্রমন করেছেন। অবসরের বছর খানেক বাদে প্রতিদিন সকালের খবরের কাগজ আর কিছু সময় TV দেখার পর উনার আর কিছুই করার ছিলনা তাই আস্তে আস্তে বেকারত্ব উনাকে খুব হতাশ করে তুলে। এবং মানসিক ভাবে খুব দুর্বল থাকায় খুব অল্প কথায় রেগে যেতেন।

শুনেছি উনি উনার বন্ধুদের সাথে আড্ডায় বসলে অনেক liquor/ spirits গিলতেন এবং মাঝে মাঝে betting houseএ visit করতেন। এই নিয়ে উনার নিজের বউ'র সাথে ঝগড়া বিবাদ করতেন, এমন কি ছেলের বউ'র সাথেও ঝগড়া হত। তখন এমন হয়েছিল যে উনি আর কাউকে তেমন বিশ্বাস করতেন না।

হটাৎ উনার বউ মারা যাওয়ার পর উনি নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়েন, অতিরিক্ত alcohol গিলার কারনে লিভারে সমস্যা হয়, কিডনি সমস্যা দেখা দেয়, একটার পর একটা বিপর্যয় নেমে আসে। ছেলে আর ছেলের বউ উনাকে ঠিকমত দেখাশুনা করতে পারেনি তাই উনাকে নার্সিং হোমে রেখে এসেছিল।

শুনেছি শেষ বয়সে দাদা একেবারে একা ছিলেন, খুব lonely যাকে বলে। উনার ফ্রেন্ডস সারকুলের কাউকে তিনি তেমন বিশ্বাস/ট্রাস্ট করতেন না। তাই ক্রমশ উনাদের মাঝে দূরত্ব বাড়তে থাকে। আস্তে আস্তে সকল সামাজিক যোগাযোগ বন্দ হয়ে যায়। এই সব ঘটনা মনে হলে আমার খুব কষ্ট হয়, ভয় হয়। তাই ভেবেছি আমি রিটায়ার করব না।

লেখকঃ প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও বর্তমান সহ-সভাপতি, কানাইঘাট এসসোসিয়েশন ইউকে

অভিযাত্রী চলো

আবদুল মালিক

চলো অভিযাত্রী চলো এভারেস্ট শৃঙ্গে চলো;
মৌন মহান সে হিমালয় দেখতে চলো।

চলো অভিযাত্রী চলো রঙধনু পর্বতে চলো;
সপ্তবর্ণে রাঙিয়ে মন গ্রেট-ওয়ালের চীন দেখতে চলো।

চলো অভিযাত্রী চলো ক্যাঙারুর দেশে চলো;
মায়ের মিষ্টি ভালোবাসার নজির দেখতে চলো।

চলো অভিযাত্রী চলো গ্রেট বেরিয়ার রীফ চলো;
শত-কোটি ক্ষুদ্র প্রাণের সহ-অবস্থান দেখতে চলো।

চলো অভিযাত্রী চলো ডায়মন্ডের দেশে চলো;
কার্বনের হীরক-দ্যুতি দেখতে কিম্বার্লী চলো।

চলো অভিযাত্রী চলো পেরুর 'মুন-ভ্যালি' চলো;
বৃষ্টিহীন আটাকামায় চন্দ্র-পৃষ্ঠ দেখতে চলো।

চলো অভিযাত্রী চলো গ্রাণ্ড-ক্যানিয়ন চলো;
দু'শ কোটি বছরের জিওলজিক্যাল ফিচার দেখতে চলো।

চলো অভিযাত্রী চলো নায়াগ্রা জলপ্রপাত চলো;
জলের গর্জন শুনে শুনে জলপ্রপাত দেখতে চলো।

চলো অভিযাত্রী চলো উত্তর মেরু চলো;
মেরুবিন্দু হতে অবাক পৃথিবীর দক্ষিণের ঘটনাবলী দেখতে চলো।

চলো অভিযাত্রী চলো দক্ষিণ মেরু চলো;
সময়হীনতার মাঝে হাজার বছরের নির্জনতা দেখতে চলো।

চলো অভিযাত্রী চলো, ঘর হতে দু'পা ফেলো;
মনের জানালা খুলে পাখিদের মতো ডানা মেলো।

Ramadan

Anisah Chowdhury

O beautiful month of Ramadan,
You bring so much joy and strengthen Imaan,
We fast and pray throughout the day,
Be patient and kind in every way,
Give charity to those in need
Try our best to do good deeds,
As the sun goes down and the sky grows darker,
It brings relief from hunger,
We break our fast and reflect and pray,
And we thank Allah for these blessed days,
Joy and mercy fills the nights,
As Laylatul Qadr brings the light.
Ramadan Mubarak!

কানাইঘাটের লড়াই

মোস্তফা কামাল

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চে কানাইঘাট মাদ্রাসার বার্ষিক জলসায় পুলিশের গুলিতে নিহতের ঘটনা সিলেট অঞ্চলের ইতিহাসে 'কানাইঘাট যুদ্ধ' নামে পরিচিত। ঘটনার শতবর্ষ পরে ও আজ ঘটনাটি এক বিস্মৃত ইতিহাস। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ২০ জানুয়ারি মোস্তফা কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কের গ্রান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলীতে তুরস্ককে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হলে খেলাফত আন্দোলন বাস্তবতা হারিয়ে ফেলে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এমন কি নিজ দেশ তুরস্কের বিদ্রোহীরা পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে পরিচালিত গেরিলা যুদ্ধ নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। কিন্তু সিলেটের জনগণ খেলাফত আন্দোলনকে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে নতুন উদ্যোগে চালিয়ে যান।

সিলেটের অনেক নেতৃস্থানীয় আন্দোলনকারী বন্দি থাকা সত্ত্বেও ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে কানাইঘাটের খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা ব্রিটিশ সরকারকে গভীরভাবে চিন্তিত করে। বিশেষ করে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ অধ্যুষিত কানাইঘাট অঞ্চলের আলেম সম্প্রদায় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামকে খেলাফতের শ্লোগানে উজ্জীবিত রাখতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। তাই তুরস্কের খেলাফতকে গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা সত্ত্বেও আলেম সমাজ নিজেদের ধর্মীয় অনুভূতির চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন মাদ্রাসার বাৎসরিক সভা বা জলসার আয়োজনের মধ্য দিয়ে।

ব্রিটিশদের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণের কারণেই খেলাফত প্রথার অবলুপ্তি ঘটে-এরূপ ধারণা বিদ্যমান ছিল সিলেটের আলেম সমাজের মনে। তাই যে কোন ছলছুতো ধরে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে কানাইঘাট মাদ্রাসার বাৎসরিক জলসা উপলক্ষে সমগ্র সিলেটব্যাপী গোপনীয়ভাবে খেলাফতের দাবির প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্যে বিপুল জনসমাগমের ব্যবস্থা করা হয়। বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জনতার মিছিল আসতে থাকে। স্থানীয় প্রশাসন অবস্থা আঁচ করতে পেরে সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু স্বাধীনতার আবেগাপ্লুত জনগণ এতে দমিত না হয়ে তীব্রভাবে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। এখানে উল্লেখ্য ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বৃহত্তর সিলেটের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ খেলাফত নেতৃবৃন্দ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বি.এল, মাওলানা আব্দুল মুছব্বির চৌধুরী, মাওলানা সাখাওয়াতুল আম্বিয়া চৌধুরী, ডা. মোর্তজা চৌধুরী, মাওলানা আব্দুল হক, আব্দুল হামিদ প্রমুখ জেলে বন্দি ছিলেন। এ দিকে অসহযোগ আন্দোলনের নেতা বসন্তকুমার দাস, শিবেন্দ্রকুমার বিশ্বাস ও সতীশ চন্দ্র দেব প্রমুখও জেলে ছিলেন। এতদসত্ত্বেও সিলেটের স্বাধীনতাকামী জনতা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের নেতৃত্বেই কানাইঘাটে ইসলামি জলসার নামে খেলাফত মহাসভার আয়োজনের মাধ্যমে জনগণকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। শুরু হয় আইন অমান্য করে জনসমাবেশ ও বক্তৃতা। জনসভায় সভাপতিত্ব করেন মাওলানা ইব্রাহীম তশ্না (রহ.)। জেলা প্রশাসন ইতোপূর্বেই নিরাপত্তার জন্য প্রাদেশিক পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য কামনা করে। ফলে সুরমা ভ্যালির পুলিশ কমিশনার ওয়েবস্টার তার বাহিনীসহ স্বয়ং কানাইঘাট উপস্থিত হন। স্থানে স্থানে পুলিশ গারদ বসানো হয় যাতে উত্তেজনা প্রশমিত করা যায়। কিন্তু উত্তেজিত জনতা কর্তৃক কমিশনার ওয়েবস্টার আক্রান্ত হওয়ার আশংকায় ভীত হয়ে জনতার প্রতি গুলি চালনার নির্দেশ প্রদান করেন। ১৪৪ ধারা অমান্য করে জলসা করায় বেলা ১২ টায় কমিশনার মিস্টার ওয়েবস্টারের আদেশে কানাইঘাট মাদ্রাসার বার্ষিক জলসায় পুলিশ বাহিনী গুলি চালায়। এতে ঘটনাস্থলে ৬ জন নিহত হন। আহত হন আরো শতাধিক নিরীহ মানুষ। পুলিশের গুলিতে নিহত হন বাইয়মপুর গ্রামের মাওলানা আব্দুস সালাম, দুর্লভপুর গ্রামের মুসা মিয়া, নিজ বাউরভাগ গ্রামের আব্দুল মজিদ, উজানী পাড়া গ্রামের হাজী আজিজুর রহমান, সরদার পাড়া গ্রামের মোঃ জহুর আলী ও চট্টগ্রামের ইয়াছিন মিয়া। এই ঘটনা সিলেট অঞ্চলের মানুষের কাছে কানাইঘাটের যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত হয়। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন পরিবর্তনের ফলে বৃহত্তর জৈন্তিয়া থেকে আসাম প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য প্রেরণের সুযোগ হয়। ১৯৩৭ সালে কানাইঘাটের অধিবাসী সুনাপুর নিবাসী মৌলভী আব্দুস সালাম বিএ, বিএল প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় নির্বাচনে মৌলানা ইব্রাহিম চতুলী প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তান আমলে আল্লামা মুশাইদ আলী বাইয়মপুরি (রহ.) ও পুনরায় মৌলভী আব্দুস সালাম বিএ, বিএল এবং কানাইঘাট থেকে মাওলানা ওবায়দুল হক (রহ.) জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত করে এই অঞ্চলের মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

লেখক: একজন সমাজকর্মী

PHOTO GALLERY

Kanaighat Association UK
কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে এর উদ্যোগে
বন্যায় দুর্গত মানুষের জন্য

Kanaighat Association UK
কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে

FEED 5000
COVID-19 VICTIMS
In Association with :
Kanaighat Association UK

Kanaighat Association UK

Kanaighat Association UK
কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে
নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান-২০২০
ইউনিয়ন: ০৯ নং রাজাগঞ্জ

Kanaighat Association UK
কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে

Kanaighat Association UK
কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে
Excursion
Organise by Kanaighat Association

Tax Whiz

International Accountants

Md Sulaman Ahmed
Bsc (OBU), M com, AFA/ MIPA
AAIA, CIPFA (Afill)

Our Popular Services

- Restaurant & Take Away
- Accounts for LTD Company
- CAB Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

we are registered licence holder in PUBLIC PRACTICE

CIPFA The Chartered Institute of Public Finance & Accountancy

AIA THE ASSOCIATION OF INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

IFA INSTITUTE OF FINANCIAL ACCOUNTANTS® A MEMBER OF THE IPA GROUP

45A Raven Row
London
E1 2EG

Web: www.taxwhiz.co.uk
email: ask@taxwhiz.co.uk

T: 0203 417 3130
F: 0207 183 2131
P: 07400 818184

PRECEPT FINANCE

Guiding you to the best Islamic finance choice

Halal Home Finance

from 10% deposit only

Halal Buy to Let Finance

from 20% deposit only

Halal Bridging Finance

from 25% deposit only

About Us

We are the group of former Islamic Bankers with over 50 years of combined banking experience. We have a vast knowledge of Islamic finance banking industry , therefore we are able to provide you with a high level of service and find you a best Sharia compliant product available in the UK that is most suitable for you.

We help you all the way during the process from application to completion stage to ensure a stress free and smooth journey.

Want to know more about our service ?

Contact us on:

07419 364 873 Ashraful Islam
07920 292 512 Shamim Chowdhury
07917 260 154 Abul Fozoll

Email: **info@preceptfinance.co.uk**
Visit: **www.preceptfinance.co.uk**

YOUR HOME MAY BE AT RISK IF YOU DO NOT KEEP THE PAYMENTS ON YOUR HOME PURCHASE PLAN. ANY ADVICE WILL BE PROVIDED BY FCA AUTHORISED PERSON.

EDU XPERT GLOBAL

An expert mentor in higher education...

Study in the

UK & USA

100% VISA SUCCESS

OUR SERVICES

- ADMISSION TO 80+ UK UNIVERSITIES
- ADMISSION TO USA UNIVERSITIES
- STUDENT VISA APPLICATION
- DEPENDENT VISA APPLICATION FOR SPOUSE
- DEPENDENT VISA APPLICATION FOR CHILDREN
- PSW VISA (Post Graduate Visa) APPLICATION
- IHS FEE PAYMENT FROM UK
- UNIVERSITY TUTION FEE PAYMENT FROM UK
- PASSPORT RENEWAL FROM UK

NO SERVICE CHARGE IN ALL ADMISSION PROCESS

Abu Saleh Yahya
Chief Executive Officer
BA (Hons), MA- University of Dhaka

LONDON OFFICE:
3rd floor, 241a Whitechapel Road, London E1 1DB.
Mobile & Whatsapp: +447458 305 036
E-mail: eduxpert.uk@gmail.com, admission.eduxpert@gmail.com
fb/EduXpertGlobal

www.eduxpertglobal.com

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ

কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট

সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত

২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়

টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা

পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে ৬৫০+ আইএফআইসি ব্যাংক শাখা/উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা

দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

IFIC MT UK

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে টাইপ করুন

IFIC Money Transfer UK

অথবা নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সরাসরি লগ-ইন : https://online.ificuk.co.uk

IFIC Money Transfer [UK] Limited

(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)

Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK.

0207 247 9670

www.ificuk.co.uk

ইউকে থেকে বাংলাদেশে
টাকা পাঠান কম খরচে
নিরাপদে-নিশ্চিন্তে

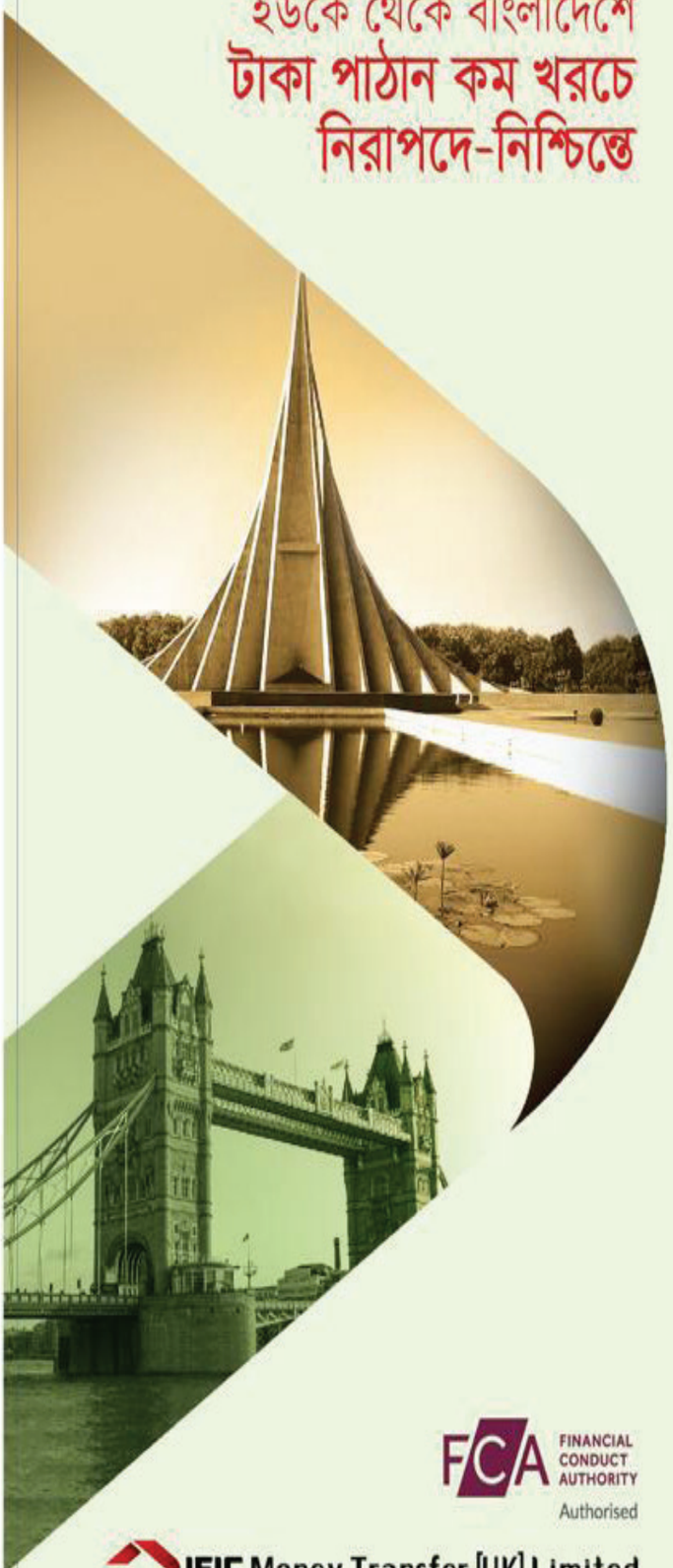

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY
Authorised

IFIC Money Transfer [UK] Limited

A Subsidiary of IFIC

Tanzeel Branches

Bethnal Green & Hackney
12 Bishops Way
(Located in Seth Court)
E2 9HB

Barking Road
285 Barking Rd
E13 8EQ

Bow
1A Tidey Street
E3 4DD

Docklands
111 Mellish Street
E14 8PJ

Ilford
36 Mansfield Rd
IG1 3BD

Mile End
132 Eric Street
E3 4SS

Nelson Street
60 Nelson Street
E1 2DE

New Road
149 Commercial Rd
E1 1PX

Newbury Park
766 Eastern Avenue
IG2 7HU

Stepney
Multicentre
115 Harford Street
E1 4FG

Walthamstow
896 Forest Rd
E17 4AE

Whitechapel
220 Whitechapel Rd
E1 1BJ

Newham & Tower Hamlets
Noman Ahmed
07532 035 551

Redbridge & Waltham Forest
Ashfaque Miah
07432 111 207

Central Office
0208 159 8141

Maktab & Hifdh Madrasah

APPLY NOW

LIMITED SPACE

Complete the online form or contact us and we will arrange an appointment to visit your nearest madrasah.

www.tanzeel.co.uk

tanzeel

Tanzeel Maktab & Hifdh Madrasah is the largest provider of Arabic and Quran classes for boys and girls in London.

We are an Evening & Weekend Madrasah with over four thousand students ages 5 – 15 memorising the Quran. Based on availability we take students at any time.

Key Features

Memorise the Qur'an with Tajweed
Perform Salah & Dua with meaning
Small classes – A teacher for every 12/13 students Segregated classes for girls over the age of eleven Female teaching staff

Method

Structured Syllabus
Age & level grouping
Continuous assessment
Interactive learning
Varied & focused timetable

Subjects

Tajweed & Hifdh
Dua & Salah
Islamic Studies
Arabic Language

Commitment to Parents

Safe and secure environment
Be engaged and informed
Written progress reports two times a year
Daily homework diary
Meeting every 6 months with class teacher
Head teacher to address any concerns

Teachers

Experienced, Trained & Qualified
Native Arabic speakers
DBS verified
Work according to set lesson plans & targets
Supervised by a dedicated Head Teacher

Weekend Maktab Sat & Sun

Session 01
09:30 am – 12:30 pm

Session 02
01:00 pm – 04:00 pm

Session 03
04:30 pm – 07:30 pm

Evening Maktab

Session 04
Monday to Friday
05:15 pm – 07:15 pm

Bethnal Green
Haat Bazar
FRESH MEAT, FISH, VEGETABLE & GROCERY
WWW.HAATBAZAR.CO.UK
337 Bethnal Green Road, London, E2 6LG
Tel: 020 7739 3594, 07539 810177, 07411 086415
Open: 7days a week 9am-9pm
PAPLU
FRESH FOODS
Specialist in all kinds of fruits and vegetables
44 Watts Grove, London E3 3RE
Tel: 020 7531 1165
Mob: 07947 720 322, 07985 420 272
www.papluveg.co.uk
Zilany
PRODUCT
Zilany
No1 Singapury Supari
SAFA
Foods Ltd.
Specialist in all kinds of Rices, Spices, Flour & Oils
44 Watts Grove, London E3 3RE
Tel: 020 7538 4414
Mob: 07507 646540, 07939 556626, 07985 420272
info@safafoods.co.uk www.safafoods.co.uk

CAPSTONE
ACCOUNTANTS & TAX ADVISERS

A K M Jalal Uddin FCCA

Chartered Certified Accountant

Services

- Statutory Accounts & Audit
- Sole Trader & Partnership Accounts
- Management Accounts
- Financial & Investment Advice
- Business Plan & Projections
- Company Formation
- Self Assessment Tax Returns
- Capital Gain Tax
- Corporation Tax Returns
- VAT Returns
- Payroll (RTI)

London Main Office:

Unit 110, 8-10 Greatorex Street
London E1 5NF

T: 020 3490 6705
info@capstoneaccountants.co.uk
www.capstoneaccountants.co.uk

Norwich Office:

48-50 St. Augustines Street
Norwich NR3 3AD
01603 343 539

Luton Office:

Mckenzie House (Top Floor)
110-112 Leagrave Road
Luton LU4 8HX
01582 343 144

Bright inTuition

Building knowledge bit by BiT

A Unique Private Tuition Provider

ENGLISH **MATHS** **SCIENCE**

Why Choose Us?

- Fully Qualified Teachers
- Year Based Classes
- One-to-One Support
- Follows National Curriculum
- Affordable prices

Year 3 – GCSE
10 am - 5 pm

Classes run every

Saturday & Sunday

ENROLLING NOW, CALL ON

07747 424 153, 07985 924 948

WWW.BRIGHTINTUITION.COM

Whitechapel:
Madani Girls School(2nd floor),
Myrdle Street,
London E1 1HL
07985 924 948

Seven Kings:
The Palmer Catholic Academy
Aldborough Road South,
Seven Kings, Ilford IG3 8EU
07747 424 153

Manor Park:
728 Romford Road
Manor Park, Third Avenue
London E12 6BT
07464 171 217

feast & Mishti
Whitechapel Market

Breakfast
Lunch
Dinner

BUFFET
£14.99
Upto 30 items

TRULY AUTHENTIC
BANGLADESHI
FOOD

মায়ের
হাতের রান্না....

180' SEAT
WITH 30 & 45 SETER
2 PRIVATE ROOM

YOUR BEST CHOICE
IN EAST LONDON

020 7377 6112
245-247 Whitechapel Road, London E1 1DB
www.feastandmishti.co.uk

ফিস্ট
হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট

AM ACCOUNTANCY SERVICES

MHD. AYAS MIAH
BA (Hons), MAAT, FCCA
Chartered Certified Accountant

Services Available:

- Accounts
- Bookkeeping
- Payroll (PAYE)
- VAT returns
- Tax Returns (Self Assesment)
- Taxation (All kind of Taxes)
- Tax Planning
- Company Formations
- Sole traders / Partnerships
- Limited company's Account
- Management Accounts
- Financial Advice
- Business start - up Advice
- Tax, VAT Investigation
- Budgets
- Business plan
- Cash flow Forecast
- CT - 600 Return, Corporation Tax
- CIS scheme / Minicab Account

and much more...

For Further information please contact:

43 Benjonson Road
Stepney Green
London E1 4SA

Tel: 020 7790 6111
Fax: 020 7790 8033
Mobile: 07956 171 335

Email: ayasmiah3@aol.com
Website: www.amaccountancyservices.co.uk

Sky Travel London
OUR SERVICES
WORLD WIDE AIR TICKETS
WORLD WIDE VISA
POWER OF ATTORNEY
NO VISA
PASSPORT NEW/RENEW
LOST PASSPORT
SKY TRAVEL LONDON
129 New Road (Whitechapel), London E1 1HJ
Tel: 0207 998 3463 Email: skytravellondon@gmail.com
Contacts
Abul Fateh 07886 975 434
Fahadul Amin 07402 287 078
bangladesh
BRITISH AIRWAYS
QATAR AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
Emirates
SAUDIA

FARUK & CO

Chartered Certified Accountants

Faruk Ahmed FCCA

Email- info@farukandco.co.uk
Tel-02071852229
Mobile-07930922229

ILFORD, ESSEX, UK

OUR SERVICES

- ACCOUNTS PRODUCTION
- TAX MANAGEMENT
- MANAGEMENT ACCOUNTANCY
- BUSINESS IT SUPPORT
- BOOK KEEPING & PAYROLL
- VAT RETURNS

SHUHEL & CO
FREELANCE SOLICITOR

SHUHEL & CO

Shuhel Ahmed is director of Shuhel & Co. Shuhel & Co is the trading name of Shuhel Ahmed's Freelance Practice. He also works as a Solicitor at AS Excellence Solicitors

Expertise

01 **Immigration**
including Appeal & Judicial Review

02 **Family & Children Law**
Including divorce & Financial remedy

03 **Commercial Lease & Agreement**
Landlord & Tenancy Agreement

Contact:

London:
30 Churchill Place
Canary Wharf
London E14 5RE

Milton Keynes:
115A Queensway
Bletchley MK2 2DH

www.immigratio-visa.co.uk 020 80904780 Shuhel Ahmed

মাজ হলিডে হোম

ফার্ণিচার সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হয়

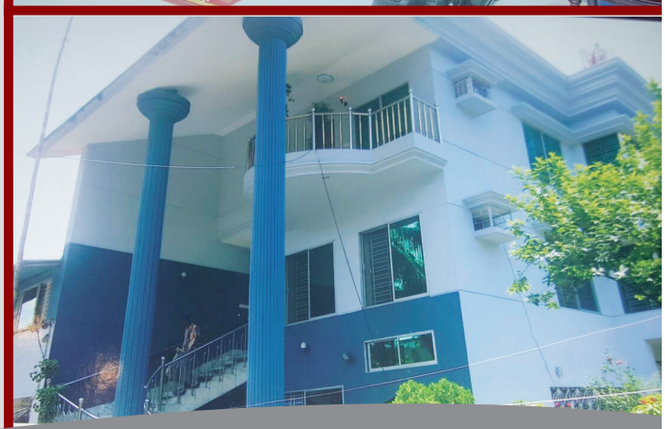

First Floor

- ✓ 3 Bedroom Flat
- ✓ Drawing Room
- ✓ Dinning Room
- ✓ Kitchen
- ✓ Bathroom/Toilets

Ground Floor

- ✓ 4 Bedroom House
- ✓ Drawing Room
- ✓ Dinning Room
- ✓ Kitchen
- ✓ Bathroom/Toilets

Please contact

House No: 70
Road No: 44
Block - C
ShahJalal Uposhohor
Sylhet, Bangladesh

বাড়ী: ৭০, রোড: ৪৪, ব্লক: সি

মোবাইল: **01712 588 081** (BD)

07809 395 755 (UK)

MMK

Chartered Certified Accountants

London

020 3981 5373

37th Floor, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AA

Unit 404, E1 Studios, 3-15 Whitechapel Road, London E1 1DU

Luton

015 8272 6600

960 Capability Green, Luton LU1 3PE

www.mmkaccountants.com

Romford Golf Club

Restaurant & Lounge

Romford Golf Club Restaurant and Lounge
is perfect for any occasion you may have.

From wedding to any kind of parties, the restaurant have hosted countless successful events.

For all enquiries please contact **Anis**
m: **07985 215 311**
e: **anisulhaque93@yahoo.com**

SAMPLE

VERTEX ACCOUNTANTS

Business Advisers and Tax Specialists

Mashuk Rabbani BSc (Hons), MSc, FCPA

Services

Company Accounts
Charity Accounts
Property Accounts
Sole Trader
VAT Registration
VAT Returns
VAT Planning
Payroll & RTI
Payroll And PAYE Returns
Tax Planning
Company Tax Returns
Self-Assessments Tax Returns
Property Tax
Company Secretarial/ Company Formation
Bookkeeping

Luton Office

McKenzie House (Top Floor), 110-112 Leagrave Road, Luton, Bedfordshire LU4 8HX

London Office

Unit 110, 8-10 Greatorex Street, London E1 5NF

T: 01582 343144 T: 02033 756 356 M: 07985404044
Email: mail@vertexaccountants.com
website: www.vertexaccountants.com

Qurtubah Institute for Arabic and Islamic Studies

Reviving Knowledge *Inspiring Spirituality* *Building Community*

A Dynamic Islamic Supplementary School

(Weekend & Weekdays Classes/Courses for Children/Adults)

- Do you want your child to become a Hafiz?
- Do you want your child to have a better understanding of Islam?

If your answer is YES, then Qurtubah is the right choice for you.

Qurtubah Institute is set up and run by a group of trustees, who are all qualified teachers of Arabic and Islamic Studies. We all have numerous academic and professional experiences of teaching Islamic knowledge, Arabic language and the Quranic Arabic in various places, including secondary schools and different evening and weekend madrasahs.

Courses on offer:

- Foundation (4+ to 6years)
- Tahfizul Quran (Memorisation of the Quran for Children)
- Pre-Alim Course (for Children and Adult)
- Tajweed Course (for Adult)
- Arabic Language (GCSE)
- Intensive Arabic Course (Full time/Part time)

Fees: Weekdays and Weekend £60 per month

Time and Day

Weekdays Evening (Mon-Fri):

Children: 5pm-7pm
Adult: 10.30am-1.00pm(Female)
7.30pm-9.30pm (Male)

Weekend (Sat-Sun):

Children: 9.30am-12.30pm
(Morning Session)
Children: 2:00pm-5:00pm
(Afternoon Session)
Adult: 5.30pm-7.30pm (Male)

Places are limited

Register now

Whitechapel Branch:

Qurtubah Institute
42 Fieldgate St, Whitechapel,
London, E1 1ES
(Above Maedah Grill & Behind East London Mosque)

Tel : 020 3638 1501
Mob : 07912207156 | 07946490503 | 07983803181

Poplar Branch:

Qurtubah Institute
Poplar Mosque and Community Centre (1st floor)
6 Webber Path, Poplar
London E14 0FZ

Mob : 07912207156 | 07946490503 | 07983803181
Website: www.qurtubahinstitute.co.uk

Over 30 years of Experience

TOWER HAMLETS BARRISTERS CHAMBERS

- Home Office Applications
- Bail Applications
- Deportation
- EU Law
- Visa Applications
- Visits & Settlement
- Judicial Review
- Sponsorship Licence
- Tier 1 to 5 and work permit Sponsorship
- Agreements & Contracts
- Employment
- Family & Divorce
- Landlord Tenants
- Islamic Law
- Bangladeshi Land Law
- Bangladesh Matrimonial
- Conflict of Laws
- Welfare Benefit
- Social Security
- Affidavit
- Appeals
- Defense
- Motoring Offenses
- Domestic Violance
- Fraud
- Assault / Common assault

Barrister Kutubuddin Ahmed Shikder, MBE

OPENING HOURS
MONDAY-FRIDAY
10:00AM - 5:30PM

T H BARRISTERS CHAMBERS

t: **020 7377 8090** m: **07956 182 545**
e: info@thbchambers.co.uk w: thbchambers.co.uk

Please call us during office hours to book your first appointment.

KANAIGHAT ASSOCIATION UK

কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউ কে

Established 1985 | Charity Number 1092797